জনমানসের দৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা]

দ্বিতীয় খণ্ড

[সপ্তম অধ্যায়—দ্বাদশ অধ্যায়]

[ভগবদ্গীতা ও Phenomenology]

[*A study in the totality of an event*]

[মানুষীতনুতে পরমাত্মার প্রকাশ একটী বিশেষ সামগ্রিক জাগতিক ঘটনা—তাহার বাস্তব অনুভূতি ও উপলব্ধির কৌশলের ব্যাখ্যান]

জিজ্ঞাসু
হরিচরণ ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৭৪

উৎসর্গ

অগ্রজ হরিসাধন ঘোষের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

এই গ্রন্থে উপনিষৎ হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং সেই সকল উদ্ধৃতির যে বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তৎসমুদয় বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আর মহাভারত হইতে উদ্ধৃতি ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত হইতে এবং মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের অনুবাদ হইতে। ইঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিতেছি। আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি বন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার বসু ও অধ্যাপক ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট, যাঁহাদের সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হইত না।

প্রতিভাবান্ পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখিয়া দেওয়ায় আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থটী প্রকাশ করায় ইহার কর্তৃপক্ষকে, বিশেষ করিয়া উপাচার্য্য ডাঃ সত্যেন সেন মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

হরিচরণ ঘোষ

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

§১. ভগবদ্‌গীতা ভারতীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। ইহা সর্ব-উপনিষদের সারভূত, মানবের পরমাকাঙ্ক্ষিত নিঃশ্রেয়সগামী মার্গের দিগ্‌দর্শক। ইহাতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—মানবচিত্তের এই ত্রিবিধ প্রবণতাকেই সমান মর্য্যাদা দান করা হইয়াছে। কোনওটিকেই উপেক্ষা করা হয় নাই। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই এই ধারাত্রয় নানাস্থানে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। বেদের উপনিষদ্ ভাগে যেমন ব্রহ্ম বা বিশ্বের সারভূত পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকারাত্মক উপলব্ধিকেই মোক্ষের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—"তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—সেইরূপ আবার অন্যান্য অংশে কর্মানুষ্ঠান ও উপাসনা এই দুইটিকেও পরমপদ প্রাপ্তির উপায় রূপে যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বেদের মধ্যেই কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড এই ভাগত্রয় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতায় যেহেতু বেদ ও উপনিষদের উপদেশাবলীই নবরূপে প্রচারিত হইয়াছে, সেই কারণে এই গ্রন্থেও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ মার্গেরই আলোচনা স্থান পাইয়াছে। পরমপূজ্যপাদ আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার টীকার প্রারম্ভেই বেদ ও গীতার মধ্যে এই সাদৃশ্যটি অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এই কাণ্ডত্রয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং তদনুসারে গীতার অধ্যায়-সংগতিও তাহার সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাসঙ্গিকবোধে আচার্য্যপাদ-রচিত 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-নাম্নী টীকা হইতে কয়েকটি উপোদ্‌ঘাত শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—

"সচ্চিদানন্দরূপং তৎ পূর্ণং বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
যৎপ্রাপ্তয়ে সমারব্ধা বেদাঃ কাণ্ডত্রয়াত্মকাঃ ॥

কর্মোপাস্তিস্তথা জ্ঞানমিতি কাণ্ডত্রয়ং ক্রমাৎ।
তদ্রূপাষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা কাণ্ডত্রয়াত্মিকা ॥
একমেকেন ষট্‌কেন কাণ্ডমত্রোপলক্ষয়েৎ।
কর্মনিষ্ঠা-জ্ঞাননিষ্ঠে কথিতে প্রথমান্ত্যয়োঃ ॥
যতঃ সমুচ্চয়ো নাস্তি তয়োরতিবিরোধতঃ।
ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠা তু মধ্যমে পরিকীর্তিতা ॥
উভয়ানুগতা সা হি সর্ববিঘ্নাপনোদিনী।
কর্মমিশ্রা চ শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা ॥

—ঐ, ১ম অঃ শ্লোক ৩-৭।

§২. কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—মানবচিত্তের এই ত্রিমুখী প্রবণতা অনুভবসিদ্ধ। এই তিনটির কোনটিই বর্জনীয় নয়। ভগবদ্‌গীতায় এই সত্যই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে—এক একটি ষট্‌কে ইহাদের সমান মর্য্যাদা সহকারে আলোচনার ভিতর দিয়া। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর বিচিত্র অনুবেধবশতঃ জীবভেদে ইহাদের তিনটির প্রতি সমান অভিনিবেশ লক্ষিত হয় না।

"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥"

জীবের আভ্যন্তরীণ গঠনের এই বৈচিত্র্যবশতঃ কাহারও কর্মের প্রতি, কাহারও জ্ঞানের প্রতি, কাহারও বা ভক্তির প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত লক্ষিত হইয়া থাকে। এই পক্ষপাতিত্বের মধ্যেও মাত্রার অনন্ত তারতম্য। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক আচার্যগণ—যাঁহারা অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহাদের মতে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির অনন্য মার্গ, কর্ম ও ভক্তি সেই জ্ঞানমার্গে উপনীত হইবারই সহায়ক মাত্র। অপরপক্ষে দ্বৈতবাদিগণ জীবব্যতিরিক্ত পরমেশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তিকেই নিঃশ্রেয়সলাভের একমাত্র পথ বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছেন—কর্ম ও জ্ঞান তাঁহাদের মতে গৌণমাত্র। আবার কর্মকেই নিঃশ্রেয়সলাভের অনন্য পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এমন দার্শনিক মনীষীও বিরল নহেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে যখন—

"দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।"

আধুনিক যুগে যাঁহারা কর্মযোগকেই গীতার সর্বপ্রধান প্রতিপাদ্যরূপে স্বীকার করিয়া ইহার ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য মহামনীষী ৺বালগঙ্গাধর তিলক। কিন্তু যিনি যে মার্গকেই প্রাধান্য দিন না কেন, গীতা হইতেই তিনি আপনার অনুকূল যুক্তিরাজি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার কারণ, ভগবদ্গীতার মধ্যেই এমন বহু শ্লোক আছে যেখানে শুধু জ্ঞানই নহে, কর্ম ও ভক্তিকেও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতায় একদিকে যেমন বলা হইয়াছে—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" (৪.৩৮)
"সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (৪.৩৩)
"উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।" (৭.১৮)
"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" (৪.৩৭)

—ইত্যাদি অজস্র উক্তি, অনুরূপভাবে কর্ম ও ভক্তির প্রশস্তিসূচক শ্রীভগবানের উক্তির সংখ্যাও নিতান্ত স্বল্প নহে।

"কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" (৩.২০)
"স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" (১৮.৪৫)
"ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা" (৪.১২)

—ইত্যাদি শ্লোকে কর্ম প্রশস্তি। আবার—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" (৯.৩১)
"ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।" (১২.১৯)

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।" (৮.২২)

"ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।" (১৩.১০)

—ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির প্রশংসা। এই ভাবে দেখা যায় যে ভগবদ্গীতায় কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটিরই পর্য্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। এই আপাত বিরোধ সমাধানের উদ্দেশ্যেই আচার্য্য শঙ্করপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ একটির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অপর দুইটির গৌণত্ব স্থাপন করতঃ গীতার তাৎপর্য্যের মধ্যে সমন্বয়স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। তাহাতে যেমন তাঁহাদের অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও মনীষার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আপন আপন দার্শনিক-প্রস্থানসম্মত নিঃশ্রেয়সমার্গে তাঁহাদের পরম অভিনিবেশ এবং সাধনা ও তৎসঞ্জাত সাক্ষাৎকারাত্মক উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সন্দেহাতীত স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তাও প্রমাণিত হইয়াছে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সাধারণ সাংসারিক মানব, যাহার পক্ষে রাগদ্বেষকলুষিত ব্যাবহারিক সত্তার পরিধি অতিক্রম করা সম্ভব নয়, সে শুধুই শ্রীভগবানের এই সকল আপাতবিরোধী বচনরাজি শ্রবণ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। সে অর্জুনের মত আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রার্থনা করে—

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥" (৩.২)

আর অর্জুন ত' উপলক্ষ্যমাত্র—গীতার উপদেশবাণী বর্ষিত হইয়াছে ত' সাধারণ মানবকে লক্ষ্য করিয়াই। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী সুস্পষ্ট ভাবেই একথা ঘোষণা করিয়াছেন :—

... "শোকমোহাদি-সর্বাসুরপাপ্মনিবৃত্ত্যুপায়োপদেশেন স্বধর্মানুষ্ঠানাৎ পুরুষার্থঃ প্রাপ্যতামিতি ভগবদুপদেশঃ সর্বসাধারণঃ। ভগবদর্জুন-সংবাদরূপা চাখ্যায়িকা বিদ্যাস্তুত্যর্থা জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদাদিবদু-পনিষৎসু।...অর্জুনোপদেশেন চোপদেশাধিকারী দর্শিতঃ।"

ভগবদ্‌গীতার ন্যায় শাস্ত্র কখনও বিশেষ শ্রেণীর জন্য প্রণীত হইতে পারে না। সমগ্র মানবসমাজেই ইহার অমৃতময় উপদেশ বর্ষণে সঞ্জীবিত হইতে পারে—

"পর্জন্যবৎ শাস্ত্রম্‌।"

§৩. সুতরাং উত্তম, মধ্যম, অধম সকল শ্রেণীর মানবই গীতার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আপন আপন যোগ্যতা ও অধিকার অনুযায়ী শ্রেয়োমার্গের সন্ধান লাভ করিতে পারে—শ্রীভগবানের উপদেশের ইহাই যথার্থ লক্ষ্য। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্যই বলিয়াছেন: "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" সুতরাং সকলেই সমান ভাবে তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তির যোগ্য আধার না হইলেও, সকলেরই যে কর্মানুষ্ঠানে অধিকার আছে, ইহা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু কর্ম বলিতে গীতায় কি বুঝান হইয়াছে? কর্মের গতি অতি কুটিল, দুরবগাহ—"গহনা কর্মণো গতিঃ।" কর্ম ও অকর্ম পরস্পর সম্মিশ্র হইয়া সততই মানবসমাজকে বিভ্রান্ত করিতেছে—ফলে আমরা ব্যষ্টিগতভাবে যেমন তেমনই সমষ্টিগতভাবে কর্মের আবর্তে নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছি, ইহা হইতে উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। গীতায় সেইজন্য বলা হইয়াছে—

"কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥"

কর্ম হইতে অকর্মকে পৃথক্‌ করিয়া লওয়া—ইহাই প্রত্যেক মানবের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। কিন্তু ইহার উপায় কি? কার্য্যা-কার্য্যবিবেক কেবলমাত্র শাস্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥"

যাহা শাস্ত্রবিহিত তাহাই প্রত্যেক মানবের সমাজে আপন আপন শ্রেণী অনুসারে অবশ্য অনুষ্ঠেয়। তাহাই 'সহজ কর্ম'। সহজ কর্ম যতই দোষকলুষিত বলিয়া অন্যে মনে করুন না কেন, তাহা কখনই হেয় নহে। এ' বিষয়ে শ্রীভগবানের উপদেশ সুনির্দ্দিষ্ট, নিঃসংশয় –

"সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥"

এই সহজ কর্মই মানবের স্বধর্ম। স্বধর্মচ্যুতিই বিনাশের মূল –

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥"

কিন্তু এই কার্য্যাকার্য্যবিবেকও ত' শাস্ত্রজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সাধারণ প্রাকৃতজনের নিকট শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যজ্ঞান ত' প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর অধিকারী কিভাবে শ্রেয়ঃ-পথে পরিচালিত হইতে পারিবে? ইহার জন্য সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহাদের স্বধর্ম আচরণ পূর্বক অবিদ্বান্ জনগণকে তাহাদের শাস্ত্রবিহিত স্বধর্মে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। সাধারণ জনগণকে এমন কোনও উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে তাহাদের স্বধর্মবিহিত কর্মবিষয়ে বৈমুখ্য জন্মিতে পারে। কেন না, এইরূপ বুদ্ধিভেদের ফলে লোকযাত্রা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। এই শাশ্বত সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন শ্রীভগবান্ গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়টিতে –

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥"

—৩.২২-২৬

তবে কর্মের প্রতি আসক্তি বন্ধনের কারণ। সুতরাং কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে কর্মফল বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহ প্রশান্তচিত্তে সম্পাদন করিতে হইবে—ইহার দ্বারা শুধুই যে স্বধর্মানুষ্ঠান সর্ববিঘ্নশূন্য হইবে তাহাই নহে, ব্যষ্টির ও সমষ্টির কল্যাণ প্রশস্ত হইয়া লোকযাত্রা সকলের পক্ষেই হিতকর ও ব্যাবহারিক জীবনের সহায়ক হইয়া উঠিবে। এইভাবে ব্যক্তি, দেশ, সমাজ, জাতি, বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতি লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য কল্পিত সংস্থাসমূহ শাস্ত্রোদিত কর্মানুষ্ঠানের সাহায্যে সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত কল্যাণকে সুসংহত করিয়া ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাভবকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিবে। নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান শুধুই যে লোকযাত্রার সহায়ক তাহাই নয়। ইহার দ্বারাই ক্রমশঃ ভগবদ্‌ভক্তি সম্ভব হয় এবং পরিশেষে সর্বভূতাধিবাস অদ্বৈত পরমতত্ত্বের উপলব্ধির দ্বারা সেই পরমতত্ত্বের সহিত সাযুজ্য লাভও জীবের আয়ত্ত হয়—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥" – ১১.৫৪

সুতরাং প্রাকৃত সংসারী জীবের প্রতি নিষ্কাম কর্মযোগই ভগবদ্‌গীতায় পরমধর্মরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে—এই কর্মের দ্বারাই তাহারা ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইবে এবং পরিণামে সংসারের যাবতীয় অবিদ্যাকল্পিত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত নিঃশ্রেয়স লাভের

অধিকারী হইয়া উঠিবে। এইভাবে ভগবদ্‌গীতার আপাত পরস্পর-বিরোধী জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ প্রস্থানের মধ্যে যে অপরূপ সমন্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা জগতের অন্য কোনও জাতির ধর্মগ্রন্থে এত সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ সত্যই মন্তব্য করিয়াছেন—

"The teacher of the *Gita* reconciles the different systems in vogue and gives us a comprehensive criterion which is not local and temporary but is for all time and all men. He does not emphasise external forms or dogmatic notions but insists on first principles and great fact of human nature and being." (*The Bhagavad-gita* : Introductory Essay, p. 75)

§৪. আজ বিশ্বের চতুর্দিকে কর্মোদ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্যের প্রবল বন্যা আসিয়াছে, অপরা বিদ্যার নব নব শাখা আবিষ্কৃত হইতেছে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে নূতন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়াছে—এই সব দেখিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে আমরা বিশ্ববাসী সকলে—তাহার মধ্যে ভারতীয়গণও অন্তর্ভুক্ত, গীতোক্ত কর্মযজ্ঞের মার্গ অবলম্বন করিয়াই শ্রেয়ের লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু ইহা যে সত্য নহে, তাহা সমাজের চারিদিকে কাম ও ক্রোধ, রাগ ও দ্বেষ, স্বার্থচিন্তা ও পরপীড়ন, অন্যায় ও অসত্যের বাধাবন্ধহীন উল্লাসের ভিতর দিয়াই প্রমাণিত হইতেছে। গীতায় যে দুইটি ভূতসর্গের কথা বলা হইয়াছে—দৈব ও আসুর, আজ বিশ্ব যেন সেই আসুর ভূতসর্গেরই মূর্তিমান্ প্রকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আসুর ভূতসর্গের প্রকৃতি ভগবদ্‌গীতায় যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বর্তমান বিশ্বের চারিদিকে—তাহা

সামাজিক ক্ষেত্রেই হউক, অথবা রাষ্ট্রনৈতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, তাহার কি উন্মত্তলীলাই না আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি !

"প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপামাজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥"—১৬. ৭-১৯

অতএব আপাতকর্মচাঞ্চল্যের অন্তরালে যে অমঙ্গল প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে দূর করিতে না পারা যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাধারণ মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অন্যায় প্রশমিত হইবে না, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ উন্মূলিত হইয়া প্রীতি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না, যে বিশ্বের ঐক্যের স্বপ্নে ('One World') আমাদের নায়কগণ বিভোর হইয়া আছেন, তাহা স্বপ্নমাত্রই থাকিয়া যাইবে। কখনও বাস্তব হইয়া দেখা দিতে পারিবে না। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায় গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগকে ঐকান্তিকভাবে আশ্রয় করা। তাহা হইলেই যেমন কর্মফলের প্রতি আসক্তি আমাদিগকে কর্মবন্ধনে শৃঙ্খলিত করিতে পারিবে না, সেইরূপ প্রত্যেকটি কর্তব্য কর্মই সর্বোত্তম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন হওয়ায় আমাদের সর্ববিধ উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিবে। কাম ও ক্রোধ, রাগ ও দ্বেষ ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হওয়ার ফলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল স্তরেই পরস্পর প্রীতি ও সহানুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া লোককল্যাণের আদর্শকে সহজসাধ্য করিয়া তুলিবার পথ প্রশস্ত করিবে, এবং এইভাবে একনিষ্ঠ আন্তরিকতার সহিত যদি সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা অগ্রসর হইতে পারি, তবে হয়ত সুকৃতির ফলে কোনও কোনও ভাগ্যবান্ পুরুষের পক্ষে শুদ্ধা ভক্তির সাহায্যে পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার সম্ভব হইতে পারিবে, এবং তাঁহাদের আবির্ভাবেই সমাজদেহের সর্ববিধ গ্লানি দূরীভূত হইয়া আবার স্বাস্থ্য ও শ্রী, প্রজ্ঞা ও লোকহিতৈষণার ব্যাপক

উন্মেষ সংঘটিত হইতে পারিবে। গীতোপদিষ্ট এই কর্মযোগরহস্য যে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্য্যায়ে একই ভাবে অবলম্বিত হয় নাই, কখনও কখনও যে ইহার তিরোভাব ঘটিয়াছে—ইহা গীতাতেই শ্রীভগবানের উক্তিতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥—৪. ১-৩

সুতরাং যদি আজ ধর্মগ্লানিবশতঃ স্বদেশ ও স্বজাতি রুগ্ন ও অধঃপতিত হইয়া থাকে, তবে তাহাতে হতাশ হইলে চলিবে না। গীতায় শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হইবে—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

তবে নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। গীতায় যে কল্যাণমার্গের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্নস্তরে কি ভাবে তাহার প্রবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে তাহার চিন্তা করিতে হইবে। এবং যাঁহারা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী—পরাবিদ্যার কথা বলিতেছি না, যাঁহারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ চিন্তা করেন, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে যাঁহারা পীড়িত হন, যাঁহারা কেবলমাত্র রক্তমাংসের শরীরের সংরক্ষণকেই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন না, বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতি সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা মানবের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া যে সকল বুদ্ধিজীবী একান্তভাবে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য গীতার উদার বাণীর মধ্য

হইতে স্বদেশ ও স্বজাতি তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণসাধনের পথের সন্ধান করা। কেন না বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলিতে পারা যায়—

"এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন তবে সে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকার। ভগবদ্‌গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্যপ্রণীত, তাহা জানিনা। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়।"

(ধর্মতত্ত্ব : বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭৬)

§৫. সুখের বিষয় অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ মহাশয় গীতার উপদেশাবলী শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট বোধগম্য করিয়া তুলিবার জন্য "জনমানসের দৃষ্টিতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা" নামক অভিনব গীতাভাষ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাধারণ শিক্ষিত জনসাধারণ আজ সংস্কৃত ভুলিতে বসিয়াছে। ফলে শাস্ত্রের মর্মার্থ অনুধাবন করা তাহাদের পক্ষে আজ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় গীতার রহস্য মাতৃভাষার সাহায্যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এমন ভাবে উন্মোচিত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে গীতার উপদেশ শুধুই ব্রহ্মনির্বাণাকাঙ্ক্ষী সংসারবিমুখ জ্ঞানযোগী সুদুর্লভ মহাত্মাদিগের জন্যই নহে, প্রাকৃত সংসারাবদ্ধ জীবও সেই

উপদেশামৃতের কণা লাভের অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ভূমিকায় প্রায় শতবর্ষ পূর্বে (১২৯৩ সাল) যাহা বলিয়াছিলেন, আজও তাহা সত্য হইয়া আছে—

"এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর "শিক্ষিত" বলা হইয়া থাকে ; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তদর্থে "শিক্ষিত" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ভুক্ত ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, ঐ শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্ত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাপ্রণালী প্রাচীন ভারতীয়দিগের চিন্তাপ্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদিগের "শিক্ষিত" সম্প্রদায় শৈশব হইতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত ; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।"

অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ মহাশয়ও "পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্যে" গীতার তাৎপর্য্য শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট উপস্থাপন করিবার জন্য নূতনভাবে ব্রতী হইয়াছেন—ইহা সুখের কথা। অধ্যাপক ঘোষ অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্ ও গাণনিক এবং এই দুইটী বিদ্যার সঙ্গেই সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, "বর্ত্তমানকালের আধুনিকতম শাস্ত্র" *Praxiology* প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওতপ্রোত সম্পর্ক। গীতার যাঁহারা ব্যাখ্যা এপর্য্যন্ত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শই দার্শনিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই অগ্রসর হইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের সেই সেই চিন্তার সহিত ভারতীয় পরাবিদ্যা যাহা উপনিষদ্ ও গীতায় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহার তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে গীতার চিন্তারাজির উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠাকরতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উহাকে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্যই তাঁহাদের সবিশেষ উৎসাহ। সেই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে যথেষ্ট বৈদগ্ধ্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে—সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃত জনগণ—যাঁহারা দর্শন, নীতি বা অধ্যাত্মচিন্তার বিশেষ পরিচয় রাখেন না, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্যের মধ্যে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। ফলে কি বঙ্কিমচন্দ্র, কি বালগঙ্গাধর তিলক, কি শ্রীঅরবিন্দ, কি দ্বিজেন্দ্র-নাথ—যিনিই গীতার মর্ম ব্যাখ্যান করুন না কেন "জনসাধারণ" বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহার উপর প্রভাব এই সকল মহামূল্য গ্রন্থরাজির খুবই অল্প। উচ্চশিক্ষিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বিদগ্ধ গোষ্ঠীর নিকট এই সকল গ্রন্থের আকর্ষণ চিরস্থায়ী, উহাদের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। কিন্তু গীতা ত' সকলের জন্য। যে যেমন ভাবে গীতার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিবে, তাহার দ্বারাই সে

লাভবান্ হইবে — তবে মূল নিষ্কাম কর্মযোগের লক্ষ্য হইতে দৃষ্টি বিচ্যুত হইলে চলিবে না। অধ্যাপক ঘোষ যে অভিনব ব্যাখ্যান প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে দার্শনিকতা অপেক্ষা আধুনিক জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্বদ্ধ চিন্তারাজির প্রভাব বেশী পড়িয়াছে। দেশের "শিক্ষিত" জনগণ আজ দর্শন, নীতিশাস্ত্র বা অধ্যাত্মতত্ত্ব ততখানি বুঝে না বা বুঝিতে চায় না। তাহারা আজ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল। সুতরাং গীতার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক প্রভৃতি আধুনিক সমস্যার কিভাবে গীতার উপদেশাবলীর সাহায্যে সমাধান সম্ভব, তাহা তাহাদের বুঝাইতে হইবে। যদিও গীতার চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক মুক্তি, ব্রহ্মনির্বাণ — রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভ নয়। কিন্তু নিম্নস্তরের অধিকারীর নিকট পরম রহস্য সর্বপ্রথমেই উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব। ইহাতে তাহাদের উপকার অপেক্ষা অপকার ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক। শ্রীভগবান্‌ও সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই নিষ্কাম কর্মযোগরহস্য উপদেশ করিয়াছেন। জ্ঞানযোগ সকলের জন্য নহে —

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

এইভাবে নিম্নতম সোপান হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে হইবে — "অরুন্ধতীদর্শনন্যায়ে"। আমাদের প্রাচীন আচার্যগণও উপদেশের এই প্রণালী সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন ছিলেন। তাই তাঁহারা বলিয়াছেলেন —

"উপায়াঃ শিক্ষমাণানাং বালানামুপলালনাঃ।
অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে॥"

সুতরাং নিম্নস্তরের অধিকারীদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই অধ্যাপক

ঘোষ সঙ্গতভাবেই দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতার উপর বিশেষ জোর দেন নাই—যদিও এগুলি সম্পূর্ণ বর্জনও তিনি করেন নাই। Teilhard প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর উক্তিসমূহ উদ্ধার করিয়া তিনি গীতার সহিত তাহাদের একবাক্যতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। Teilhard যখন বলেন—"The whole history of life is a history of spiritualisation : consciousness is for ever expanding", তখন বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত মানুষ গীতার উপদেশের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হইবেন বৈকি! কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বুদ্ধিই সব নহে। বুদ্ধি বহুদূর পর্যান্ত আমাদের লইয়া যাইতে পারে সত্য; কিন্তু তাহার পরপারে যে মহান্ আদিত্যবর্ণ পুরুষ বিরাজমান, যাঁহার উপলব্ধিতে মানবজীবন ধন্য ও পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তিনি ভক্তি ও বোধির গোচর, কখনই বুদ্ধির গোচর নহেন বা বিশ্লেষণী প্রজ্ঞারও নহে। তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই আমাদের সর্ববিধ উদ্যম নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, নতুবা বৈষয়িক অভ্যুন্নতির আপাতচমকপ্রদ বিদ্যুৎপ্রভা আগামী ঘোরতর অন্ধতমিস্রারই পূর্বাভাষ হইয়া দাঁড়াইবে।

আশা করি অধ্যাপক ঘোষের এই অভিনব ভাষ্য শিক্ষিত জনগণের কেবল কৌতূহলই চরিতার্থ করিবে না, সেই "গুহাহিত", "গহ্বরেষ্ঠ" "পুরাণ" অন্তর্যামী পুরুষের অস্তিত্ববিষয়েও তাহাদিগকে শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে, যাহা ছাড়া মানবিক শ্রেয়োলাভ অসম্ভব।

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ

জানুয়ারী ১৭, ১৯৭৪
১, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পটভূমিকা

ভগবদ্গীতার একটী প্রচলিত ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ একটী অত্যন্ত বিশিষ্ট ক্ষত্রিয়বংশ; ইহার দুইটী অংশ রাজ্যবিভাগ লইয়া সহমত হইতে না পারিলে শেষ পর্য্যন্ত পারিবারিক যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। পাণ্ডবদিগের অন্যতম রণনিয়ন্ত্রক অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়, স্বজন ও আচার্য্যদিগকে দেখিয়া যুদ্ধ হইলে সকলেই হত হইবেন, ইহা মনশ্চক্ষে উপলব্ধি করিয়া প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া একেবারে পঙ্গু অবস্থায় পরম বিষাদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সাময়িক বুদ্ধিসঙ্কট ঘটে। গীতার ইহাই সাধারণ গ্রাহ্য ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

কিন্তু ইহার পশ্চাতে মহাভারতকার আর একটী পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার বক্তব্য অর্জ্জুনের মাধ্যমে জগতে প্রচলিত করিতে প্রয়াস পান। শ্রীকৃষ্ণ একই পরিবারের বিবদমান দুই ভ্রাতৃগোষ্ঠীর কলহ ভিত্তি করিয়া জীবনের পরম ও চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে metaphysical আলোচনা করিয়া তাঁহার স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম পটভূমিকা অর্জ্জুনদিগের নিজস্ব ব্যাপার, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা সৃষ্টি তথা মনুষ্য জীবনের বিবর্ত্তন ও তাহার জীবনদর্শনের ব্যাপক এক পরম ও চরম তত্ত্ব বিষয়ে—যাহা দেশ কাল পাত্র অতিক্রম করিয়া মনুষ্য জীবনের সর্ব্বকালের সকল প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ জনিত অবসাদ ও ভারসাম্যের অভাব দূর করিয়া শাস্ত্রসমূহের পটভূমিকায় সৎধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া এই সব অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে এবং জীবের কর্ম্ম-শক্তির পরাকাষ্ঠাসাধন করিতে সাহায্য করে। পরিশেষে তিনি মনুষ্য-সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য কি এবং সেই সৃষ্টির রহস্যতম ঘটনাটি কি, তাহারও

এক নিপুণ ও অনির্ব্বচনীয় ব্যাখ্যান দিয়া সৃষ্টির প্রধান ও মুখ্য সৃষ্ট জীবের জন্য, মানবকুলের জন্য এক মহান্ ও বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেন। এই পটভূমিকায় ও এই দৃষ্টিকোণ হইতে গীতাপাঠ ও বিচার আজকালকার মনুষ্য জীবনে স্বস্তি ও শান্তি স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়া দিব্যজীবন সমন্বিত এক সমাজসংস্কার অত্যুত্তম আদর্শানুযায়ী জীবনগঠনে বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে।

সূচনা

গীতায় অধিকাংশ বচনই যে দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে জীবের মধ্যে শুদ্ধচেতা ব্যতিরেকে শমদমাদিগুণ সম্পন্ন, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" বিদ্বজ্জনও শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট এই সকল দার্শনিক তত্ত্ব প্রথম চেষ্টায় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। তাঁহাদেরও উপলব্ধি করিতে সময় ও সাধনার এবং অভ্যাসের প্রয়োজন। তাঁহারও gradually, ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। আর জনসাধারণ তাহাদের সমাজে ও সংসারে স্থূলভাবে যাহাতে তাহাদের কর্ম্ম প্রচেষ্টায় পরাকাষ্ঠালাভ করিয়া ধন্য ও পূর্ণ হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণ তাহারও নির্দ্দেশ দেন। এ কারণ সমগ্র গীতা বিশেষ মনোযোগের সহিত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহাতে একটী পরিষ্কার ক্রমবিন্যাস, gradation আছে। আর সেই ক্রম-বিন্যাসের প্রথম ধাপের নির্দ্দেশ, জনসাধারণ ও বিদ্বজ্জনের নিম্ন সারির জন্য স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পালন ; তাহাতে তাহাদের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি। এই নির্দ্দেশ তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত। ইহা যোগ-আরোহণ-ইচ্ছু জীবের জন্য ; যিনি কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে চাহেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই সাধনার উপায় নির্দ্দেশ করেন। পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইঁহাদের পরের স্তরের জন্য অর্থাৎ যিনি উন্নততর অবস্থায় পৌঁছাইতে চাহেন, যিনি সাধক এবং যিনি এই কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিয়া যখন কর্ম্মযোগ সাধনায় পটু হন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সমূহে আসক্ত হন না এবং কর্ম্ম সকল তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। সেই সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাসী তখন যোগারূঢ় হন। তাঁহাকে পরমা শান্তি পাইবার জন্য, ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম হইতে সপ্তদশ শ্লোক বর্ণিত শম-

সাধনার নির্দ্দেশ দেন। তাহা হইলে মোহবদ্ধ জীব এইরূপ অভ্যাসের সাহায্যে জিতাত্মা (অর্থাৎ মোহজাল ভেদ করিয়া পরমাত্মাতে বিলীন) হইতে পারেন। ইহাই আচার্য্য শঙ্করের মতে "যোগারূঢ়স্য পুনস্তস্যৈব শমঃ উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মেভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণম্।"

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ সাংসারিক জীবকে তিনটী বিভাগে ভাগ করিয়াছেন: শুদ্ধচেতা, বিদ্বান্ ও জনসাধারণ এবং তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন কর্ম্মপদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কর্ম্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ। আর এই মার্গ অবলম্বনে এক milestone হইতে আর এক milestone এ অগ্রসর হইবার উৎসাহ সূচক সঙ্কেত দিয়াছেন এবং এই মার্গের সর্ব্বশেষে ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠাপ্রাপ্তি যে সুলভ তাহাও নিশ্চয় করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে সকল মোক্ষ শাস্ত্রের যে উদ্দেশ্য, গীতারও তাই, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ। কিন্তু তাহাতে পৌঁছাইবার যে সোপান বর্ণিত হইয়াছে তাহার যে কোন পঙ্‌ক্তিতে উঠিতে পারিলে মানুষ কৃতার্থ হইতে পারে—ইহাও গীতার বক্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ অবিচলিত ও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে,[১]

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ", আর এই ধর্ম্মের অতি অল্পও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"[২]

গীতায় বহুস্থলেই সাধারণ অর্থেই কর্ম্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্বাস, প্রশ্বাস, আহার, বিহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জ্জন, যাগযজ্ঞ, কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম—সকলই কর্ম্ম। অনেক কর্ম্ম আছে যাহা ত্যাগ করিলে শরীর রক্ষা করা যায় না।[৩] কিন্তু এমন কর্ম্ম অনেক আছে যাহা করা-না-করা

১। ১৮।৪৫-৫০ ২। ২।৪০ ৩। ৩।৮

অথবা করার পদ্ধতি নির্ব্বাচন মানুষের ইচ্ছাধীন। গীতার উপদেশ—এই সকল কর্ম্ম নির্ব্বিচারে করিও না, বুদ্ধিযোগ দ্বারা যাচাই করিয়া নাও।[১] যাহা অবিহিত কর্ম্ম তাহা অবশ্য বাদ দিবে, কিন্তু অবশিষ্ট বিহিত কর্ম্ম যাহা আছে তাহাও বিশেষ প্রণালীতে "যোগস্থ" হইয়া সম্পন্ন করিবে।[২] যদি এইরূপে সাবধান না হও, তবে "কর্ম্মবন্ধনে" পড়িবে, কর্ম্ম তোমার বশ না হইয়া, তুমিই কর্ম্মের বশ হইবে।[৩] কামনা সফল হইলে আরো কামনা আসিবে। আমরণ অপরিমেয় চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কামনার উপভোগই পরমার্থ মনে করিয়া, এই সকলই সর্ব্বস্ব—এই নিশ্চয় করিয়া, শত আশা পাশে বদ্ধ হইবে।[৪] পরে বিফল হইলে ক্রোধ আসিবে, সম্মোহ আসিবে, নীতিজ্ঞান লুপ্ত হইবে, বুদ্ধিসঙ্কট হইয়া উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট হইবে, চাই কি সমগ্র ধ্বংস সম্ভব হইতে পারে।[৫] সাধারণ লোক এত সতর্কতা অবলম্বন করিতে চাহে না, যদৃচ্ছা কর্ম্ম করিয়া যায়। এইরূপ অবস্থা নিরাকরণের জন্য, লোকসংগ্রহার্থ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রখ্যাত কর্ম্মযোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,[৬]

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

এবং ইহার সম্পাদনপদ্ধতি সম্বন্ধে অনুজ্ঞা, "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"।[৭] অসক্ত হইয়া, সতত করণীয় কর্ম্ম কর। এই আসক্তি-হীন কর্ম্মের কথা গীতায় নানা স্থানে নানাপ্রকারে উক্ত হইয়াছে। এই নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার অন্যতম মূল বক্তব্য।

কিন্তু বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে গীতায় জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠাসাধনের সর্ব্বোত্তম কৌশলের,

---

১। ২।৪৯-৫১ ২। ২।৪৮ ৩। ৩।৯ ৪। ১৬।১১ ৫। ২।৬২-৬৩
৬। ২।৪৭ ৭। ৩।১৯

কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যান ব্যতীত আরো একটী গভীরতর তত্ত্বের ব্যাখ্যান আছে। It is not only a study in methodology for optimisation of human actions, but it is also a study in phenomenology for knowing the *total* nature of a phenomenon ; সৃষ্টিরহস্যের প্রধানতম রহস্যের ব্যাখ্যানপদ্ধতি।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ ভাবে বিচার করিলেও নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ লক্ষ্যহীন কর্ম নহে। অতএব "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।" তাহা হইলে, লক্ষ্য কি, এবং কাজ করে কে? কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কে? লক্ষ্য : বহু মানবের হিতের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ। আর কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মানুষ, এমন কি কৃষ্ণবাসুদেব মানুষীতনুতে নিজেও, নিরলস ভাবে কর্ম্ম করেন। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থবিহীন কর্ম্মকরার পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরের অধ্যায় গুলিতে,[১] গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের নিজের ও মনুষ্যের সত্তার বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং নিপুণভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে মনুষ্য-দেহে যে পুরুষ বা জীবাত্মা অধিষ্ঠান করেন তিনি "অধিদৈবত"।[২] এই পুরুষের ব্যক্তিত্ববোধ আছে কিন্তু বস্তুত সকল পুরুষ এক এবং তিনিই সকল দেহরূপে যজ্ঞের "অধিযজ্ঞ"[৩] বা অধিষ্ঠাতা দেবতা। এই অধিযজ্ঞরূপ পুরুষ, যিনি "সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি,[৪] "যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি"[৫] – ইঁনিই "পুরুষঃ পরঃ," "অব্যক্ত অক্ষর," পরম অক্ষর, পরমাত্মা, মানুষীতনুতে প্রকাশমান। ইহাই জাগতিক সৃষ্টি রহস্যের অতি আবশ্যকীয়, একমাত্র extraordinary phenomenon, অনন্য ও অসাধারণ এবং কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণবাসুদেবরূপে প্রকট !

১। ৮,১০,১৫ ২। ৮।৪ ৩। ৮।৪ ৪। ৮।২০ ৫। ৮।২২

এই অত্যুত্তম ঘটনা, এই extra-ordinary phenomenon, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্," প্রথমে বিচারের দ্বারা বোধগম্য হইলে, পরে সমুদয় সৃষ্টজীবের তিনিই যে অধিষ্ঠাতা দেবতা, সেই জ্ঞান হইবে। তখন সর্ব্বজীবে প্রীতিভাব জীবের মধ্যে আপন হইতেই জাগিয়া উঠিবে এবং সমস্ত বিশ্বসংসারের সেবা তাহার নিজেরই সেবা বলিয়া অনুভব হইবে ; আর পরিশেষে মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করিয়া বিশ্ব-মানবত্ব উপলব্ধি করিবে। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা এবং পরম ও চরম প্রাপ্তি—ব্রহ্মনির্ব্বাণ।

ভূমিকা

সংসার ও সমাজজীবনে লক্ষ্য করিলে ইহা দেখা যাইবে যে একই উপদেশ বা নির্দ্দেশ উপদেষ্টা ও নির্দ্দেশকর্ত্তার এবং শ্রোতার পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেয়। ইহার কারণ, শব্দের নিজস্ব কোন শক্তি নাই; যিনি সেই শব্দ উচ্চারণ করেন এবং যিনি শোনেন, যিনি শব্দের উদ্গাতা আর যিনি শ্রোতা, তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি শব্দের মাধ্যমে কাজ করে এবং সেই উপদেশ ও অনুজ্ঞাকে শক্তিময়ী করে। হিন্দু সমাজভুক্ত জীবের পক্ষে ইহা স্বীকার করা সহজ কারণ সে জন্মাবধি শুনিয়া আসিতেছে যে মন্ত্রকর্ত্তা তাঁহার সাধনার দ্বারা মন্ত্রকে সঞ্জীবিত করেন এবং শ্রোতাও এই মন্ত্র গ্রহণে অধিকারী। মন্ত্র তখন শক্তিময়ী হইয়া কার্য্যকরী হয়। নচেৎ সেই মন্ত্র সাধারণ উক্তি মাত্র।

গীতায় আমরা দেখি দ্বিতীয় অধ্যায়ে—যাহা সমগ্র গীতাবচন বলা যাইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যাহা কিছু নির্দ্দেশ সযুক্তি তাহার বিচার করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করেন। কিন্তু ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। এই দীর্ঘ অধ্যায়ে মাত্র একবার কৃষ্ণ-বাসুদেব যে কি বস্তু তাহার অত্যন্ত একটী vague, একটী সামান্য সঙ্কেত দেন; "যুক্ত আসীত মৎপরঃ।"[১] কাজের কাজ কিছুই হইল না। অর্জ্জুন ভাবিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বন্ধু হিসাবে তাঁহার উপর নির্ভরশীল হইয়া তন্নির্দ্দেশানুযায়ী কর্ম করিতে অর্জ্জুনকে অনুরোধ করিতেছেন। সখার উপদেশ গ্রহণযোগ্য মনে না করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন তিরস্কার সূচক বাক্য ব্যবহার করিয়া কহিলেন,

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

১। ২।৬১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কর্ম্মবাদ বুঝাইয়া তাহা অর্জ্জুনের মাধ্যমে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যুক্তি দিতে লাগিলেন। অধ্যায়ের মাঝামাঝি পুনরায় আর একটা সঙ্কেত দিলেন,[১]

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥

তখন ও অর্জ্জুনের reaction favorable না হওয়ায়, পরে[২] প্রত্যক্ষ ভাবে নির্দ্দেশ দিলেন, "তুমি আমাতে সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া 'আমি অন্তর্য্যামী পুরুষের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি', এইরূপ ভাবিয়া কামনা, মমতা ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

শুধু এইরূপ অনুরোধ নহে, সর্ব্বাধিনায়কের আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার করিলেন,[৩]

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥

ইহার পরেও অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বচনের সঠিক তাৎপর্য্য, যথার্থ import বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সাধারণ জীবের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন,[৪] "জীব কেন অনিচ্ছুক হইয়াও সবলে নিয়োজিতের তুল্য পাপাচরণ করে?"

শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে বুঝিলেন যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের অত্যুত্তম জীবনদর্শন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। একারণ শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায়ের

১। ৩।২৪ ২। ৩।৩০ ৩। ৩।৩১-৩২ ৪। ৩।৩৬

৩৭শ শ্লোক হইতে ৪৩শ শ্লোকে, অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে পাপপুণ্য কার্য্যের এক লৌকিক ব্যাখ্যা দিলেন। পরে ভাবিলেন, অর্জ্জুন এখন তাঁহার নির্দ্দেশ বুঝিতে পারিবেন ; সেই হেতু চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই তাঁহার মুখ্য বক্তব্যের ধারা সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করেন এবং কর্ম্মযোগের পরম্পরা প্রাপ্তি, বিস্তার ও পরে বিলোপের বিষয় বিচারপূর্ব্বক মন্তব্য করিলেন,[১] "আমি এই অব্যয়যোগ সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন।···তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্য সেই পুরাতন যোগ এখানে আমার দ্বারা তোমাকে উক্ত হইল।" এই উক্তির পর অর্জ্জুনের প্রশ্ন[২] শুনিয়া তিনি যে এই সঙ্কেত হইতে শ্রীকৃষ্ণের সত্যপরিচয় সম্বন্ধে অবহিত হইতে অসমর্থ হইলেন তাহা বুঝিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে আর কালবিলম্ব না করিয়া, সখার ও বন্ধুর উপদেশে যথোচিত কাজ হইতেছে না, ইহা নিশ্চিত করিয়া, এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আত্মপরিচয়ের যে একান্ত প্রয়োজন তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন এবং বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করিলেন,[৩]

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

গীতার বক্তার আত্মপরিচয় হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে অর্জ্জুন তখনও তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না ; "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"[৪] এ কারণ চতুর্থ অধ্যায়ের উত্তরাংশে ও পরবর্ত্তী দুইটী অধ্যায়ে অর্জ্জুন ও তাঁহার ন্যায় জীবের পক্ষে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের)

১। ৪।১-৩ ২। ৪।৪ ৩। ৪।৭-৮ ৪। কঠো ১।২।২৩

সম্যক্ পরিচয় উপলব্ধি করিবার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া পুনরায় সপ্তম অধ্যায় হইতে তাঁহার নিজের পরিচয় নিজেই দিতে আরম্ভ করিয়া একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহার পরিচিতির পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"-বাদ প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীভগবানের পরিচয় নিজে না দিলে কিংবা দৈবীপ্রকৃতি বিশিষ্ট মহাত্মারা, যাঁহারা তাঁহার পার্ষদ, তাঁহার মানুষীতনুর পরিচয় না করাইলে, শ্রীভগবানের, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের মানুষীতনু-আশ্রিত জীব হিসাবে সম্যক্ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। তাঁহাকে পরিচিত করিবার যোগ্যতা একমাত্র তাঁহার নিজেরই এবং তাঁহার প্রিয় পার্ষদের আছে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"[১]

এখন প্রশ্ন : শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিতে এত উদ্‌গ্রীব ও ব্যস্ত কেন? স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয়, যুদ্ধ আসন্ন, সময় অল্প, যুদ্ধের ঔচিত্য সম্বন্ধে অর্জ্জুন ক্রমান্বয়ে নানা প্রশ্ন তুলিয়া একই বিষয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বাধ্য হইয়া বলিলেন, "তোমার আর মাথা ঘামাইতে হইবে না, আমার কথা শুনিয়া, আমি যেরূপ নির্দ্দেশ দিতেছি, সেইরূপ কর, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইবে।" অর্জ্জুন সখার উপদেশের যথোচিত গুরুত্ব না দিয়া পুনরায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ও শাস্ত্রজ্ঞানানুযায়ী তর্ক করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন যাহাতে "মহৎ পাপং কর্ত্তুম্", মহাপাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিগতভী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ মত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কৃষ্ণবাসুদেব তাহাতে সচেষ্ট হন। এ কারণ সাংখ্যাদি যোগের বিবিধ যুক্তি ব্যতীত আধুনিক চিকিৎসানুযায়ী মধ্যে মধ্যে Shock Therapy-র ন্যায়, আকস্মিক শারীরিক ও মানসিক আঘাতের ন্যায় অর্জ্জুনের

১। ১১।০৩-৫৫, মুণ্ডক ৩।২।৩

সখা ও সারথি যে কী বস্তু সে বিষয়ে দু একটী সঙ্কেত দিয়া তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অভিজ্ঞতা প্রসূত উপদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া তন্নির্দ্দেশানুযায়ী কর্ম্ম করিতে অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করেন। এরূপ vague hint এ, সাঙ্কেতিক পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন, অর্জ্জুন ইহার পরেও তদ্গতচিত্ত হইয়া "করিষ্যে বচনং তব" এইরূপ মনোভাব দেখাইলেন না, তখন তিনি আপনার প্রকৃতি ও পরিচয় সম্যক্ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়া বলিলেন[১] ;

মষ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা গীতার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও, গভীর মনোনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে যে তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) এতদ্ব্যতীত আরো দুটী বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য অর্জ্জুনমাধ্যমে প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন : একটী তাত্ত্বিক সত্য আর একটী ব্যবহারিক বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণের সময় সাংখ্যদর্শন সর্ব্বজন-মান্য ; তিনিও সাংখ্যতত্ত্ব মোটামুটি মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই তত্ত্বকে বেদান্তের অনুগামী করিয়া বলেন – পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই মূল ব্রহ্ম[২] এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। নির্ভেজাল অদ্বৈতবাদ প্রচার। নানাভাবে নানাযুক্তির দ্বারা ইহা অর্জ্জুনকে উপলব্ধি করাইতে না পারায় পরিশেষে শুধু প্রচার নহে, হাতে কলমে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শনে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে যাহা কিছু ভিন্ন ভিন্ন তাহা সবই এক ও অভিন্ন। ইহাই অদ্বৈত, ইহাই অদ্বয়, ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-বাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংশয়হীন ব্যাখ্যা ও প্রমাণ।

১। ৭।১ ২। ৮।২০, ২২, ১৩।১৩,২০

আর একটী বক্তব্য, জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনের সর্ব্বোত্তম কৌশলের যে ব্যাখ্যান তিনি তৃতীয় অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন, সেই কৌশলপুষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি, সেই method, সংসার ও সমাজজীবনে অনুশীলন ও অনুসরণ করিলে জীব তাহার মানুষী তনুতে দিব্য জীবন লাভ করিয়া নরোত্তম হইবে। এরূপ সহজভাবে অথচ দৃঢ়তা ও অসমসাহসিকতার সহিত বন্ধু ও সখাকে (তথা সমগ্র জীবজগতকে) কোনও প্রজ্ঞাবান্ উপদেষ্টা এরূপ বাস্তব উপদেশ ও encouraging assurance দিয়াছেন কিনা জানা নাই। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন, তিনি জানিতেন যে তাঁহার এই কর্ম্মকরার পদ্ধতি ও তন্নির্দ্দিষ্ট জীবনদর্শন আপামর সাধারণের জন্য নহে। তাঁহার দৃঢ় ঘোষণা[১] ;

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
> যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

এই সকল সাধারণ জীবের জন্য প্রয়োজন—বিদ্বান ও শুদ্ধচেতাদিগের আচরিত জীবন-আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও কর্ম্মনিবর্ত্তক প্রচেষ্টানুযায়ী সাধারণ ব্যক্তিরা তাহাদের ঈপ্সিত কর্ম্মফল, endproduct লক্ষ্য করিয়া নিজেদের কার্য্যের কর্ত্তা নিজেদের মনে করিয়া স্বকীয় বৃত্তি-অনুযায়ী নিত্য-কর্ম্মবিধি অনুসারে[২] কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং কর্ম্মফলের সমস্ত দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করিবে। এ নিমিত্ত শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান্ এই সকল অজ্ঞ ও মন্দমতিদিগের বুদ্ধি বিচলিত করিবেন না, পরন্তু তাঁহারা স্বয়ং শাস্ত্রানুযায়ী ফলত্যাগপূর্ব্বক স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া "লোক-

১। ৩।২৬ ২। ১৬।২৩-২৪

সংগ্রহার্থে,"[১] ইহাদের জন্য এক বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে ন্যায়ানুমোদিত কর্ম্মানুকরণে প্রবৃত্ত করাইয়া সংসারে ও সমাজে সমষ্টিগত কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধন করিতে সহায়তা করিবেন।

ইহার জন্য প্রয়োজন আদর্শ মনুষ্য, যাঁহারা আদর্শ লোকপাল[২] হইয়া ন্যায়ানুসারে রাষ্ট্রপরিচালনা করিবেন, আদর্শ সমাজ সংস্কারক ও সমাজরক্ষক হইয়া সমাজের সর্ব্বপ্রকার গ্লানি ও মল দূর করিয়া সমাজজীবন clean ও healthy রাখিবেন ও সমাজে সাধারণ মানুষ কিরূপ ভাবে তাহাদের দৈনন্দিন জীবন নির্ব্বাহ করিবে, যাহাতে সমাজে দ্বন্দ্ব, প্রতিঘাত, অসূয়া ও হিংসা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া মানুষের স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও শান্তি আসিবে এবং সমগ্র দেশের primary unit, প্রতিটী familyর, প্রত্যেকটী পরিবারের আদর্শ গৃহকর্ত্তা হইয়া পারিবারিক জীবন সুস্থ, সুন্দর রাখিয়া এক উন্নতিমুখী সমাজস্থাপনে সহায়তা করিবেন। সংসারে ও সমাজে থাকিয়া কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, কি পদ্ধতি অনুসারে মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া শুদ্ধচেতা মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য প্রস্তুত হইতে হয় এবং সেই অতিমানুষ চরিত্রের সম্যক্ বিকাশ কি করিয়া সম্ভব হয় গীতায় তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু গীতায় যে কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে চলিয়া লক্ষ্যে পৌঁছান কঠিন। "যে কর্ম্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে তাহ দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন কেহ নাই।...মনুষ্য কর্ম্ম জানে না ; কর্ম্ম

১। ৩।২৫ ২। ১২।১৩-১৭

কিরূপে করিলে ধর্ম্মে পরিণত হয়, তাহা জানে না ; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা।"[১] অতএব আদর্শপুরুষ পরিপূর্ণ হইয়া পুরুষোত্তম হইলে, তবেই সেই আদর্শ মনুষ্যজীবনে অনুশীলিত হইয়া কার্য্যকরী হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে "মানুষ শরীরী, শারীরিক বৃত্তি তাহার ধর্ম্মের প্রধান বিঘ্ন। পরমেশ্বর অনন্ত, মানুষ সান্ত ; অতএব যদি তিনি স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া সংসার ও সমাজে আবির্ভূত হন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ কর্ম্মানুশীলন সম্ভব হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।" আর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এই অতিমানুষ হওন, মানুষীতনুতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব শ্রেষ্ঠ রহস্য ও প্রধানতম phenomenon, অনন্য ও অসাধারণ—যুগে যুগে এই অনির্ব্বচনীয় ঘটনা না ঘটিলে সমস্ত লোক স্থানু হইবে আর সমাজ পঙ্গু হইয়া ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। সেই ধ্বংস হইতে সংসার ও সমাজকে রক্ষা করিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ইহা অত্যন্ত আবশ্যক। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যাহম্।"[২]

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণব্রহ্মসনাতন পরিপূর্ণ জীবন গ্রহণ করিয়া ইহাই ঘোষণা করেন[৩] :

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

কিন্তু সংসারে ও সমাজে এই আদর্শমনুষ্য হওয়া অভ্যাস-সাপেক্ষ।

১। কৃষ্ণ চরিত্র—বঙ্কিমচন্দ্র ৫২-৫৩ পৃঃ ২। ৪।৭-৮
৩। ১৫।১৭-১৮

অণোরণীয়ান্ জীব হইতে সাধারণ মনুষ্য এক দীর্ঘ পরিক্রমা এবং সাধারণ মনুষ্য হইতে আদর্শমানব হওন আর এক দীর্ঘ পরিক্রমা।" অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।"১ কিন্তু এই বিবর্ত্তনবাদ পশ্চিম পৃথিবীরও একটী অতি পুরাণ মতবাদ। গ্রীসের Heraclitus একটী নিত্য সত্তার উপর বিশেষ জোর দিতেন, Empedocles এই বিবর্ত্তনে Biology ও Cosmology-র অবদানের উল্লেখ করেন। গ্রীসীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে কিছু Palaeontologist ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের বিচারপদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। Newton এর সময় হইতে গণিতের সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মাদির বিচার বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়। পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Lamarck এবং মধ্যসময়ে Darwin (১৮৫৯) তাঁহার Origin of Species প্রচার করিয়া ইহার গুরুত্ব জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে Teilhard তাঁহার The phenomenon of Man-এ এক নূতন দৃষ্টি ভঙ্গিমায় ইহার অতি বিস্তৃত বিচার করেন।

সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টা প্রাকৃতিক গুণান্বিত কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। কিন্তু সত্ত্ব রজঃ ও তম প্রাকৃতিক এই গুণগুলি পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল, ফলে এই গুলির দ্বারা জগতের রক্ষা ও পালন যথেষ্ট হইলেও, মাঝে মাঝে আদর্শ পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে অব্যয়যোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া শক্তিমান করার আবশ্যক, নচেৎ "স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ।"২

১। ৬।৪৫ ২। ৪।২

সর্ব্বকালেই দেখা যায় যে জগতে একটী সুসমন্বিত evolution চলিতেছে। জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বোঝা যায় যে জগৎ ক্রমশঃ অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে। এই বিজ্ঞান-আশ্রিত বিবর্ত্তনে অনু হইতে molecule, molecule হইতে megamolecule, megamolecule হইতে unicellular living entity ; তাহার পর এই cell হইতে mammal এবং ক্রমশঃ ape ; তারপর numerous intermediate forms, যথা chimpanzee, orang-outang, gorilla এবং সর্ব্বশেষে মানুষ।[১] পরে এই মনুষ্য যাযাবর অবস্থা হইতে পৃথিবীর কোন একটী বিশেষ স্থানে, যাহা মানুষের জীবনযাত্রার অনুকূল, সেখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করে ; পরে ভূমি কর্ষণ করিয়া প্রকৃতির সহিত তাহার যে একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে খৃঃ পূঃ ৮০০০ বৎসরে কয়েকটী "Favoured localities" এ এইরূপ বসবাস আরম্ভ হয়। পরে ক্রমশঃ এই অবস্থা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।[২] এইরূপ মতবাদ গ্রহণযোগ্য, কারণ আমরা দেখিয়াছি পৃথিবীর বহু স্থানে there are still a few primitive areas not touched by this development।[৩]

এই বিশেষ অবস্থার পরে আর একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। ইহাই প্রখ্যাত Industrial Revolution। কৃষিজীবন ও কৃষিসমাজ নিশ্চয়ই একটী অবিস্মরণীয় ঘটনা ; কারণ এই অবস্থা সম্ভব হওয়ায় সমাজ, সহর ও রাষ্ট্র গড়িয়া ওঠার সম্ভাবনা অনুকূল

১। Evolution-Bernard Delfgaauw pp. 30,31,39.

২। Ibid p. 84. ৩। Ibid p. 84

হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিদ্যার সৃষ্টি, প্রসার ও ক্রমশঃ উন্নতি ঘটে। কিন্তু একথা মানিতেই হইবে যে, যে গতিতে কৃষিজীবনে অগ্রসর সম্ভব হইয়াছিল, industrial revolutionএর পর সামাজিক অগ্রসরের গতি তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক। এই শিল্পবিপ্লবের পূর্ব্বগামী কারণ, পূর্ব্বগামী causes : Galileo, Newton জাতীয় বৈজ্ঞানিকের অবদান, প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং মধ্যযুগ হইতে বণিক ও ব্যবসায়ীর পুঞ্জীভূত মূলধন।

Karl Marx এবং অন্যান্য সামাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে এই বিপ্লব মনুষ্যসমাজের প্রতি স্তরে এমন এক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে প্রায় সকল স্তরেই একটা ওলট পালট ঘটিয়া সমাজের সামগ্রিক চিত্র বদলাইয়া দিয়াছে। প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে এই বর্ত্তমান crisis সাময়িক, it is a transitional phase। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাযাবরের অবস্থার অবসান হয় এবং মানুষ স্থায়ীভাবে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে বসবাস করিতে থাকে। তারপর জনসংখ্যা আরো অধিক বৃদ্ধি পাইবার ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, যাহাতে একই ভূখণ্ড হইতে প্রচুর শস্যাদি জন্মান যায় এবং এই বর্দ্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় সংগ্রহ সম্ভব হয়। এই বৈজ্ঞানিক বিদ্যার প্রসার বিশেষ ভাবে শিল্পবিপ্লবকে সাহায্য করিয়াছে। অপর পক্ষে শিল্পবিপ্লব মানুষের সমাজে এক প্রচণ্ড বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দুইটী বিশেষ শ্রেণী—বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী সৃষ্টি করিয়াছে।

যেহেতু মধ্যযুগীয় বণিক ও ব্যবসায়ীর হাতে পুঞ্জীভূত মূলধন ছিল, তাহারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্পূর্ণ সুযোগ লইয়া যাহারা সমাজে দরিদ্র ও অল্পশিক্ষিত তাহাদের কায়িক শ্রম ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট আর্থিক লাভ করিতে লাগিল। এই অর্থলোভে মদমত্ত হইয়া এই

সকল অর্থগৃধ্নুরা শ্রমজীবীদিগের যথাপ্রাপ্য না দিয়া উহাদের বঞ্চনা করিতে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ ও এইরূপ অবস্থার উল্লেখ করেন।[১] কিন্তু সমাজে যাঁহারা মহানুভব, তাঁহাদের চেষ্টায় রাষ্ট্র নানাবিধ শ্রম আইন প্রণয়ন করিয়া এই সকল অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কর্ম্মীগোষ্ঠীকে মানুষ হিসাবে বাঁচিতে সাহায্য করে। কিন্তু পূর্ণভাবে সফল হয় না। বহুকাল ধরিয়া এইরূপ অত্যাচার চলিতে থাকিলে এই সকল অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কর্ম্মীরা দেখে যে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া এইরূপ অন্যায় অবস্থার প্রতিরোধ না করিলে এই সকল অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি হইতে নিস্তার পাইবার আর কোন উপায় নাই। সে কারণ, তাহারা সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করে। আজকাল প্রায় সর্ব্বত্র ইহারা সংঘবদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে এবং নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য অপর পক্ষ হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে সচেষ্ট হইতেছে। ফলে বর্ত্তমান সমাজে প্রায়শঃ এক শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতেন, সে কারণ এরূপ অবস্থায় ভোগ্যবস্তুবণ্টনের মূলনীতি[২] নির্ণয় করিয়া দেন। শিল্পকেন্দ্রিক য়ুরোপ ও আমেরিকায় ইহা এক malaise, এক বিরাট মানসিক বিক্ষিপ্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি করিয়াছে। Karl Marx বিশ্বাস করেন যে পুঁজীপতিরা স্বচ্ছন্দচিত্তে শ্রমজীবীদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য দিবেন না, ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব অপরিহার্য্য হইবে এবং বহু রক্তক্ষয়ান্তে শ্রমজীবীদিগের জয়, triumph নিশ্চিত হইবে। কিন্তু জেসুয়িট খৃষ্টান বিখ্যাত দার্শনিক Teilhard de Chardin অন্যরূপ চিন্তা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, যে এই শিল্পবিপ্লব বিশ্বের চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইলে শ্রমের মর্য্যাদা স্বীকৃত হইবে এবং বিশ্বের

১। ১৬।১১-১৮ ২। ৩।১১-১৩

জনগণ নিজেদের কর্ম্মীহিসাবে, শ্রমিকহিসাবে ভাবিতে থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ ও এইরূপ চিন্তা করিতেন ; তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণা[১] :

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

ইহা যে শুধু তত্ত্বের দিক দিয়া সঠিক তাহা নহে, সামাজিক তথা হিসাবেও একটী শুদ্ধ বলিষ্ঠ আদর্শ যাহা অনুশীলন করিয়া সমাজে ও সংসারে রূপায়ণ করা প্রত্যেক সমাজনেতা ও সংস্কারকের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, সমাজভুক্ত সভ্যেরা, in course of time, যথা সময়ে এই আদর্শে অনুশীলিত হইয়া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ আর দেখিবে না। আপামর তথাকথিত ভদ্রশ্রমিকও সাধারণ শ্রমিককে তুলারূপ দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে। শ্রীকৃষ্ণ আরো এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্য,[২] "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্যে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের কোনরূপ পার্থক্য নাই, এদিক দিয়া তাহারা সকলেই তুল্যমূল্য এবং জীবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে তাহাদের কর্ম্মশক্তির ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে পরাকাষ্ঠা সাধন সম্ভব হইবে। গীতাকে যোগশাস্ত্র বলা হয়। এই যোগের অর্থ – আত্মোন্নতির জন্য সর্ব্বতোভাবে সাধনা। যিনি এই সাধনা করেন, তাঁহার সামাজিক বৃত্তি যাহাই হউক, গীতাকার তাঁহাকে যোগী বলেন। বিংশ শতাব্দীতে Teilhard "sees all people becoming workers, because the dignity of work comes to be recognised and this acts as such a stimulus to social justice that no one can be left out of it."[৩] ইহা যেন আধুনিক জগতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। Teilhard

---

১। ৫।১৮ ২। ১৮।৪৫ ৩। Ibid p. 87

মনে করেন যে সকল মানুষের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মজনিত পরিশ্রম একই প্রকৃতির। শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ[১]। Teilhard ও "sees the feeling for human dignity growing and along with it the opportunity for a real understanding between men, which will yield the possiblity of uniting all peoples and classes.···The industrial revolution is only just beginning. From being a conglomeration of agricultural communities, the world will gradually become a single industrial world. Industry necessarily leads to unification.···Frontiers are rendered meaningless, because distances are abolished by the techniques of communication. In the vista, presented by the future, therefore, we see a single industrialised, world.'' Karl Marx কিন্তু অন্য দৃষ্টিভঙ্গিমায় প্রায় একই সিদ্ধান্তে (unity of all peoples) পৌঁছাইতে চাহিয়াছিলেন। "Marx sees conflict as a necessary factor in the crisis and unity between men in terms of the admitted impotence of the capitalists to resist the workers."[২] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাধারা আরো ব্যাপক; একেবারে পরম আধ্যাত্মিক এবং তাহার শেষ পরিণতি, "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি"[৩] ও "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"[৪] শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট সমাজসংস্থায়[৫] কায়িক শ্রম করিলে জীব মাত্রই তাহার জৈবিক needs, জৈবিক প্রয়োজন

১। ৩।৯   ২। Ibid pp. 87-88   ৩। ৬।৩২   ৪। ৯।২৯

৫। ৩।১০-১৩, ৫।১৮

অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাইবে এবং তাহাতে সমাজের কোন স্তরে কোনরূপ তারতম্য থাকিবে না – এইরূপ অবস্থায় সমাজে ও সংসারে দ্বন্দ্ব, প্রতিঘাত, অসূয়া ও হিংসা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া মানুষের স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও শান্তির সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল হইবে ; এবং ক্রমশঃ পৃথিবীর সকল মানুষই যে এক, সেই বোধ হইতে থাকিবে আর পরিশেষে মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করিয়া মানবত্ব উপলব্ধি করিবে।

সহস্র সহস্র বৎসর পরে বিংশ শতাব্দীর দার্শনিকরাও অনুরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব বৃদ্ধি পাইলে শিল্পবিপ্লব আরো ব্যাপক ও আরো প্রসারিত হইবে এবং মানুষের immediate future এই সকল শিল্পকেন্দ্রিক শ্রমিকরাই গঠন করিবে আর দূর ভবিষ্যৎ "lies in eschatological plane"-এ। ইঁহারা বিশ্বাস করেন যে শিল্পবিপ্লবের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্য মানুষের ঐক্য সাধন করিতে পারিবে না ; এই ঐক্যসাধন করিবে মানুষের প্রতি মানুষের মনোভাবের পরিবর্ত্তন, তাহার attitude-এর পরিশোধন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় অংশে দেখা যাইতেছে যে পৃথিবী ক্রমশঃ একটী বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের রূপ লইতেছে, আর মানুষও ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হইয়া এই পরিবারের কোন এক অংশ বিপন্ন কিংবা দুঃখে পতিত হইলে ছুটিয়া যাইতেছে তাহার ক্লেশ ও বিপদ দূর করিতে। উদাহরণ, Biafra ও বর্ত্তমান বাংলা দেশ। ইঁহাদের ধারণা "the socialisation which he (a modern man) sees as taking place is not only a socio-economic process ; it is also a process within the hearts of people who are becoming increasingly sensible of the dignity of man and of an obligation to help one

another."[১] "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত: সনাতন:"[২] এই ভাব বর্ত্তমান পৃথিবীর মানুষ নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। Teilhard এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করেন" if that is true even at the material level, how much more so in a spiritual context", শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহারও বিশ্বাস[৩] যে "the whole history of life is a history of spiritualisation : consciousness is forever expanding." Teilhard মনশ্চক্ষুতে দেখিতেছেন যে spiritualisation সংসারে ও সমাজে ক্রমবর্দ্ধমান এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে "mankind is on the point of giving birth to a higher type of human being : the Super-Man".[৪] অতএব দেখা যাইতেছে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসরণ ও অনুশীলনে সাধারণ মানুষ যে দিব্যজীবন লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মন্তব্য[৫] করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-তথা-দার্শনিক তাঁহার স্বকীয় যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা convinced হইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন "all science, all knowledge leads to Christ. Mankind is reaching out not towards any abstract goal but towards its unity in Christ.···All the prospects and possibilities before mankind converge upon a single point ; and this point is not an abstraction but a Person."[৬] গীতায় প্রখ্যাত ঘোষণা[৭] "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"।

১। Ibid pp. 89 ২। ১৫।৭ ৩। Ibid p. 89-90 ৪। Ibid pp. 90-91
৫। ২।৭২, ১৮।৪৫-৫০ ৬। Ibid p, 92 ৭। ৯।২৪

এখন দেখা যাউক এই সব বিজ্ঞানীদিগের কর্ম্মপদ্ধতি কি, এ অবস্থায় পৌঁছাইবার modus operandii কি ? ইঁহারা এই কর্ম্ম-পদ্ধতির নামকরণ করিয়াছেন "Phenomenology বা Hyper-physics।" "The hyperphysics that Teilhard advocates is neither natural science nor philosophy and does therefore have a system of its own. Teilhard also refers to this hyper-physics as a phenomenology and to its method as the phenomenological one Each of the physical sciences describes the phenomena in a given field."[১] "That is why in systematising the sciences we have to find a place for a study of the world taken *in toto*, without in so doing departing from whatever scheme the phenomena present. ...Such a phenomenology, therefore, is a science which seeks to describe the universe as an observable phenomenon in its totality and its intrinsic cohesion, and to discovery the meaning concealed in that totality."[২] "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।"[৩] গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এই ঘোষণা দ্রষ্টব্য।

এঁরা বলেন যে বিজ্ঞানীরা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর বাহ্যমূর্ত্তি লইয়া বিচার বিশ্লেষণ করেন, আর দার্শনিকেরা সত্তা লইয়া বিচার করেন। কেহই কোন একটা বস্তুর বা ব্যাপারের **সামগ্রিক** বিচার করেন না। Teilhard জাতীয় বিজ্ঞানী-তথা-দার্শনিক প্রত্যেক phenomenonএর

১। Ibid p. 95 ২। Wildiers,—An Introduction to Teilhard de Chardin, p. 48. ৩। ৭।৭

বাহ্য ও অন্তর—দুইই দেখেন; তাঁহার বিশ্লেষণ subjective এবং objective, "সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি"।[১] আধুনিক যুগে Teilhardই প্রথম যিনি "recognises 'interiority-consciousness' and regards such interiority as being already present in 'primal matter'।"[২] শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এঁরা ভাবেন যে আগামী কালের মানুষ এই সব বিচার "বুদ্ধিযোগাৎ" গ্রহণ করিবে এবং ক্রমশঃ মানুষের মধ্যে এমন একটী আত্মসচেতন জাগিবে যে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, আধিব্যাধি দূর করা প্রতিটী মানুষের কার্য্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে। আর এই অগ্রগমনে "men will not be moved by *something*, but only by Someone: the Christ, who is drawing the world to himself."[৩]

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥[৪]

মানবের এই সমানাধিকার সাম্যবাদীদিগের সমতা নহে; সর্ব্বগ্রাসীতন্ত্র, totalitarianism মানুষের স্বাধীন সত্তাকে বিলোপ করিয়া একটী সমতা ও ঐক্য আনিতে চেষ্টা করিতেছে। Teilhard জাতীয় দার্শনিক মানুষের স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিয়া "বুদ্ধিযোগাৎ" বিচারপূর্ব্বক আত্মসচেতন হইয়া স্বকীয় পূর্ণদায়িত্বে মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করিয়া মানবত্ব উপলব্ধি করিবে। "The task is to totalise without de-personalising."[৫]

শ্রীকৃষ্ণ আরো এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছিলেন। অষ্টম, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি মনুষ্যের সত্তার বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

১। ৭।১ ২। Ibid p. 97 ৩। Ibid p. 98 ৪। ১৮।৬১
৫। Teilhard—Building the Earth No. I, p. 70

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অধিযজ্ঞরূপ পুরুষতত্ত্ব আরো বিস্তারিত করিয়াছেন। স্থাবর, জঙ্গম সমস্তই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফল,[১] অর্থাৎ আত্মা দেহধারী হইলেই সমস্ত জগতের প্রতীতি উৎপন্ন হয়, নতুবা জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কৃষ্ণবাসুদেব এইরূপভাবে প্রতীত জগতের এক সার্ব্বিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং The phenomenon কী তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জীবের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধবোধও পরিবর্ত্তিত হয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার পুরুষের কথা বলিয়াছেন—ক্ষর ও অক্ষর; "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে"।[২] সাধারণ বদ্ধজীব যাহারা বিকারশীল ইন্দ্রিয়মনাদিযুক্ত দেহকেই "আমি" মনে করে, তাহারা ক্ষর, তাহাদের দেহাত্মবোধ। আর যিনি কূটস্থ অর্থাৎ স্বীয় আত্মাকে নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনি অক্ষর। কিন্তু যিনি কূটস্থ অক্ষর, তাঁহারও প্রতীতি থাকিতে পারে যে তাঁহা হইতে পৃথক আর এক সত্তা আছে—প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ এক "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ"[৩] উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত "পুরুষোত্তম" এবং কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণবাসুদেবরূপে প্রকাশঃ "অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"।[৪] "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"-বাদের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যান।

ইহাই গীতার মুখ্য phenomenon এবং ইহার প্রকৃতরূপ কী পদ্ধতিতে অনুশীলন করিলে মানুষের প্রথমে বোধগম্য এবং পরে উপলব্ধি হইবে গীতায় তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর ইহার operative part: যেহেতু জীবমাত্রই "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ", এইভাব সমাজে অনুশীলিত হইলে যথা সময়ে,

---

১। ১৩।২৭ ২। ১৫।১৬ ৩। ১৫।১৭-১৮ ৪। ১৫।১৮

in time, সমগ্র জীবজগত পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার এক বিশেষ সক্রিয় প্রেরণা পাইবে এবং এই প্রেরণা মানুষকে তাহার দিব্যজীবন গঠন করিতে সহায়তা করিবে ও পরিশেষে নরকে নরোত্তম হইতে সক্রিয়ভাবে কার্য্যকরী হইবে।

এইরূপ অবস্থায় কর্ম্মপদ্ধতি কী ? মানুষ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না, "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"[১] সেজন্য গীতাকার মানুষের কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ না করিয়া সমস্ত চেষ্টাকেই সাধনার অঙ্গ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।[২] এরই নাম কর্ম্মযোগ, যাহা গীতোক্ত সাধনার প্রধান উপায়।

সাধারণ মানুষ কেবল আপনার বা স্বজনের হিতার্থে কর্ম্ম করে। কর্ম্মযোগী সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মা হইয়া (এখন যেমন সমগ্র পৃথিবীর লোকের মনে একটী আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন আসিতেছে) নিষ্কামভাবে সর্ব্বভূতের হিতার্থে কর্ম্ম করিয়া স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পালন অর্থাৎ স্বভাবদত্ত নিজ কর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। বর্ত্তমান যুগের একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানী Teilhard de Chardin মন্তব্য করেন "the socialisation which he (a modern man) sees as taking place is not only a socic-economic process ; it is also a process within the hearts of people who are becoming increasingly sensible of the dignity of man and of an obligation to help one another."[৩]

এই কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে মানুষ কাজ করিতে অভ্যস্ত হইলে

১। ৩।৫ ২। ৩।৯ ৩। Ibid p. 89

ক্রমশঃ সমাজের প্রতিস্তরের মানুষের সহিত একটী ঐক্যভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে এবং পরিশেষে আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্য-বোধ অবলম্বন করিয়া বিশ্বমানবত্ব উপলব্ধি করিবে।

এইজন্যই শ্রীঅরবিন্দ বলেন: "গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই, জ্ঞান চরম ও গুহ্যতম, গীতায় যে ধর্ম্মনীতি প্রচারিত, সকল ধর্ম্মনীতি সেই নীতির অন্তর্নিহিত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, গীতায় যে কর্ম্মপন্থা প্রদর্শিত সেই কর্ম্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ।"[১]

১। গীতার ভূমিকা-প্রস্তাবনা

বিবৃত সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা]

দ্বিতীয় খণ্ড

[*A Study in Phenomenology*]

[সপ্তম অধ্যায়—দ্বাদশ অধ্যায়]

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

মানুষীতনুতে পরমাত্মার প্রকাশ একটী বিশেষ জাগতিক
ঘটনা – অনন্য ও অসাধারণ।

ব্রহ্ম-তথা-কৃষ্ণবাসুদেবের স্বকীয় পরিচিতি ও মানুষীতনুতে পরম-ব্রহ্মের প্রকাশ এবং অর্জ্জুনের (অর্থাৎ জীবের স্থূলদেহে) বিশ্বরূপদর্শন —শ্রীকৃষ্ণের মতবাদ – পরমাগতি প্রাপ্তির জন্য নৈষ্কর্ম্যরূপ কঠোর জ্ঞান-তপস্যা অপেক্ষা বিকল্প উপায়, আত্মবিলোপপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনই সহজসাধ্য – স্থূলভাবে এই মতবাদ সমাজের সর্ব্বাধিক উৎপাদন সম্ভব করিবে এবং সারা বিশ্বে এক মহান্ ভ্রাতৃত্ববোধ গঠনে সহায়ক হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ

৭·০ ভগবৎ-পরিচিতি

(শ্রীকৃষ্ণকে অসংশয়রূপে জানিবার উপায়)

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ – পার্থ! ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ (সন্) যোগং যুঞ্জন্ মাং সমগ্রম্ অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! আমাতে মন আসক্ত রাখিয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগযুক্ত হইলে আমাকে সমগ্রভাবে নিঃসংশয়ে যেরূপ জানিবে তাহা শুন।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে কয়েকবার[১] সামান্য সঙ্কেত দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কী বস্তু তাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে অর্জুন তাঁহার সম্যক্ পরিচয় বুঝিতে না পারায় কৃষ্ণবাসুদেব তাঁহাকে সমগ্রভাবে ও নিঃসংশয়-ভাবে যেরূপে জানা যাইবে তাহার ব্যাখ্যান আরম্ভ করেন। এ কারণ এখন হইতে পরপর দুই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃতির

১। ২।৬১, ৩।৩০, ৪।১০-১১, ৫।২৯, ৬।৩১,৪৭

বিষয় আলোচনা করিয়া দশম অধ্যায়ে তাঁহার বিভূতি সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহার পরিচিতির ছেদ টানেন। ইহাই সাধারণ ভাষ্য; কিন্তু মহাভারতকারের আর একটী উদ্দেশ্য ছিল; তাহা যথাস্থানে বিচার করা যাইবে।

সমগ্রং মাং—এখানে প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিতে এত উদ্‌গ্রীব ও ব্যস্ত কেন? ইহার উত্তর এই গ্রন্থের ভূমিকায় সামান্য একটী explanationএ দেওয়া হইয়াছে। পণ্ডিতদিগের অভিমত; "সংহিতা, উপনিষদ্, তন্ত্র, আগম-নিগম এপর্য্যন্ত অর্থাৎ গীতা বলিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই, যে ভগবান আসেন। এই প্রথম শোনা গেল"।[১] এতদ্ব্যতীত এই প্রসঙ্গে গীতাকার জ্ঞানার্জ্জনের একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতির বিচার সূত্রাকারে করিয়াছেন। জ্ঞানার্জ্জনের বিষয়বস্তু কি? প্রতিটী phenomenon, প্রত্যেকটী ঘটনা ও ব্যাপার —জাগতিক, আত্মিক ও অধ্যাত্মিক। সাধারণতঃ বিদ্যার্থীরা কোন একটী phenomenonএর একটী দিকই দেখেন, তার যে আরো দিক থাকিতে পারে, সে বিষয়ে বড় একটা দৃষ্টি দেন না; a knower seeks to demarcate an area of thinking of his own, with a method of his own; ফলে একদেশদর্শী হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতেন। একটী phenomenonএর একাধিক দিক থাকে, সে বিষয় পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাহার সামগ্রিক প্রকৃতি জানিতে হইবে। Physical scientists একটী phenomenonএর বাহ্যিক দিক দেখিয়া বিচার আরম্ভ করিয়া সিদ্ধান্তে আসেন, দার্শনিকেরা তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বিচারে অভ্যস্ত। কেহই

১। গীতাধ্যান, প্রথম খণ্ড—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, পৃ ৪১

সেই phenomenonএর পূর্ণাবয়বের (total field of the phenomenon) বিচার করেন না। সে কারণ শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিলেন,

৭.১ একটী phenomenon-এর পূর্ণাবয়ব বিচার – Hyper-physics বা Phenomenology

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥

অন্বয়—অহং তে সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ অশেষতঃ (সাকল্যেন) বক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি ; যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি।

অনুবাদ—আমি তোমাকে সবিজ্ঞান জ্ঞান নিঃশেষে (**সমস্তই**) বলিতেছি – যাহা জানিলে এ বিষয়ে পুনর্ব্বার অন্য কিছু জ্ঞাতব্য **অবশিষ্ট** থাকিবে না। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দৈবাৎ কেহ সিদ্ধি লাভ করিতে যত্ন করেন ; যত্নশীল সিদ্ধগণের মধ্যে আবার কেহ বা আমাকে তত্ত্বত (প্রকৃতরূপে), সামগ্রিক ভাবে জানেন।

ব্যাখ্যা—**বক্ষ্যাম্যশেষতঃ**—আমি তোমাকে সবিজ্ঞান জ্ঞান নিঃশেষে (সম্পূর্ণভাবে) বলিতেছি যাহা জানিলে সেই বিষয় পুনর্ব্বার অন্য কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না। শ্রীকৃষ্ণের ইহা আর এক অসীম সাহসিক মন্তব্য, a very bold statement। জ্ঞানানুসন্ধানে একেবারে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব এবং সেই বিশেষ একটী বিষয়ে ভবিষ্যতে আর কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইবে না – ইহা বর্ত্তমান

কালের বিজ্ঞানীরা প্রলাপ মনে করেন। কিন্তু আধুনিককালের এমন অনেক প্রথম সারির বিজ্ঞানী আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে কোন একটী বিষয়ের বাহ্যাভ্যন্তর সামগ্রিক বিচার করিয়া সেই সম্বন্ধে conclusionএ পৌঁছাইলে তাহার আর বড় কোন নড়চড় হয় না। Teilhard সেই জাতীয় বিজ্ঞানী। "In doing this, he did not take as his starting-point a number of carefully thought-out logical and methodological considerations, (বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ যাহা করিয়া থাকেন) but worked by a process of spontaneous intuition, by *seeing* the missing factor in a concrete situation. The procedure is distinct from both the strictly scientific and the philosophical method because the field, the *total field* of the phenomena, is also distinct from the "fields" of natural science and philosophy."[১] বিচারের এই পদ্ধতিকে Teilhard 'Hyper-physics' বা 'Phenomenology' বলেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই মন্তব্য যাঁহাদিগের নিকট bigoted and unscientific বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ;

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদম্—তাঁহার পদ্ধতিতে পৌঁছান সিদ্ধান্ত "সবিজ্ঞান জ্ঞান"। অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে এ বিষয়ে যাহা কিছু পরোক্ষ বা শাস্ত্রাদিলব্ধ জ্ঞান আছে তাহা প্রত্যক্ষ বা নিজ অনুভবলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পরিপাক করিয়া তাঁহার নিজস্ব সিদ্ধান্তে (অর্থাৎ বিজ্ঞানী এইরূপে তাঁহার সিদ্ধান্তে) পৌঁছিয়াছেন। অতএব আর,

১। Evolution-Bernard Delfgaauw, pp95-96.

নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে—এ বিষয়ে পুনর্ব্বার অন্য কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না। কারণ, the Study of the phenomenon was done in *toto*। Teilhardও ঠিক এই কথাই বলেন। "For Teilhard, the term "phenomenon" has an interior as well as an exterior reference. This enables him to break through a positivistic understanding of a phenomenon as being simply and solely what is "externally" perceptible and so to find a meeting point with Husserl's phenomenology as well as many insights which modern philosophy and psychology have been at such pains to achieve and which reveal how unsatisfactory it is to maintain a "contrast between what is external and thus "objective" and what is internal and thus "subjective." The very fact that he recognises "interiority-consciousness" as phenomenal obliges Teilhard to regard such interiority as being already present in the 'primal matter'"[১]

ইহা হইতে দেখা যায় সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সূত্রাকারে যাহা মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান কালেও বৈজ্ঞানিকভাবে স্বয়ম্ভর ও পরিপূর্ণ। তাঁহার প্রখ্যাত কর্ম্মবাদ আধুনিকতম বিজ্ঞান— Praxiology আর তাঁহার আত্মপরিচয়ের রীতি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান পদ্ধতি— Hyper-Physics বা Phenomenology

কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ—প্রযত্নকারীদিগের মধ্যে কেহ বা আমাকে সঠিকভাবে, প্রকৃতরূপে জানেন। কারণ কি? পূর্ব্বেই

১। Ibid pp 96-97

আলোচনা হইয়াছে কোন একটী বস্তু বা ব্যাপার সঠিক ও সম্যক্‌ভাবে জানিতে হইলে তাহার ব্যাহ্যাভ্যন্তর জানিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে আপামর সাধারণ জীব কোনরূপ সম্যক্‌ জ্ঞানলাভের জন্য সচেষ্ট নহে, কোটিতে গুটী কেবল প্রয়াস পায় এবং তাহারাও সঠিক methodology-র অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা ইহার সম্পূর্ণ প্রয়োগের অভাবে এই বস্তুর সম্যক্‌ নির্ণয়ে সফল হয় না।

৭.২ শ্রীকৃষ্ণের আত্মপরিচয়

ব্যাখ্যা—ভূমিকায় বলা হইয়াছে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার সহজ ও সুগম উপায় হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের আত্মপরিচয় প্রয়োজন হইয়াছিল। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাইবে যে এই খণ্ডে (সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে) গীতাকার সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করিয়া তদানীন্তন কালের দার্শনিক মত, সাংখ্য দর্শন, স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার জের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মদর্শন সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহারা জানেন যে এই দর্শনানুযায়ী বিশ্বসৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সৃষ্টি স্বীকার করিলেও, শেষ সিদ্ধান্ত "সর্ব্বেশ্বরবাদ" – ঈশ্বর ও সৃষ্টি অভেদ। "স ইমাল্লোঁকানসৃজত"।[১]

বেদে বহু দেবতার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু নিরুক্তকার যাস্ক এই দেবতামণ্ডলীকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা ভূলোকের দেবতাগণ, অন্তরীক্ষলোকের দেবতাগণ ও দ্যুলোকের দেবতাবৃন্দ। এঁদের মুখ্য ভূলোকে অগ্নি, অন্তরীক্ষলোকে বায়ু (ইন্দ্র) এবং দ্যুলোকে (সূর্য্য)। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় যে এই তিন মুখ্য

১। ঐত ১।১

দেবতা প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান এক পরমাত্মার তিন প্রকার অভিব্যক্তিমাত্র। এঁরা সকলেই তাঁহারই (পরমব্রহ্মের) ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি। বৈদিক মন্ত্র, "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।[১] শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার পরিচয়দান কালে তাঁহার বহুবিধ শক্তি ও বহুবিধ নামরূপের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বেই ঘোষণা করিলেন[২] "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥" শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মন্ত্র স্মরণ করিয়ে দেয়, "এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ," এই এক পরমাত্মাই সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইনি সকল দেবতার রূপ ধারণ করিয়াছেন। ইহাই ঋগ্বেদের আর এক মন্ত্র, "একং বৈ ইদং বিবভূব সর্ব্বম্," এই একই পরমাত্মা সকলরূপ ধারণ করিয়াছেন।

বেদে বর্ণিত প্রতিটী দেবতা এক একটী পার্থিব বস্তুর বা পার্থিব প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতীক। এক একটী পার্থিব পদার্থের চৈতন্যসত্তা বা অধিষ্ঠাতা এক একটী দেবতা। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণই যে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ ও পার্থিব বস্তুর প্রতীক তাহা অর্জ্জুনের মাধ্যমে জীবকে বুঝাইবার জন্য সপ্তম, নবম ও দশম অধ্যায়ে তাঁহার এই সকল বিচিত্র রূপের ও নামের উল্লেখ করেন কিন্তু শেষ করেন[৩] "যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ-সম্ভবম্" ॥

৭.২.১ তাঁহার অপরা প্রকৃতির বর্ণনা

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

১। ঋগ্বেদ ১-১৬৪-৪৬ ২। ৭।৭ ৩। ১০।৪১

অন্বয়—ভূমিঃ (পৃথিবী:) আপঃ (রসঃ) অনলঃ (রূপঃ) বায়ুঃ (স্পর্শঃ) খং (আকাশঃ) মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ এব চ ইতি – ইয়ং মে প্রকৃতিঃ অষ্টধা ভিন্না (বিভক্তা)।

অনুবাদ—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার – এই আমার (অপরা) প্রকৃতি আট প্রকারে বিভক্ত।

ব্যাখ্যা—এই প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২শ শ্লোক ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের উল্লেখের প্রয়োজন। "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥[১] এখানে "আহুঃ," পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ; গীতাকার নিজের মত না বলিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছিল বলিয়া বলিতেছেন। উদ্দেশ্য সাংখ্যকার। সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থকে পঞ্চবিংশতিগণে বিভক্ত করা হইয়াছে। গীতাকার আটটী মাত্র গণের উল্লেখ করিলেন। আরো দ্রষ্টব্য, শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিতেছেন যে ঋষিগণ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছিলেন[২] :

> মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
> ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥
> ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
> এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥

মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা—এখানে দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের মত কপিল-সাংখ্যবাদ হইতে পৃথক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় শক্তিকে, মায়াকে স্বীকার করিয়াছেন। "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥[৩]

১। ৩।৪২, ২। ১৩।৬-৭, ৩। ৪।৬

ইহার ফলে জীব ও জগৎ স্বতন্ত্র সত্তারূপে প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্মের এই দ্বিধা প্রকাশই প্রকৃতি। এখানে প্রকৃতির দুই ভেদ বর্ণিত হইয়াছে—অপরা ও পরা।

৭.২.২ পরা প্রকৃতির স্বরূপ

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥৫॥

অন্বয়—মহাবাহো! ইয়ম্ তু অপরা। ইতঃ অন্যাং জীবভূতাং মে পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি—যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! এই (পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত) প্রকৃতি অপরা। ইহা ভিন্ন অন্য, জীবভূতা, জীবাত্মা-স্বরূপিণী আমার প্রকৃতিকে পরা বলিয়া জানিও—যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হয় (অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই জগতের ধারণা, conception, সম্ভব হয়)।

ব্যাখ্যা—**জীবভূতাম্**—জীবাত্মা হইতে পৃথক যে জগৎ (objects) প্রতীয়মান হয়, তাহাই অপরা প্রকৃতি। ইহাই সমস্ত জীবজগতের বস্তুভাগ। ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় আত্মা না থাকিলেও "মায়য়া," মায়াবশে বহু স্বতন্ত্র জীবাত্মার প্রতীতি হয়। এই সকল জীবাত্মা (subjects) জীবভূতা পরা প্রকৃতির অন্তর্গত—"যয়েদং ধার্যতে জগৎ"। সাংখ্য মতে বহু জীবাত্মার অস্তিত্ব সত্য, কিন্তু গীতাকারের মতে তাহাদের অস্তিত্ব ব্যবহারিক সত্য মাত্র। এ বিষয়ে পরে অষ্টম অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে।[১]

১। ৮।২০, ২২

এই প্রসঙ্গে সাংখ্যবাদ ও গীতাকারের মতের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়,

সাংখ্যকার	গীতাকার
[সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত]	[আটটী মাত্র গণ]
১। প্রকৃতি	১-৫। ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ স্থূল মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম)
২। মহৎ	৬-৮। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।
৩। অহঙ্কার	পরা প্রকৃতি—পরমাত্মা, পুরুষঃ পরঃ, অব্যক্ত অক্ষর, পরম অক্ষর।
৪-৮। পঞ্চতন্মাত্রা (সূক্ষ্ম মহাভূত, তন্মাত্রা)	
৯-১৯। দশেন্দ্রিয় ও মন	
২০-২৪। ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চস্থূল মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম)	
২৫। পুরুষ	

৭.২.৩ সর্ব্বভূত এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥

অন্বয়—সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌যোনীনি—ইতি উপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ।

অনুবাদ—সর্ব্বভূত, সমস্ত জীবই ইহা হইতে (আমার এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে) উৎপন্ন—ইহা অবধারণকর। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়।

ব্যাখ্যা—ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় – এই শ্লোকে সংসারের কারণ কথিত হইয়াছে। সমস্ত জীবই এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতি জীবই "প্রকৃতিং মে পরাম্", অতএব এই জগৎ এক মহাভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ। সংসারের ও সমাজের দিক দিয়া বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব তথা বিশ্বপ্রেমের প্রেরণা ভগবদ্গীতার একটি প্রকৃষ্ট অবদান। আমরা সংসার ও সমাজে দেখি যে একই গুরুর শিষ্যদিগের মধ্যে এক মহান্ ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করে; গুরুভাইদের মধ্যে প্রীতি কত নিবিড়, সহানুভূতি কি প্রবল! তাহা হইলে এক মহান্ গুরুর সকল শিষ্যেরা কেন এক মহান ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বদ্ধ হইবে না? সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা কঠিন হওয়া উচিত নহে।

এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞা করিয়াছেন, অসক্ত হইয়া নিরলস "লোক সংগ্রহার্থ" কর্ম্ম করিবে – লক্ষ্য আত্মসুখ নহে, বহুজনহিতায়, বহুজনসেবায়ৈ। তাহা হইলে তাঁহার এই মায়াসম্ভূত এই জাগতিক পরিকল্পনা পূর্ণ হইবে, it will answer to God's design in creation। আধুনিক প্রতীচ্যের বিজ্ঞানী-তথা-দার্শনিক Teilhard বলেন,[১] "to be a human being mears to work and to suffer. Both our working and our suffering must be imbued with a divine quality in Christ. Our work is in this world; and our task is to build it up through our toil, our technics, science and art. All this activity, including that of reproduction and education, is not only religious because it constitutes a good intention on our part, but it is religious in itself because it answers to God's design in creation and redemption".

১। Ibid, pp.100

৭.২.৪ মদপেক্ষা পরতর (ultimate) আর কিছুই নাই

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

অন্বয়—ধনঞ্জয়! মত্তঃ পরতরম্ (শ্রেষ্ঠম্) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি, সূত্রে মণিগণা ইব ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ময়ি প্রোতম্ ॥

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সূত্রে মণিগণের তুল্য এই সমস্ত আমাতে গ্রথিত।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে[১] বলিয়াছেন আমি আমার প্রকৃতি বশীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। এই মায়ার ফলে জীব ও জগৎ স্বতন্ত্র সত্তারূপে ধারণা হয়। এখন এই প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন যে এই প্রকৃতি দুই প্রকার—অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি এবং পরা বা উৎকৃষ্টা প্রকৃতি। এই উৎকৃষ্টা প্রকৃতি জীবভূতা, এই শক্তি জীবস্বরূপা এবং জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। এই শক্তিতেই শ্রীভগবান্ জীব সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং প্রলয়ও ঘটান। ইহাই শ্রেষ্ঠ কারণ, ইহা ultimate; ইহার উপরে আর অন্য কারণ কিছুই নাই।

ব্যাখ্যা—ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্—এই কয়েকটি শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং দৃঢ়ঘোষণা করা হইয়াছে যে সর্ব্বজীব আমাতে গ্রথিত; প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে এই তত্ত্ব আরো বিস্তারিত হইয়াছে। স্থাবর জঙ্গম সমস্তই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফল।[২] অন্যকথায়,

১। ৪।৬ ২। ১৩।২৭

আত্মা দেহধারী হইলেই সমস্ত জগতের প্রতীতি উৎপন্ন হয়, নতুবা জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই অর্থে অর্থাৎ ব্রহ্মের মায়ায় জগৎ সৃষ্টি, অতএব "ময়ি সর্ব্বমিদম্।"

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টিরহস্য সংক্ষেপে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। পরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে। বর্ত্তমান কালের পৃথিবীর অন্যতম প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী Lund (Sweden) এর Institute of Genetics এর প্রধান Arne Müntzing প্রশ্ন তোলেন : "how was life first created on earth ? – We have reason to believe that the first atmosphere, existing on earth a few milliard years ago, consisted of a mixture of hydrogen, methane, ammonia and aqueous vapour.···. Experiments show it is highly probable that the chemical substances which are now specifically associated with the process of life, were formed from simpler components in a high frequency during the first phases of the development of the earth.··· Such experiments and chemical deliberations lead to the enormous conclusion that life has probably arisen from matter step by step.··· These hypotheses get strong support from the fact that the border line between life and matter is still indistinct. Modern biological and biochemical research now largely concentrates on the structures called viruses.··· There we are confronted with a phenomenon of nature, which in certain essential respects has

the characteristics of life, but in others represents dead matter".[১]

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিরহস্যের মূল সম্যক্ প্রকারে উদ্ঘাটন করিতে এখনও সমর্থ হন নি। এখনো অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন, groping in the dark।

৭.৩ বিভূতিযোগের সূচনাঃ

কয়েকটী জাগতিক উদাহরণদ্বারা পরিচয়ের ব্যাখ্যা

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥
বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! অহম্ অপ্সু রসঃ, শশিসূর্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে (আকাশে) শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি। (অহং) পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ গন্ধঃ, বিভাবসৌ (অগ্নৌ) চ তেজঃ অস্মি; সর্ব্বভূতেষু জীবনং, তপস্বিষু তপঃ চ অস্মি। পার্থ! মাং সর্ব্বভূতানাং

১। Arne Müntzing—The Stream of Life, pp 49-50

সনাতনং (নিত্যং) বীজং (প্ররোহকারণং) বিদ্ধি, অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ, তেজস্বিনাং তেজঃ চ অস্মি। ভরতর্ষভ! অহং বলবতাং কামরাগ-বিবর্জ্জিতং বলং, ভূতেষু ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধঃ কামঃ চ অস্মি, যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ, রাজসাঃ, তামসাঃ চ ভাবাঃ (সন্তি) তান্ মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি; তু অহং তেষু ন, তে ময়ি।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! (যেমন) আমি জলে রস, চন্দ্র-সূর্য্যে জ্যোতিঃ, সর্ব্ববেদে ওঁকার, আকাশে শব্দ, (সেইরূপ) মানুষের মধ্যে পৌরুষরূপে অবস্থান করিতেছি। আমিই পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অনলে তেজ, সর্ব্বজীবে জীবন ও তপস্বিদিগের মধ্যে তপস্যাভাবে অবস্থান করিতেছি। হে পার্থ! আমাকেই সর্ব্ব জীবের সনাতন বীজ, (অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ) বলিয়া জানিও; আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! আমিই বলবানদিগের কামরাগশূন্য বল ও সর্ব্ব ভূতের (সকল প্রাণিগণের) ধর্ম্মের অবিরোধী (অর্থাৎ প্রাণধারণার্থ সংসারধর্ম্ম ও পানভোজনাদির জন্য) কামনা; এবং যাহা কিছু সাত্ত্বিক, রাজস এবং যাহা তামসভাব, সে সকল আমা হইতে উৎপন্ন—ইহা জানিও; কিন্তু আমি সে সকলে নাই, তাহারাই আমাতে আছে (অর্থাৎ আমার কোন সত্ত্বাদি গুণ নাই, কিন্তু আমি ওই সকল গুণের কারণ)।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে চারিটী শ্লোকে আত্মপরিচয়ের theoretical ব্যাখ্যা করিয়া বর্ত্তমান পাঁচটি শ্লোকে উদাহরণ দ্বারা সেই ব্যাখ্যার ব্যবহারিক ভাবে, হাতে কলমে শিক্ষা দ্বারা demonstration সম্পূর্ণ করিয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিভুতির কয়েকটা illustrtaion দিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তার উল্লেখ করেন। এই অধ্যায়ে

তাঁহার বিভূতিযোগের সূচনা করিয়া পরে দশম অধ্যায়ে তাঁহার পরিসমাপ্তি ঘটান।

রসোঽহমপ্সু—প্রথমেই প্রাকৃতিক বিশেষ বিশেষ বস্তুর, এবং জ্ঞানের প্রধানতম উৎকর্ষ ও সৃষ্টির মুখ্যজীব মানুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিলেন। পরে বলিলেন,

তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ—প্রত্যেক বস্তুতে মানুষের যে প্রয়োজন, তাহার কারণ আমি; আমিই বাহ্য জগতের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধরূপে বিরাজ করি। এর পর ঘোষণা করিলেন,

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি—আমি সর্ব্বভূতের আদি কারণ এবং আমাতেই সর্ব্বভূতের স্বভাব ও গুণ নিহিত আছে; এবং

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি—যাহা কিছু সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভাব আছে, সে সব গুণ আমার নাই, যদিও আমি ঐসকল গুণের কারণ।

৭·৪ এই ত্রিবিধ গুণময়ভাবে মোহিত হইয়া জীব অব্যয় তাঁহাকে বুঝিতে পারে না

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ১৪ ॥

অন্বয়—এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ মোহিতম্ ইদং সর্ব্বং জগৎ এভ্যঃ পরম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি। এষা গুণময়ী দৈবী মম মায়া হি দুরত্যয়া; যে মামেব প্রপদ্যন্তে, তে এতাং মায়াং তরন্তি।

অনুবাদ—এই জগৎ এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা মোহিত হইয়া তাহার পরবর্ত্তী (beyond) (অর্থাৎ এই সকল গুণের অতীত) অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না। কারণ, ঐ গুণময়ী দৈবী, অলৌকিক মায়া দুরতিক্রমণীয়; যাহারা আমারই শরণাগত হয়, তাহারা ঐ মায়া পার হয়।

ব্যাখ্যা—নাভিজানাতি—শ্রীভগবান্ (এখানে কৃষ্ণবাসুদেব) আত্মপরিচয় না দিলে জাগতিক জীব তাঁহাকে জানিতে পারে না। অর্জ্জুনও পরে এ বিষয় উপলব্ধি করেন; "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম",[১] তুমি স্বয়ংই আপনার দ্বারা আপনাকে জান। এর কারণ কি?

মম মায়া দুরত্যয়া—তাঁহার মায়ার দ্বারা তাঁহার দ্বিধা প্রকাশ। এরূপ না হইলে পরিদৃশ্যমান জগতের কোন সত্তা থাকিত না; সকল জীবই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' উপলব্ধি করিত, আর জীবের এই জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধের সঠিক খবর পাইয়া এই জগৎ-সৃষ্টি-বান্চাল করিয়া দিত। অতএব সৃষ্টিরক্ষার জন্য এই ত্রিবিধগুণের বিশেষ প্রয়োজন। একারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরে মন্তব্য করিয়াছেন[২] পৃথিবীতে বা স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে এমন সত্ত্ব (জীব) নাই যে এই সকল প্রকৃতিজ তিন গুণ থেকে মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু তিনি নিজেই এই বদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন;

মায়ামেতাং তরন্তি তে—কিন্তু যাহারা আমারই শরণাগত তাহারা এই মায়া পার হয়। উপনিষদ্ বলেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।[৩] এই নির্দ্দেশ এক গোল বাধাইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ

১। ১০।১৫ ২। ১৮।৪০ ৩। কঠো ১।২।২৩

বলিয়াছেন, "এষা তে অভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।[১] আত্মতত্ত্বের বিষয় ব্যাখ্যান দিয়া কর্মযোগের ব্যাখ্যান করেন। তাহাতে অর্জ্জুন দেখেন বিষয় হইল দুইটী ; সে কারণ পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রশ্ন করিলেন[২] "সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥" ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিলেন, "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ,[৩] যাহারা নিতান্ত নাবালক তাহারাই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে পৃথক বলে। এখানে থামিলেন না, পরের শ্লোকে তাঁহার মন্তব্য আরো পরিষ্কার করিয়া বলিলেন "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"।[৪] যিনি জ্ঞান ও কর্ম্মকে একই দেখেন, তিনিই ঠিক দেখেন। তাঁহার দেখা সার্থক এবং বোধও সুধীজনোচিত।

শ্রীকৃষ্ণ এক বিরাট শিল্পী ছিলেন। তাঁহার বিচার করিবার কৌশলও অদ্ভুত। পাছে কর্ম্মযোগীরা তাঁহার নির্দ্দেশ মত কর্ম্ম করিয়া সম্যক্ সফল না হইয়া কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ ও কর্ম্মের বিষদাঁতে আহত হইয়া পড়েন, সে কারণ চতুর্থ অধ্যায়ে পরিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ দিলেন[৫] "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥" অর্থাৎ সকল কার্য্যকর্ম্মের শেষ পরিণতি জ্ঞান। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানীদিগকে warning দিয়া সাবধান করিলেন যে "উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্"।[৬] অতএব তাঁহাদের "লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি"।[৭] এইরূপে নির্দ্দেশ দিলেন জ্ঞানী হইয়া "সঙ্গবর্জ্জিত" হইবে, কর্ম্মী হইয়া "মৎকর্ম্মকৃৎ" হইবে এবং অদ্ভুত কৌশলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। আর এখন

১। ২।৩৯ ২। ৫।১ ৩। ৫।৪ ৪। ৫।৫
৫। ৪।৩৩ ৬। ৩।২৪ ৭। ৩।২০

বলিতেছেন যে "আমার শরণাগত হইলে আমার এই দুরতিক্রম্যা মায়া অতিক্রম করিবে এবং "মামেতি পাণ্ডব"।[১] এখানে আর একধাপ অগ্রসর হইয়া জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় ঘটাইলেন।

পূর্ব্বে[২] বলিয়াছিলেন ঈশ্বর তাঁহার প্রকৃতির মাধ্যমে "আত্মমায়য়া" জীব সৃষ্টি করেন এবং পরে মন্তব্য করেন,[৩] জীব সকলের শরীররূপযন্ত্রে আরূঢ় হইয়া তাহাদিগকে ঘুরাইয়া থাকেন। সৃষ্টি করিয়া সকল জীবকে সংসাররূপ এক বিচিত্র গোলকধাঁধায় (labyrinth-এ) আনিয়া ফেলিয়াছেন, আর জীব এই গোলকধাঁধা হইতে বাহিরে যাইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গোলকধাঁধা হইতে বাহির হওয়া কিংবা অন্য কাহাকেও বাহিরে আনা তাঁহারই পক্ষে সম্ভব যিনি সেই গোলকধাঁধার খবর জানেন।[৪] এই গোলকধাঁধার পথ তাঁহারই জানা, যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট জীবকে তাহার মধ্যে পাঠাইয়াছেন ; আর তাঁহার জানা, "যমেবৈষ বৃণুতে", যাহাকে সেই স্রষ্টা নিজে বরণ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদাধ্যাপন, বহুশাস্ত্রজ্ঞান, মেধা, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ এই পথের দর্শন দিতে পারে না[৫] —এবং স্রষ্টা ব্যতিরেকে এই গোলকধাঁধা হইতে আর কেহ নিষ্কৃতি দিতে পারে না—এই জ্ঞানকেই পরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং" ও "গুহ্যতমং মে পরমং বচঃ।"[৬]

এই জ্ঞান হওয়ায় সৃষ্টির রহস্যতম phenomenon কি জীব তাহা বুঝিতে পারে এবং জগতের প্রতীতি তাহার লোপ পায়। শুধু তাহাই নহে, মনুষ্য দেহে অবস্থিত জীবাত্মারও ব্যক্তিত্ববোধ লোপ

১। ১১।৫৫ ২। ৪।৬ ৩। ১৮।৬১ ৪। ১০।৩-৪
৫। ১১।৫৩ ৬। ১৮।৬৩-৬৪

পায় এবং তিনি "পুরুষঃ পরঃ", "অব্যক্ত অক্ষর", "পরম অক্ষর", পরমাত্মা হইয়া যান এবং ইচ্ছা করিলে মানুষীতনুতে প্রকাশমান হন। ইহাই প্রখ্যাত "সোঽহং তত্ত্ব", ইহাই প্রসিদ্ধ "তত্ত্বমসি" মন্ত্র। অন্য কথায় জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বহু বিতর্কিত জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে এক সহজ সরল মীমাংসা করিলেন। আর এই চরম জ্ঞানলাভের সুলভ এক পদ্ধতির ব্যাখ্যানও দিলেন "মামেব প্রপদ্যন্তে"।[১]

৭'৫ দুরতিক্রম্যা মায়া অতিক্রম করিবার উপায় থাকা সত্ত্বেও বিবেকহীন ব্যক্তি তাহার সুযোগ নেয় না

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥

অন্বয়—দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ (সন্তঃ) মাম্ ন প্রপদ্যন্তে।

অনুবাদ—(উপায় থাকা সত্ত্বেও) দুষ্কর্ম্মকারী মূঢ় নরাধমগণ মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হয়, (সে কারণ) তাহারা আমার শরণাপন্ন হয় না।

ব্যাখ্যা—ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ—ঈশ্বর (শ্রীভগবান্) তাঁহার মুখ্য সৃষ্ট জীব যাহাতে সংসাররূপ গোলকধাঁধা হইতে মুক্তি পাইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে তাহার পদ্ধতি নিপুণভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত দিয়াছেন। কিন্তু এই সৃষ্ট জীবের মধ্যে যাহারা দুষ্কর্ম্মকারী মূঢ়, তাহারা এই সিদ্ধান্তের সুযোগ নেয় না।

১। ৭।১৪

গীতাকার জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন কারণ দর্শান নাই। জগৎ সৃষ্টি মানিয়া লইয়া সেই সৃষ্ট জগতের জীবের কর্ত্তব্য কি, তাহার বিচার পূর্ব্বক ব্যাখ্যান দিয়াছেন। সংসারে ও সমাজে এই জাগতিক জীবের যাহাতে স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, শান্তি এবং পরে ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়, সে সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যান ও পরিষ্কার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যিনি সেই নির্দ্দেশানুযায়ী সাধনা করেন, তাঁহার সামাজিক বৃত্তি যাহাই হউক – গীতাকার তাঁহাকে যোগী বলিয়াছেন। আর "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ"।[১] শুধু নিজকর্ম্মে সিদ্ধি নহে, আরো অনেক বেশী। "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"[২] স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া মানব মোক্ষ (সিদ্ধি) লাভ করে। এরূপ সহজভাবে অথচ দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতার সহিত বন্ধু ও সখাকে (তথা সমগ্র জীবকে) কোনও প্রজ্ঞাবান্ উপদেষ্টা এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক উপদেশ ও assurance দিয়াছেন কিনা জানা নাই। কর্ম্ম মানেই সমগ্র জীবন।[৩] অতএব সমগ্র জীবন যাপনে জীব সকলের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তিকে এরূপভাবে insured করিয়া জীবনদর্শন কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন, কিরূপভাবে জীবন যাপন করিলে অর্জ্জুন (তথা জীব মাত্রই) জিত বা পরাজিত হইয়াও জয় পরাজয়ের বিষদাঁতের আঘাতকে avoid করিতে পারিবেন, তাঁহার কর্ম্মযোগ তাহার এক বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। ইহাই গীতার অন্যতম অবদান। সাধারণ মানুষের জীবনের সকল প্রকার সংশয়ের এক অনবদ্য সমাধান।

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মব্যস্ত, কাজপাগ্‌লা

১। ১৮।৪৫ ২। ১৮।৪৬ ৩। ৮।১

ও কর্মসর্বস্ব জীবের পক্ষে তাহার স্বকীয় কর্মের মাধ্যমে কত সহজে ও সুলভে সিদ্ধি ও পরমাগতি লাভ সম্ভব। এইরূপ assurance ও উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও কিয়দংশ জীব "ন মাং প্রপদ্যন্তে," তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করেনা, তাঁহার শরণাপন্ন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতেন, সে কারণ পরের শ্লোকে কাঁহারা তাঁহাকে ভজনা করেন তাহার এক তালিকা দেন।

৭৬ চারি প্রকার পুণ্যবান্ লোক তাঁহাকে ভজনা করেন

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন !
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

অন্বয়—ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ, জিজ্ঞাসুঃ, অর্থার্থী, জ্ঞানী চ, এতে চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ মাং ভজন্তে।

অনুবাদ—হে ভরতকুলগৌরব অর্জ্জুন। আর্ত্ত (বিপদ্‌গ্রস্ত) জিজ্ঞাসু (তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু), অর্থার্থী (অর্থ অভিলাষী) ও জ্ঞানী (যাঁহার জ্ঞান লাভ হইয়াছে)—এইরূপ চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশালী মনুষ্য আমাকে ভজনা করেন।

ব্যাখ্যা—চতুর্ব্বিধা ভজন্তে—শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অনুযায়ী সমগ্র মনুষ্য সমাজে চারি শ্রেণীর লোক তাঁহার ভজনা করেন; (দুঃখ) আর্ত্ত (the world weary), অর্থকামী, জ্ঞানী ও আত্মজ্ঞানাভিলাষী। কিন্তু মনুষ্যসমাজ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এই চারি শ্রেণীই সম্পূর্ণ সমাজ; জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু কোটিতে গুটী।

সুকৃতিনঃ—কিন্তু আর্ত্ত ও অর্থকামী ত সংসারের শতকরা নিরানব্বই জন। শ্রীকৃষ্ণের মতে দুঃখার্ত্ত যখন তাঁহাদের দুঃখ

দূরীকরণে এবং অর্থার্থী যখন অর্থলোভে ও অর্থের সন্ধানে তাহাদের নিজ শক্তির উপর আর আস্থা রাখিতে না পারিয়া এক অদৃশ্য শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া তাঁহাকে ভজনা করে, তখন তাহারা নিজেদের অহমিকার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সত্যই পুণ্যবাণের শ্রেণীভুক্ত হয় এবং "তাঁহাকে" স্মরণ করিয়া লোকোত্তর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ কারণ ইহাঁরা "সুকৃতিনঃ"।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকই কোন না কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণের (ঈশ্বরের) ভজনা করে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু সত্যই সৌভাগ্যবান্ লোক ; তাঁহারা জ্ঞান সহকারে ভজনার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের "দুরতিক্রম্যা গুণময়ী মায়া" অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

মানুষ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না,[১] সে জন্য গীতাকার কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ না করিয়া সমস্ত চেষ্টাকেই সাধনার অঙ্গ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।[২] এরই নাম কর্ম্মযোগ ; গীতাকারের মতে কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া কেবল জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধি লাভ কঠিন। ভক্তিকেও তিনি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানই সাধনার উচ্চতম সোপান, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"[৩] সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানেতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর ভক্তি জ্ঞানের দ্বারা পরিপক্ক হইলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করিলেন,[৪]

> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
> তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
> নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

১। ৩।৫ ২। ৩।৯ ৩। ৪।৩৪ ৪। ১০।১০-১১

ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে ভক্তি ভাব সমন্বিত হইবার পরেও বুদ্ধিযোগ আবশ্যক, কেবল ভক্তিতে ব্রহ্ম লাভ হয় না। "উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞানজতমনাশ করি।" এজন্য চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশালী লোকের মধ্যে জ্ঞানীরা যে তাঁহার প্রিয়তম তাহা পর পর তিনটী শ্লোকে ঘোষণা করিলেন।

৭.৬.১ এই চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান লোকের মধ্যে জ্ঞানী তাঁহার প্রিয়তম

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাম প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥১৯॥

অন্বয়—তেষাং নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে ; অহং হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম্ (অতীব) প্রিয়ঃ, স চ মম প্রিয়ঃ। এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ (মহান্তঃ) ; জ্ঞানী তু আত্মা এব (ইতি) মে মতং ; হি সঃ যুক্তাত্মা অনুত্তমাং (সর্ব্বোত্তমাং) গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ। বহূনাং জন্মনাং অন্তে – সর্ব্বং বাসুদেবঃ – ইতি জ্ঞানবান্ (সন্ সঃ) মাং প্রপদ্যতে ; সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

অনুবাদ—তাঁহাদের মধ্যে নিত্য যোগরত একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ; আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার প্রিয়। এঁরা (আর্ত্ত ইত্যাদি) সকলেই উদার (মহান্), কিন্তু

জ্ঞানী আমার আত্মাই (অর্থাৎ আমার সহিত অভিন্ন)—এই আমার মত ; কারণ, সেই যুক্তাত্মা শ্রেষ্ঠগতিস্বরূপ আমাতেই অবস্থান করেন। বহুজন্মের অন্তে—সমস্তই বাসুদেব—এই জ্ঞানযুক্ত হইয়া তিনি আমার শরণাপন্ন হন ; সেরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন, শুধু তাহাই নহে ; আধুনিক কালের একজন পুরাপুরি rationalist—তাঁহার কোনও নির্দেশ বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন নাই। যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া, শ্রবণ মনন করিয়া নিদিধ্যাসন করিতে বলেন।

একভক্তির্বিশিষ্যতে—একভক্তি জ্ঞানী বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হন। "একভক্তি" শব্দটী দ্বিতীয় অধ্যায়ের "বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্"[১] প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণের মত, বৈদিক কর্ম সকল সঙ্কল্পজাত সকাম ; উদাহরণ স্বরূপ, ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কল্পের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ অধ্যায়ে এক বর্ণনা দিয়াছেন।[২] বৈদিক কর্মসম্পাদনে বিঘ্ন ঘটিতে পারে এবং ওই চেষ্টার সাফল্যের জন্য সেই সকল বিঘ্ন নিবারণার্থে বিশেষ প্রয়াস করিতে হয়। এই সকল কর্মের মূল কামনা। সেই কামনাকে অবলম্বন করিয়া বিধিপূর্ব্বক কঠিন তপশ্চর্য্যা করিয়া অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সকল কর্ম্মীদিগের কামনা অনন্ত ও বহুশাখাবিশিষ্ট সুতরাং বুদ্ধি ও নানাদিকে বিক্ষিপ্ত। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রখ্যাত মতবাদ, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্বধর্ম্ম পালন is one single-pointed effort—একভক্তি। এইরূপ কর্ম্মপ্রচেষ্টায় ফলাকাঙ্খা নাই এবং কর্ম্মকর্তা "তৎপরায়ণ ও তদেকচিত্ত" হইয়া কার্য্য করেন ও ফল

১। ২।৪১-৪৪ ২। ১৬।১৩-১৮

"ভগবচ্চরণে সমর্পিতুমস্তু" বলিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করেন। সুতরাং এই সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিশ্চয়াত্মিকা এবং বুদ্ধি একনিষ্ঠা ; অতএব ইহা বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। পরন্তু বেদবাদরতেরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য সচেষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের প্রয়াস সফল হইবে, কি না হইবে, সর্ব্বদাই এক সংশয়ের মধ্যে থাকায় চিত্তের ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারেন না এবং এক অনিশ্চয়াত্মিকা অবস্থাজনিত ভয়ের মধ্যে বাস করেন। আর্ত্ত ও অর্থার্থীর বুদ্ধি বহু শাখা বিশিষ্ট হওয়ায় সমাধিতে নিবিষ্ট হয় না ; জিজ্ঞাসুরও অবস্থা একই প্রকার, কারণ তাঁহার জিজ্ঞাসা-তথা-সংশয় সম্পূর্ণভাবে নিয়মিত না হইলে, তিনিও একভক্তি হইতে পারেন না। এ কারণ

জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহম্—একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার প্রিয়। কিন্তু এই জ্ঞানীরাও সহজে জ্ঞানের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হন না। ইঁহারা,

বহূনাম্ জন্মনামন্তে—বহু জন্মের অন্তে "সমস্তই বাসুদেব"—এই জ্ঞানযুক্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হন। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ"[১] বুঝিয়া "তিনিই" যে মানুষীতনুতে প্রকাশ হইয়া "বাসুদেব" রূপে কুরুক্ষেত্রে বর্ত্তমান হইতে পারেন—এইরূপ উপলব্ধি করিয়া যিনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেরূপ

স মহাত্মা সুদুর্লভঃ—মহাত্মা সুদুর্লভ। এখানে জ্ঞানীর দুইটী পৃথক অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। প্রথম, বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনপূর্ব্বক যুক্তাত্মা হইয়া জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ গতিস্বরূপ আমাতেই অবস্থান করেন (আমার সহিত অভিন্ন, অদ্বয়) এবং দ্বিতীয়, এই বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের

১। ঐত ১।১

পরের অবস্থার জ্ঞান—সেই "একমেবাদ্বিতীয়", যিনি মানুষীতনুতে প্রকট হইয়া জগতে, সংসার ও সমাজে আবির্ভূত হইয়া কর্ম কিরূপে করিলে ধর্মে পরিণত হয়, আদর্শ পুরুষ হিসাবে তাঁহার শিক্ষা দিয়া জগৎকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন।

অদ্বৈতবাদ বুঝা ও তাহার ধারণা করা অতীব কঠিন। জনসাধারণের নিকট ইহা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক; এমনকি বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষেও সুকঠোর অনুশীলন ব্যতিরেকে ইহার উপলব্ধি করা অসম্ভব। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনে ইহা উপলব্ধি করিলেও, পরমাত্মা যে ব্যক্তিভাবাপন্ন হইয়া "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" হইতে পারেন সেই অত্যুত্তম জ্ঞানলাভ সত্যই সুদুষ্কর, একান্ত দুর্লভ। তাঁহার যোগমায়ার আবরণ ছিন্ন করিয়া যে মহাত্মা দেখেন যে এই অতিমানব অব্যক্ত হইয়াও "ব্যক্তিমাপন্ন", তখন এই জ্ঞানে "তাঁহার" সেই মানুষীতনু-আশ্রিতের আশ্রয় গ্রহণ করেন—তাঁহার শরণাপন্ন হন। ইহা সম্ভবপর হয় তখন, যখন শ্রীভগবান্ যাঁহারা সতত যোগযুক্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজমান, তাঁহাদের এইরূপ বুঝিতে বুদ্ধিযোগ দেন, যাহাতে তাঁহারা "তাঁহাকে" (মানুষরূপ অব্যক্তকে) প্রাপ্ত হন।[১]

এই অনির্ব্বচনীয় তথ্য, এই অতিমানুষ-হওন অবতার প্রসঙ্গ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রহস্য ও প্রধানতম phenomenon। যিনি ইহা উপলব্ধি করেন, তিনি সত্যই "মহাত্মা সুদুর্লভঃ"। আর তাঁহার এই জ্ঞানলাভের পদ্ধতি ও পন্থাই phenomenology। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতেন, সে কারণ এ বিষয় পরিষ্কার করিয়া মন্তব্য করিবার পর ঘোষণা করিলেন, সাধারণ ব্যক্তিরা এইরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও তাহাদের

১। ১০।১০

frustrated হইবার, হতাশ হইবার প্রয়োজনও নাই, কোন কারণও নাই। তাহাদেরও উপায় আছে।

৭'৭ অন্যান্য দেবতার পূজা মূর্ত্তিপূজা

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান হি তান্ ॥ ২॥
অন্তবত্ত্‌ ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

অন্বয়—তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ তং তং নিয়মম্ আস্থায় স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ (সন্তঃ) অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে। যঃ যঃ ভক্তঃ যাং যাং তনুং (মূর্ত্তিং) শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি, অহং তস্য তস্য তাম্ এব অচলাং শ্রদ্ধাং বিদধামি। সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সন্) তস্যাঃ রাধনম্ (পূজনম্) ঈহতে (করোতি), ততঃ চ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে। তু অল্পমেধসাং তেষাং তৎ ফলম্ অন্তবৎ; দেবযজঃ দেবান্ যান্তি, মদ্ভক্তাঃ মাং যান্তি।

অনুবাদ—বিভিন্ন কামনার দ্বারা হৃতজ্ঞান পুরুষগণ নিজপ্রকৃতি দ্বারা নিয়মিত হইয়া বহুবিধ নিয়ম (অনুষ্ঠান) অবলম্বন করিয়া অন্যান্য দেবতার শরণ লয় ও ভজনা করে। যে যে ভক্ত যে যে দেবতার মূর্ত্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি

তাঁহাদিগকে সেই প্রকারই (আরাধ্য মূর্ত্তির অনুযায়ী) অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সেই সকল ভক্ত সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহাদের তাহার (সেই মূর্ত্তির) আরাধনার চেষ্টা করেন, এবং আমারই বিধানে সেই সকল বাঞ্ছিত কাম্যবস্তু (সেই সকল দেবতার নিকট হইতে) লাভ করেন। কিন্তু সেই সকল অল্পমেধাবীর লব্ধ কাম ফল নশ্বর হয় (চিরভোগ্য নয়)। দেব-উপাসকগণ দেবগণকে পান (কাম্য-ফল পান—দেবগণ যাহার দাতা) পক্ষান্তরে আমার ভক্তগণ আমাকে (পরমাত্মাকে) পান।

ব্যাখ্যা—প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ—শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বহুবার মন্তব্য করিয়াছেন যে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া পরমাগতিলাভ অত্যন্ত কঠিন। সে কারণ বিকল্প উপায়ের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, আর শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান্‌দিগকে অনুজ্ঞা করিয়াছেন যে তাঁহারা যেন অজ্ঞব্যক্তিকে এইরূপ (জ্ঞানযোগ) অনুসরণ করিতে বলিয়া তাহাদের বুদ্ধি বিচলিত না করেন। এই সকল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বহুবিধ কামনায় হৃতজ্ঞান। তাহারা নিজ নিজ প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হইয়া তাহাদের ফললাভের জন্য ইষ্টদেবতার শরণাপন্ন হয় এবং বহুবিধ নিয়ম (অনুষ্ঠান) অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের বাঞ্ছিত কাম্য বস্তু লাভ করে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের বাণী; নিষ্ঠার সহিত এইরূপ অভ্যাসের ফলে ব্যক্তিসাধারণ লাভবান হইতে পারে। বস্তুতঃ সাধারণে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে তাহাদের নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতার নিকটে আপনাদের সুখদুঃখের কথা নিঃসঙ্কোচে জানায় এবং যাহাতে জীবনযাত্রা সহজ, সুন্দর, সুখের ও গৌরবের হয় তজ্জন্য তাহাদের ভজনা করে। এই কারণে ভারতবর্ষে হিন্দু ও তৎপ্রভাবিত সমাজে বহুদেবতার পূজার প্রবর্ত্তন হইয়া অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

যাং যাং তনুং ভক্তঃ—এই কয়েকটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি-পূজার বিচার করিয়াছেন; পূর্ব্বে এবং পরেও[১] ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাথমিক বিচারে অনেকেরই আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ কট্টর অদ্বৈতবাদী হইয়াও মূর্ত্তি পূজার উল্লেখ ও বিচার করিয়া তাহার পরিপোষকতা করিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যান কালে তিনি মন্তব্য[২] করিয়াছিলেন "যাহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকি; মনুষ্যগণ যাহাই করুক, হে পার্থ, তাহারা সকল প্রকারে আমারই ভজন মার্গের অনুসরণ করে।" তিনি বাস্তববাদী; একথা তাঁহার জানা ছিল যে শুদ্ধচেতা ও বিদ্বান্ সমাজের কোটিকে গুটী; ইঁহাদের বাহিরে বিরাট জনগণ রহিয়াছে। তাহারা জ্ঞানযোগ কিংবা নিষ্কামভাবে স্বভাব-বিহিত স্বধর্ম্ম পালন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। এই সকল অল্প-বুদ্ধি ও মন্দমতিদিগের জন্য সকাম ভাবে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার পূজা সহজ এবং তাহারা তাহাতে অভ্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, এরূপ পূজা তাঁহারই পূজা এবং ইহার কারণ দেখাইয়া ঘোষণা করিলেন,[৩]

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

মনুষ্যলোকে যজ্ঞাদি কার্য্য অচিরকালেই ফল দেয়; এই নিমিত্ত কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যেরা (ইন্দ্র প্রভৃতি) দেবতাগণকে ভজনা করিয়া থাকেন। এই সকল সাধারণ ব্যক্তিরা বহুবিধ কামনায় হৃতজ্ঞান। তাহারা নিজ নিজ প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হইয়া বহুবিধ নিয়ম আশ্রয় করিয়া অন্যান্য দেবতার শরণ লয় ও ভজনা করে। কিন্তু

১। ৪।১১-১২, ৯।২২-২৩, ২৫-২৬ ২। ৪।১১-১২ ৩। ৪।১২

তাই বলিয়া যে ইহারা অসৎ আচরণ করে তাহা নহে। সে কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন,

অচলাং শ্রদ্ধাং বিদধাম্যহম্—এই সকল ভক্তের আরাধ্য মূর্ত্তির অনুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি এবং,

মৈয়ব বিহিতান্ হি তান্—এই সকল ভক্তেরা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে যে দেবতার আরাধনা করেন, আমারই বিধানে, সেই সকল দেবতার নিকট হইতে তাঁহাদের বাঞ্ছিত কাম্যবস্তু লাভ করেন। তবে এই প্রসঙ্গে একটু সতর্ক করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইঁহারা,

অল্পমেধসাম্—অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন এবং

অন্তবত্তু ফলং তেষাং—তাহাদের লব্ধ কাম্য ফল নশ্বর হয়, চিরভোগ্য নহে। এই সকল দেবতাদিগের আরাধনকারীগণ বিনশ্বর দেবলোক প্রাপ্ত হন, পরমাগতি লাভ করিতে অসমর্থ হয়েন।

এই প্রসঙ্গে গত শতাব্দীর রাজা রামমোহন রায়ের মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে তাঁহার বহুবিধ বিচার স্মরণ করা যাইতে পারে। সাধারণে প্রচলিত ধারণা, রাজা মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে। এবিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার যুক্তি বিশ্লেষণ করিলে বলা যাইতে পারে, রাজা মনে করিতেন যে মূর্ত্তি পূজা তাৎপর্য্যহীন নহে, তবে ইহা নিম্নাধিকারীর জন্য।[১] এ সম্বন্ধে তিনি অসংখ্য শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "শাস্ত্র সকল একবাক্যে বলিয়াছেন

১। রামমোহন রায় ও মূর্ত্তিপূজা—অমর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ৯৩

যে কল্পিত দেব দেবীর পূজা নিম্নস্তরের সাধনা।[১] গীতাকার ও তাহাই বলেন,[২] "যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্", through a mistaken approach। এ বিষয়ে নবম অধ্যায়ে আরো বিশদ আলোচনা করা যাইবে।

৭·৮ অল্পবুদ্ধিগণ অব্যক্ত ও অব্যয় শ্রীভগবান্‌কে (শ্রীকৃষ্ণকে) মূর্ত্ত (স্বষ্ট সাধারণ জীব) ব্যক্তিমাপন্ন মনে করে – ইহার কারণ

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরম্ ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫॥

অন্বয়—অবুদ্ধয়ঃ মম অব্যয়ম্ অনুত্তমং পরং ভাবম্ (স্বরূপম্) অজানন্তঃ, অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীতং) মাং ব্যক্তিম্ আপন্নং (প্রাপ্তং) মন্যন্তে। অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ সর্ব্বস্য ন প্রকাশঃ; মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাম্ ন অভিজানাতি।

অনুবাদ—আমার অব্যয় শ্রেষ্ঠ পরম স্বরূপ যাহারা জানে না, সেই অল্পবুদ্ধিগণ অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন বলিয়া মনে করে। আমি যোগমায়ায় সমাবৃত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত নই; এই মূঢ় লোকগণ মোহিত হইয়া অজ অব্যয় আমাকে সম্যক্ জানিতে পারে না।

১। ঐ, পৃঃ ৯১ ২। ৯।২৩

ব্যাখ্যা—পরং ভাবমজানন্তো—সাধারণ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীভগবানের) অব্যয় অত্যুৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া তাঁহাকে মনুষ্য, মীন ও কূর্ম্মাদি ভাবাপন্ন মনে করে। এই সকল উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও নানাপ্রকার কামনা দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া গতানুগতিক নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভূত, প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। ইহা সংসার ও সমাজের উচ্চাধিকারীর জন্য বিধেয় না হইলেও, শাস্ত্রে নিন্দার্হ ছিল না। যথা—

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥

এইরূপ গুণের (উত্তম, মধ্যম ও অধমের) অনুসারে নানাপ্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত কল্পনা করা গিয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে ধৃতবচন,

নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকল্প্যন্তে সবিশেষ নিরূপণৈঃ॥

যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে পরমব্রহ্মের উপাসনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহারা রূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে।

অতএব মূর্ত্তি পূজার অতিশয় দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের কারণ, সংসার ও সমাজের বিরাট অংশ অজ (উৎপত্তিহীন) অবিনশ্বর (নিত্যস্বরূপ) "তাঁহাকে" জানিতে পারে না। কারণ কি?

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য—"তিনি" যোগমায়ায় সমাবৃত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত নহেন। পরন্তু যে সকল পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিদিগের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে এবং জরামরণ হইতে পরিত্রাণ

লাভের জন্য যাঁহারা "তাঁহার" আশ্রয় লইতে যত্নবান, তাঁহারাই শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্ব মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সেই পরমব্রহ্মকে, সমস্ত অধ্যাত্মকে ও সমুদয় কর্ম্মকে জানেন।[১] আর এই যোগমায়ায় "তিনি" আবৃত বলিয়া তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না।

৭৯ কেহই তাঁহাকে জানে না, কারণ কি?

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! অহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদ (জানামি); মাং তু কশ্চন ন চ বেদ। পরন্তপ ভারত! সর্গে ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্ব্বভূতানি সম্মোহম্ যান্তি।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রাণিগণকে জানি, কিন্তু কেহই আমাকে জানে না। হে পরন্তপ ভারত! সংসারে ইচ্ছাদ্বেষ হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ্বমোহের দ্বারা (কখনও সুখ কখনও দুঃখ—এই অস্থিরতায়) সর্ব্বপ্রাণী সম্মোহ প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—মান্তু বেদ ন কশ্চন—আমাকে কিন্তু কেহই জানে না—শ্রীভগবানের পরিচয় নিজে না দিলে তাঁহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। তিনি সত্যই "অবাঙ্মনসোগোচর"। তাঁহারাই তাঁহাকে জানেন, যাঁহারা "তিনিই" হয়েন; অন্যকথায় পাওয়া না,

---

১। ৭।২৮-২৯

হওয়া। বিদ্বান ও শুদ্ধচেতারা ব্রহ্মবিষয় আলোচনা করেন কিন্তু উপলব্ধি করেন "বহূনাং জন্মনামন্তে"। জনসাধারণ ইঁহার কোন হদ্দিশ করিতে পারে না; ইঁনি তাহাদিগের সর্ব্বাবগতির বাহিরে। তাঁহাকে পরিচিত করিবার যোগ্যতা একমাত্র তাঁহার নিজেরই। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,[১] "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ"॥ এই আত্মতত্ত্ব বিশেষ দুর্ব্বোধ্য; একারণ কেহ কেহ ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, সেইরূপ কেহ ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন, কেহ বা ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন, কেহ বা শ্রবণ করিয়াও ইঁহাকে জানেন না।

এখন প্রশ্ন; তাঁহাকে না জানিবার কারণ কি?

সম্মোহং সর্গে যান্তি—সংসারে ইচ্ছাদ্বেষ হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ্ব মোহের দ্বারা, কখনও দুঃখ কখনও সুখ এই অস্থিরতায় সর্ব্বপ্রাণী সম্মোহ প্রাপ্ত হইয়া সত্যবস্তু সম্বন্ধে যথার্থ বা অভ্রান্ত ধারণা করিতে পারে না। "তাঁহার" যোগমায়া অচ্ছেদ্য থাকিয়া যায়। তাহা হইলে কেহই কি তাঁহাকে জানিতে পারে না? তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

৭.১০ কাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন?

যেষাংত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯॥

১। ২।২৯

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—তু যেষাং পুণ্যকর্ম্মাণাং জনানাং পাপম্ অন্তগতং (নষ্টং), দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ তে মাং ভজন্তে। যে জরামরণমোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি, তে তৎ (পরম্) ব্রহ্ম, কৃৎস্নম্ (সমগ্রম্) অধ্যাত্মং চ অখিলং কর্ম্ম (কিং) (তৎ) বিদুঃ। যে স-অধিভূত-অধিদৈবম্ চ স-অধিযজ্ঞং মাং বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ 'চ' প্রয়াণকালে অপি মাং বিদুঃ।

অনুবাদ—কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিদিগের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্ত দৃঢ়ব্রত জনগণ আমাকে ভজনা করেন। যাঁহারা জরামরণ হইতে মুক্তির জন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া যত্নপূর্ব্বক সাধনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম এবং অখিল কর্ম্ম কি তাহা জানিতে পারেন। আর যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন, সেই যোগযুক্ত (পুরুষেরা) মরণকালেও আমাকে জানেন।

ব্যাখ্যা—যেষাংত্বন্তগতং পাপম্—যাঁহাদের পাপ অন্ত হইয়াছে, কি রূপে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে "যিনি আমাকে অজ, অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানেন, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই অসম্মূঢ় ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হন"[১]; তাঁহাদের তখন আমার সম্বন্ধে যথার্থ ও অভ্রান্ত ধারণা হয় এবং তখনই তাঁহারা আমাকে জানিতে পারেন।

দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ—এইরূপ ভাব দৃঢ় হইলে তখন "আমি কৃষ্ণ-

১। ১০।৩

বাসুদেব সর্ব্বমিতি" – এই ভাব নিশ্চিত হয় এবং সেই প্রকার জীবের সর্ব্ব দ্বন্দ্বের অবসান হয় ও তখন তিনি আর আমার মানুষীতনু দেখেন না ; দেখেন ব্রহ্মকে। এ কারণ তিনি,

দৃঢ়ব্রতাঃ – একান্ত মনে দৃঢ়চিত্তে আমাকে ভজনা করেন ও সেই সকল পুণ্যকর্ম্মা,

ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ – সেই ব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্মকে এবং সমুদয় কর্ম্মকেও জানিতে পারেন। এখানে কৃৎস্ন ও অখিল শব্দ দুটীর প্রয়োগ লক্ষণীয়। গীতাকার বিশেষ করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যখন এই সকল পুণ্যকর্ম্মারা সমগ্রভাবে বিষয়টী পর্য্যালোচনা করেন, অর্থাৎ আধুনিক Phenomenology বা Hyper-physics পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া কৃষ্ণবাসুদেবের সত্তার বিশ্লেষণ পূর্ব্বক নিদিধ্যাসন করেন যে পরমপুরুষ একমেবাদ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ বাসুদেবতনুতে প্রকট, তখন ইঁহারা তাঁহার আশ্রয় লইতে যত্ন সাধন করেন ; উদ্দেশ্য কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দ্দেশানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া জরামরণ হইতে মুক্তি পাইয়া পরমাগতি লাভ করিবেন।

সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞঞ্চ – শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মর্ম্ম – তিনিই (ব্রহ্ম) দেহরূপ বা জীবনরূপ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা অধিযজ্ঞ, এবং তিনিই ভূতভাবোদ্ভবকর সৃষ্টি করেন এবং সর্ব্বদেহে বা সমস্ত ভৌতিক পদার্থে অধিদৈবরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কর্ম্ম বা সৃষ্টি করান। অষ্টম অধ্যায়ে ইহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষর-ব্রহ্ম যোগ

৮'০ অর্জ্জুনের প্রশ্ন

অর্জ্জুন উবাচ—

> কি তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
> অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১॥
> অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
> প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ–পুরুষোত্তম! তৎ ব্রহ্ম কিং? অধ্যাত্মং কিং? কর্ম্ম কিং? কিম্ অধিভূতং প্রোক্তং? কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে? মধুসূদন! অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ কঃ? অস্মিন্ কথম্? প্রয়াণকালে চ নিয়তাত্মভিঃ (ত্বং) কথং জ্ঞেয়ঃ অসি?

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন–হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? কাহাকে বা অধিভূত বলে? অধিদৈব কাহাকে বলে? হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? এতে (এই দেহে) তিনি কি ভাবে (আছেন)? আর মরণকালে সংযতাত্মাদ্বারা তুমি কি প্রকারে জ্ঞেয় হও?

ব্যাখ্যা—সপ্তম অধ্যায়ের শেষের দিকে[১] পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিরা কি ভাবে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া পরম ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার উল্লেখ করেন। বর্ত্তমান অধ্যায়ে এ বিষয় সুস্পষ্ট

১। ৭|২৯-৩০

করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। গত অধ্যায়ের শেষের দুই শ্লোকে কৃষ্ণবাসুদেব কয়েকটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা,– ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মূল বক্তব্যের বিচার করিবার পূর্ব্বে অর্জ্জুন এই কয়েকটী শব্দের সংজ্ঞা কি এবং তাহাদের ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতে চাহেন তাহা জানিতে চাহিয়া এই দুইটী শ্লোকে তাঁহার প্রশ্ন করিলেন।

৮।১ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥৪॥

অন্বয়—পরমম্ অক্ষরং ব্রহ্ম; স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে; ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। দেহভৃতাংবর! ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতম্; পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্, অত্র দেহে অহম্ এব অধিযজ্ঞঃ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,– অক্ষরই পরং ব্রহ্ম; স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়; ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ কর্ম্মসংজ্ঞায় অভিহিত। হে দেহিশ্রেষ্ঠ! ক্ষর (বিনশ্বর) দেহাদি পদার্থ অধিভূত; পুরুষ (জীবাত্মা) অধিদৈবত; আমি এই দেহে (ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের সংযোগ স্বরূপ) অধিযজ্ঞ।

ব্যাখ্যা—সাতটী প্রশ্ন: উত্তরে, ছয়টীর সংজ্ঞা, definition দিয়া ব্যাখ্যা; আর সপ্তমটীর বিষয় বিস্তারিত বিচার করিলেন।

প্রথম প্রশ্ন : ব্রহ্ম কি ? গীতাকার উত্তরে বলিলেন, "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" – অক্ষরই পরমব্রহ্ম অর্থাৎ যাহার ক্ষয় নাই, তাহাই উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,[১]

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, অনাদিসিদ্ধ, বিশ্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সকলের পালক সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ এবং অজ্ঞান-অন্ধকারের উপর অবস্থিত দিব্য পুরুষ। পুনরায় বলিলেন,[২]

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥

কিন্তু চরাচরের কারণভূত, অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (ইন্দ্রিয়াতীত) যে অন্য একটী (অব্যক্ত) সনাতনভাব আছে তাহা সকলভূত নষ্ট হইলেও নাশপ্রাপ্ত হয় না। এই যে (শেষোক্ত) অব্যক্ত তাহাই অক্ষর বলিয়া উক্ত হন, উহাকে পরমাগতি বলে; যাহাকে পাইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম (স্বরূপ)। শেষ করিলেন এই মন্তব্য[৩] করিয়া, "অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্।" যোগী মৎ-কথিত এই তত্ত্ব সকল জানিয়া যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, তপোনুষ্ঠান ও দানজনিত

১। ৮।৯ ২। ৮।২০-২২ ৩। ৮।২৮

পুণ্যফল সমস্ত অতিক্রম করেন (অর্থাৎ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল লাভ করেন) এবং জগতের মূলকারণ পরমপদ প্রাপ্ত হন।

অক্ষরের এই সংজ্ঞা এবং পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে অক্ষরের যে সংজ্ঞা দেওয়া[1] হইয়াছে তাহা prima facie, প্রাথমিক বিচারে একই বলিয়া মনে হয় না। "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে", কিন্তু বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখা যাইবে এই দুইটী বচনে জীবাত্মার দুইটী বিভিন্ন characteristics, দুইটী বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মাই পরমাত্মা। এখানে ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে পরম অক্ষর অর্থাৎ যাঁহার ক্ষরণ বা পরিবর্ত্তন নাই; ইহাই the most fundamental characteristic of Brahma। আর পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাঁহাকে কূটস্থ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে; "কূটস্থ" অর্থাৎ নির্ব্বিকার, (জীবাত্মা) স্বীয় আত্মাকে নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত রাখিয়া প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিয়াছেন। যিনি কূটস্থ অক্ষর, তাঁহারও প্রতীতি থাকিতে পারে যে তাঁহা হইতে পৃথক আর এক সত্তা আছে—প্রকৃতি। অতএব এই অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত সনাতনভাব, "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি", তাহাই "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ[2]। পরে এই বিষয় আরো বিশদ আলোচনা করা হইবে।

স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে—স্বভাব, যাহার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গ্রাম। সকল ভূতেতে তাহাদের স্বীয় স্বীয় ভাব ও গুণকে[3] অধ্যাত্ম বলা হয়। ইহার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ এই স্বভাবের (প্রকৃতির) কোন সংজ্ঞা না দিলেও বলিয়াছেন যে "প্রাণীগণ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে"।[4] পরে মন্তব্য করিয়াছেন

১। ১৫।১৬ ২। ৮।২০, ১৫।১৮ ৩। শ্বেতা ৫।৫ ৪। ৩।২৭,২৯,৩৩

যে প্রকৃতির গুণ স্বরূপ সকল কর্ম্মই ইন্দ্রিয়গণদ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে এবং এই প্রকৃতির গুণে মোহিত হইয়া অজ্ঞব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় কার্য্যে আসক্ত থাকে।" পরে[১] আরো পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর (বিভু) লোকের কর্তৃত্বও সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মও সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মফলসংযোগও সৃজন করেন না ; জীবের স্বভাবই প্রবর্ত্তিত করে।" এর পূর্ব্বের মন্তব্যও স্মরণীয়, "কার্যাতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুর্ণৈঃ"।[২]

এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে[৩] "কৃৎস্নমধ্যাত্মম্" এর উল্লেখ বিচার্য্য। এই কৃৎস্ন অধ্যাত্ম বলিতে কি বুঝান হইয়াছে? অধ্যাত্মের সমষ্টি অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজীবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের সমষ্টি? ওইরূপ অর্থ করিলে বিরাট এক গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। সমবৈশিষ্ট্যযুক্ত একই categoryর বস্তু সমূহের সমষ্টিকরণ করা, totalling করা সম্ভব ; কিন্তু এক্ষেত্রে অসংখ্য জীব, অসংখ্য স্বভাব। তবে এই সমষ্টিকে যদি কারণ শরীর বলা হয়, seat of Brahma, তাহা হইলে ইহার অর্থ সুগম হয় ; it becomes a phenomenon to be studied *in toto* ; শেষ বিচারে অদ্বয়, মানুষী তনুতে সঃ, পুরুষঃ পরঃ। আধুনিক বিজ্ঞানীরা জীবের এই সমগ্র স্বভাবের বিষয় চিন্তা করিলেও তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—"Is it indeed possible to fence off plant and animal from one another in respect of their *essential being*?[৪] তাঁহারা ইহার কোন শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নি। এ বিষয়ে পরে আরো অধিক বিচার করা হইয়াছে।

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ—ভূতভাবের

১। ৫।১৪ ২। ৩।৫ ৩। ৭।২৯

৪। Bernard Delfgaauw-Evolution p 26

(জীবসকলের অর্থাৎ দেহের) উদ্ভবকর (অর্থাৎ জন্ম, pulsation) হইতে আরম্ভ করিয়া বিসর্গ (অর্থাৎ বিসর্জন, দেহের বিনাশ) পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী ক্রিয়া, প্রত্যেকটী activity কর্ম্ম। অনেকে বলেন ভূতভাবোদ্ভবকরের অর্থ ভূতভাবের, প্রাণিগণের সমৃদ্ধিসাধক উৎসর্গ, অর্থাৎ লোকহিতার্থ (কর্ম্ম)। সূক্ষ্মবিচারে দেখা যাইবে, ইহা ঠিক নহে ; ভূতভাবের লোকসৃষ্টি। কর্ম্ম সম্বন্ধে এই ধারণাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"।[১] এমনকি সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলেও শরীর রক্ষা করিতে কর্ম্ম করা অনিবার্য্য।[২] আবার ইহাও বলিয়াছেন যে "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ", কোনটী কর্ম্ম, কোনটী অকর্ম্ম — এ বিষয়ে বিবেকীগণও মোহিত হন।[৩]

কর্ম্মের সংজ্ঞানুযায়ী দেখা যায় যে জীবের (জীবাত্মার) দেহ সৃষ্ট হইলে কর্ম্মের সৃষ্টি এবং সেই দেহ বিনাশ হইলে কর্ম্মের সমাপ্তি। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে দেহ কর্ম্ম করে, দেহস্থিত দেহী নিষ্ক্রিয়? কিন্তু দেহ বলিতে স্থূল শরীর নহে, দেহী ব্যতীত যাহা কিছু শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে, তৎসমুদয় দেহ। এই দেহকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে[৪] ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। অতএব দেহ যখন কর্ম্ম করে, সে তখন এই ক্ষেত্র-অন্তর্ভুক্ত ধর্ম্মানুযায়ী কাজ করে। আর এই কাজ করিতে শক্তি যোগান ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দেহস্থিত দেহী, সীমিত পরমাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা।

এইরূপ বিচারে দেখা যায়, জীবাত্মা শুধু মাত্র শক্তি যোগান;[৫] আর কর্ম্মের রূপ প্রভৃতি details, খুঁটিনাটী তিনিই স্থির করেন,

---

১। ৩,৫ ২। ৩,৮ ৩। ৪।১৬ ৪। ১৩।২, ৬, ৭

৫। কেনোপনিষৎ

যিনি এই জীবাত্মার সাময়িক আধারের প্রকৃতি। একটী উদাহরণ দিলে, সমস্ত বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। জীবাত্মার আধার যদি গরু হয় ত, গরুর প্রকৃতি সাময়িকভাবে জীবাত্মার কর্মের রূপ, গতি ইত্যাদি নিরূপণ করিবে। যদি আধার শুদ্ধচেতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়, তাঁহার প্রকৃতি সাময়িক ভাবে এই শুদ্ধ চেতার প্রকৃতি হইবে। এই প্রকার বিচারে জীবের সাময়িক আধারের প্রকৃতির activityই তাহার কর্ম।

এই সিদ্ধান্তে বিরোধ হইতে পারে। এইরূপ যুক্তি মানিলে স্বীকার করিতেই হইবে সকল প্রাণীই যখন স্বভাবের (অর্থাৎ প্রকৃতির) অনুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।[১] আপামর সাধারণে যদি এইরূপ মানসিক প্রস্তুতির সহিত জীবনযাত্রা আরম্ভ করে, তাহা হইলে সমাজে ও সংসারে বাস করা কঠিন হইবে। অবশ্য সকলেই যে সমাজবিরোধী কাজ করিবে এবং সকল কর্মফলই যে সমাজহানিকর হইবে, তাহা নহে ; অনেকেই সমাজের কল্যাণকর কর্মও করিবে। কিন্তু এসকল বিরোধ ও কল্যাণকর কর্ম প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব রাগদ্বেষের উপর নির্ভরশীল।[২] এইরূপ সামাজিক নীতি সত্যই ভয়ঙ্কর এবং ইহার কর্মকরণ অত্যন্ত গহণ ও অনিশ্চিত।[৩] ফলে সাধারণব্যক্তি গীতোক্ত এই নীতিতে সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া পড়িবে। এই নীতি তাহার কর্মবন্ধন হইতে মুক্তির কারণ না হইয়া তাহাকে, তাহার সংসার ও সমাজকে এক ভয়ানক অনিশ্চিত ও দুরতিক্রম্য আবর্ত্তণীর মধ্যে টানিয়া ফেলিতে পারে !

এই বিরোধী যুক্তি শুদ্ধচেতা ও বিদ্বজ্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১। ৩।৩৩ ২। ৩।৩৪ ৩। ৪।১৭

জনসাধারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ স্মরণীয়, "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ-জ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।[১] এই সকল সাধারণ ব্যক্তি অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আপনাদের সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে এবং প্রকৃতির গুণে মোহিত হইয়া, ইহারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় কার্য্যে আসক্ত হয়। ফলে, নিজেদের কার্য্যের কর্ত্তা নিজেদের মনে করিয়া সেই সকল কর্ম্মফলের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। একারণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশ।

ইহা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে আসলে কর্ম্ম বলিতে কৃষ্ণবাসুদেব জীবের স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম মনে করেন এবং জীবের সর্ব্ব কর্ম্মই অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে পূর্ব্বাহ্লেই নির্দ্দিষ্ট। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥[২]

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ—বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ অধিভূত। ক্ষরভাব, পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা অর্থাৎ গমন, শ্রবণ মননাদি জীবিত লক্ষণ-বিশিষ্ট স্থূলশরীর। জীবাত্মা যাহাকে আধার করিয়া, "শরীর-মাস্থায় করোতি সর্ব্বম্"[৩]; যে পদার্থপুঞ্জ সৃষ্টির পর পরিদৃশ্যমান হয় তাহাই ক্ষরভাব এবং নশ্বর। ইহা আদিতে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না। ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণ পরে[৪] ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ক্ষেত্র কি প্রকার ও কিরূপ বিকারবিশিষ্ট তাহার সবিশেষ বর্ণনা[৫] দিয়াছেন। আরো পরে পঞ্চদশ অধ্যায় এই সংজ্ঞার পুনরুক্তি করিয়াছেন, "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি-ভূতানি"[৬] – সমুদয় ভূতগণ ক্ষর।

পুরুষশ্চাধিদৈবতম্—পুরুষ দেহের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ যে পুরুষ বা জীবাত্মা দেহে অধিষ্ঠান করেন, তিনি অধিদৈবত। এই পুরুষের

১। ৩।২৬ ২। ১৮।৬১ ৩। কৈবল্য ১।১২ ৪। ১৩।২
৫। ১৩।৬-৭ ৬। ১৫।১৬

ব্যক্তিত্ববোধ আছে কিন্তু বস্তুত: সকল পুরুষ এক, তিনিই সকল দেহরূপ বা জীবনরূপ যজ্ঞের.

অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে—অধিযজ্ঞ বা অধিষ্ঠাতা দেবতা। অধিদৈবত উপনিষদের আত্মা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে তিনি "এই দেহে অধিযজ্ঞ", অর্থাৎ তাঁহার কৃষ্ণবাসুদেবের দেহে, তিনি অধিযজ্ঞ। আমাদের বিচারে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মর্ম – তিনিই (ব্রহ্ম) দেহরূপ, জীবনরূপ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা অধিযজ্ঞ এবং জীবের উদ্ভবকর (সৃষ্টি) হইতে বিসর্গ (বিসর্জন বা বিনাশ) পর্য্যন্ত প্রতিটী activity, প্রতিটী কর্ম্মের নিয়ন্ত্রক এবং সমস্ত ভৌতিক পদার্থে অধিদৈবরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কর্ম্ম করান। ইহাই প্রখ্যাত মন্তব্যে[১] নিশ্চিত করিয়াছেন, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"

তাহা হইলে দুইটী প্রশ্ন : প্রথম, জীবাত্মা-বনাম-অধিদৈবত এবং পরমাত্মার, গীতোক্ত পুরুষোত্তমের[২] মধ্যে কি কোন সামঞ্জস্য সম্ভব ? দ্বিতীয়, সকল দেহরূপ বা জীবনরূপ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম ; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিতেছেন যে তিনি, "কৃষ্ণবাসুদেবের দেহে" অধিযজ্ঞ, "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি"[৩]। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ "এই দেহে" জীবাত্মার মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত বা সাংখ্যের মুক্তপুরুষ, যিনি প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে কুরুক্ষেত্রে মানুষী তনুতে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ?

প্রথম প্রশ্নের বিচার কঠিন হইলেও উপনিষদের মাধ্যমে আলোচনার প্রয়াস করা যাইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন সুকঠিন ; ইহার সদুত্তর দেওয়া ত দূরের কথা rationally আলোচনাও সুদুষ্কর।

১। ১৮।৬১ ২। ১৫।১৭ ৩। ১০।৩৭

প্রথম প্রশ্নের প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ[১] দুইটি মন্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ;

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

সখ্যভাবাপন্ন বিহঙ্গদ্বয় এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে, তন্মধ্যে একজন (জীবাত্মা, অধিদৈবত) সুস্বাদু (কর্ম্ম) ফল ভোগ করে, আর একজন অনশনে থাকিয়া কেবল দর্শন করে। পুরুষ (অর্থাৎ জীবাত্মা) একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া (নিমগ্ন হইয়া) [দেহকে আত্মা মনে করিয়া] শক্তিহীনতাবশতঃ (অনীশয়া) মুহ্যমান হইয়া শোকগ্রস্ত হয়, এবং যখন সেই জীব (সাধকদিগের সেবিত) অপরকে (পুরুষোত্তমকে) ও তাঁহার মহিমা দেখে, তখন সেই জীব বিগতশোক হয়।

অতএব উপনিষদের মতে অধিভূতই (সমান বৃক্ষ, ক্ষেত্র) অধিদৈবত ও পুরুষোত্তমের আশ্রয় স্থল। যিনি জীবাত্মা বা অধিদৈবত, তিনিই পরমাত্মা ও পুরুষোত্তম। সহজ ভাষায় এই ভেদ তখনই দৃষ্ট ও অনুভূত হয় যখন জীব সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে বিশেষ এক আধারে ধরিয়া রাখিতে চাহে। সর্ব্বব্যাপী আকাশকে একটী বিশেষ ঘটের মধ্যে দেখিলে যেমন ঘটাকাশ—তেমনি সর্ব্বগত আত্মাকে, পরমাত্মাকে একটী বিশেষ শরীর মধ্যে ধরিয়া রাখিলে তাহা সীমিত আত্মা বা জীবাত্মা ; আসলে কিন্তু দুই-ই এক। ঘট ভাঙ্গিয়া যাইলে তাহার সীমাবদ্ধ আকাশ সর্ব্বব্যাপী আকাশে বিলীন হয়, তেমনি শরীর নষ্ট হইলে শরীরস্থ আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, কারণ পরমাত্মা

১। শ্বেতা ৪।৬-৭, মুণ্ডক ৩।১।১-২

"শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।" এই একই কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনভাষায় বলিয়াছেন "সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।"[১]

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্নের উত্তরের বিস্তারিত বিশ্লেষণ। প্রশ্ন : "এই (মানুষী) দেহে তিনি (পরমপুরুষ) কী ভাবে আছেন ? অর্থাৎ তুমি শ্রীকৃষ্ণ, নিজেকে পরমপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছ ; সেই পরম পুরুষ এই মানুষী শরীরে কি প্রকারে অবস্থান করিতেছেন ? কারণ মানুষী দেহ ত ক্ষর ও সীমিত আর পরমপুরুষ ত অক্ষর ও সীমাহীন ; তিনি উপনিষদের মন্ত্রে "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশম্", "সর্ব্বব্যাপী সঃ সর্ব্বগতঃ" এবং "সর্ব্বভূতাধিবাসঃ।"

এই প্রসঙ্গে সনাতন শাস্ত্রের একটী নিয়মের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। তাহা এই, সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মের অধ্যাস হয়, কিন্তু ব্রহ্মে সৃষ্ট বস্তুর অধ্যাস হয় না। শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময় ; এই হেতুতে সকল সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মের অধ্যাস করা যায় ; কিন্তু ব্রহ্মতে কোন সৃষ্ট বস্তুর অধ্যাস করা যায় না ; অর্থাৎ যে কোনও সৃষ্ট বস্তুকে ব্রহ্ম বলা যায়, কিন্তু ব্রহ্মকে সৃষ্ট বস্তু বলা যায় না। বেদান্ত বলেন, "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ"।[২] শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছিলেন[৩] "মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি", "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ", "সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়"।[৪]

পুরাণাদিতে আমরা দেখি দেবতারা নিজেদেরে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য দেবতা ও ঋষিরা আপনাতে ব্রহ্মকে আরোপ করিয়া নিজেদের ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইন্দ্র বলিয়াছেন, "মামেব বিজানীহি" – কেবল আমাকেই তুমি জান ; ঋষি বামদেব বলিয়াছেন, "অহং মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চেতি" –

১। ৯।৭ ২। ৪।১।৫ ৩। ৭।১২ ৪। ৯।৪, ৬

আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম। সনাতন শাস্ত্রানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি অধ্যাত্মচিন্তনের বলে আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবার অধিকারী। কেবল তাহা নহে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত বচন অনুসারে প্রত্যেক সনাতনীকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্মরণ করিতে হয় "আমি ব্রহ্ম"। সেই বচনটী এই :

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাবান্ ॥

আমি দেবস্বরূপ, অন্য নই ; আমি ব্রহ্মই, শোকের অধীন নই। আমি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ এবং নিত্যমুক্তস্বভাববিশিষ্ট।

আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবার সিদ্ধান্ত বেদান্ত-সূত্রে মহর্ষি বাদরায়ন করিয়াছেন। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ"[১] – ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সে আপনাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া, যেমন ঋষি বামদেব বলিয়াছিলেন। অতএব সনাতন শাস্ত্রানুসারে আপনাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া এরূপ বলিবার রীতি আছে। তাহার কারণ সৃষ্টির মুখ্যজীব যে কি বস্তু, তাহা সর্ব্বদা স্মরণীয় বলিয়া। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলও আপনাকে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাস্বরূপ বলিয়াছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ গীতার অন্যতম মুখ্য বক্তব্য, সনাতন শাস্ত্রের নির্দ্দেশ -- প্রতিটী জীবই ব্রহ্ম – তাহা অর্জ্জুনের মাধ্যমে প্রচার করিয়া, "সোঽহং" মন্ত্র-অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যে সৃষ্টির evolutionর শেষ পরিণাম – মানুষের Divinization। ইহাই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উন্নতিমুখী সনাতন মার্গের – তাঁহার সিদ্ধান্তানুযায়ী কর্ম্মপন্থার একমাত্র Destinarion, একমাত্র গন্তব্য স্থান।

এইরূপ বিচারে দেখা যায় যে যখন অসাধারণ জ্ঞানী মানুষ "অনেক-

১। ১।১।৩০

জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্”,[১] তখন তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হওয়া সত্ত্বেও মানুষী তনুতে, ইচ্ছা করিলে, প্রকাশ হইতে পারেন। এ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি”[২] এবং “অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥” কারণ কি? “পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” ॥[৩] ইহার উদাহরণ, ভারতে শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ, মধ্য এশিয়ায় যীশু ও মহম্মদ্ এবং মহাচীনে কনফিউসিয়াস। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ যে যাঁহারা “ব্রহ্মৈবাস্মি” মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া দিব্যপরমপুরুষকে চিন্তা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন।

৮·১·১ অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তর

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥৭॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

অন্বয়—অন্তকালে চ মাম্ এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রয়াতি, স মদ্ভাবং যাতি, অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি। কৌন্তেয়! অন্তে (যঃ) যম্

১। ৬।৪৫ ২। ৪।৫-৬ ৩। ৪।৮

যম্ অপি ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ তং তং (ভাবম্) এব এতি (প্রাপ্নোতি)। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ; (ত্বং) ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (সন্) অসংশয়ঃ মাম্ এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি)। পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা দিব্যম্ পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ (তমেব) যাতি।

অনুবাদ—স্মরণ করিতে করিতে যিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি আমার ভাব (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন্—ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই। হে কৌন্তেয়! মরণকালে যে ব্যক্তি একান্তমনে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই ভাবাপন্ন হওয়ায় সে সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পিত হইলে, অসংশয়ে আমাকেই পাইবে। হে পার্থ! অভ্যাস রূপ উপায়ের দ্বারা অনন্যচিত্তে সেই দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্ন: মরণকালে সমাহিত যোগীর দ্বারা তুমি কি প্রকারে জ্ঞেয় হয়?

মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরম্—যিনি অন্তকালে "শ্রীভগবান্ কৃষ্ণবাসুদেবতনুতে পূর্ণব্রহ্মসনাতন" এইভাবে "আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি আমার ভাব পান, অর্থাৎ ব্রহ্মৈবাস্মি মন্ত্রে সিদ্ধ হন।" এই মন্তব্যে শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন। মানুষের যত দুঃখ কষ্ট সকলই এই মন্ত্র ভুলিয়া যাওয়ায় সম্ভব হইয়াছে। সিংহসাবক শৃগাল ভাবিয়া ভাবিয়া শৃগাল হইয়া যায়—এই সত্যটী পরে বলিলেন,

সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ—পূর্ব্বে বিচারে দেখা গিয়াছে যে জীবাত্মা তাঁহার আধারের প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম করেন। মানুষী তনুতে যদি কোন জীবাত্মা পশুর আচরণে অভ্যস্ত হইয়া তাহার জীবিতকালে সেই ভাবে অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে সে মরণ কালে সেইরূপ চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করিবে ; ফলে পুনর্জন্মে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম – এই তিন গুণের permutation combination-এ মানবপ্রকৃতি গঠিত হয় এবং সে দৈব কি অসুর প্রকৃতি, কি দৈবাসুর মিশ্রপ্রকৃতি পাইবে, তাহা নির্ণীত হয় তাহার প্রকৃতির এই তিনগুণের তারতম্যে। এ নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ প্রতি সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মের অধ্যাস এবং প্রত্যেক সনাতনী প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্মরণ করিবে "ব্রহ্মৈবাস্মি, আমি ব্রহ্মই।" এ কারণ, শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর—সর্ব্বকালে "আমাকে" স্মরণ কর, অর্থাৎ সৃষ্টির মুখ্যজীব যে বস্তু তাহা মনে রাখিয়া জ্ঞানী-দিগের প্রদর্শিত ও আচরিত পথে সর্ব্বথা চলিবার নির্দ্দেশ। তাহা হইলে সেই উর্দ্ধগতিমুখী সনাতন মার্গের destination এ, আমাতে

অসংশয়ং মামৈব এষ্যসি—সুলভে ও অসংশয়ে পৌঁছাইতে পারা যাইবে। ইহা কি করিয়া সম্ভব ?

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা—অভ্যাস দ্বারা ইহা সম্ভব। অভ্যাস অর্থাৎ সিদ্ধির অনুকূল একই প্রত্যয়ের এবং নিশ্চয় জ্ঞানের বারংবার চর্চ্চা এবং সিদ্ধির প্রতিকূল প্রত্যয়ের বর্জ্জন করিয়া অনন্য চিত্তে সর্ব্বদা ধ্যান করিলে

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি—দিব্য পরম পুরুষ লাভ করিতে পারা যায় অর্থাৎ দিব্য পরম পুরুষ হওয়া যায়, পাওয়া না হওয়া।

কিয়দংশ বুদ্ধিজীবীরা বলেন যে এই দিব্য পরমপুরুষ চতুর্থ শ্লোকোক্ত[১] "পুরুষশ্চাধিদৈবতম্" নহেন। তিনি সাংখ্যের পুরুষ বা জীবাত্মা। এখানে পরমপুরুষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা। এ বিষয় পূর্ব্বেই বিচার করা হইয়াছে, পুনরায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম যোগে বিচার করা হইবে।

৮.২ অক্ষরব্রহ্মের অতিরিক্ত ব্যাখ্যান ও তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায়

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

অন্বয়—কবিং, পুরাণম্, অনুশাসিতারম্, অণোঃ অনীয়াংসং সর্ব্বস্য ধাতারম্, অচিন্ত্যরূপং, তমসঃ পরস্তাদ্ আদিত্যবর্ণং পুরুষং যঃ প্রয়াণ-কালে অচলেন মনসা, ভক্ত্যা চ এব যোগবলেন যুক্তঃ (সন্) ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য অনুস্মরেৎ, সঃ তং দিব্যং পরং পুরুষং উপৈতি। বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি ; বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি, যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।

অনুবাদ—কবি (সর্ব্বজ্ঞ) পুরাণ (পূর্ব্বতম) অনুশাসিতা (নিয়ন্তা, বিধাতা) অণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, সকলের ধাতা, আধার,

---

১। ৮।৪

অচিন্ত্যরূপ, অন্ধকারের পর বর্ত্তমান (অজ্ঞান-অন্ধকারের অন্তরালবর্ত্তী) আদিত্যবর্ণ পুরুষকে যিনি মরণকালে অচল মনে, ভক্তি ও যোগবলের সহিত যুক্ত হ'য়ে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্ স্থির করিয়া ধ্যান করেন, তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে পান। বেদবিদ্গণ যাঁহাকে **অক্ষর** বলেন, বীতরাগ যতিগণ যাঁহাতে (যাঁহার তত্ত্বে বা রহস্যে) **প্রবেশ** করেন, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় (সাধকগণ) ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন সেই পদ লাভের উপায় তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি।

ব্যাখ্যা—এই ব্যাখ্যান উপনিষদ নির্ভর।

কবিং—কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিণঃ; কবিরা সম্মুখের সকলপ্রকার আবরণ অতিক্রম করিয়া দর্শন করেন, অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ;

পুরাণম্—পূর্ব্বতম, ইঁহার পূর্ব্বে কেহই ছিলেন না। উপনিষদ্ বলেন, "ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ"।[১] এই পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জ সৃষ্টির অগ্রে একই আত্মার স্বরূপে অবস্থিত ছিল। অন্য কিছুরই কোন প্রকার ব্যাপার ছিল না – ক্ষয়শীল কোন পদার্থই বিদ্যমান ছিল না। উৎপত্তির অগ্রে নাম ও রূপ অপ্রকাশ ছিল, কেবল আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন। সৃষ্টির পরে জগতের নাম ও রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগৎ অনেক শব্দের বাচ্য ও অনেক জ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়াছে, আবার অনেক সময় একাত্মরূপেও জ্ঞেয় হইয়াছে।

অণোরণীয়াংসম্—আমাকে (ব্রহ্মকে) সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং মহৎ হইতেও মহত্তর বলিয়া জানিবে। আমি "অচিন্ত্যমব্যক্ত-মনন্তরূপং"[২] অচিন্ত্য, বাক্য ও মনের অগোচর; "অণোরণীয়ানহমেব

১। ঐত ১।১ ২। কৈব্য ১।৬,২০

তদ্‌বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্। পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো-হিরন্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি।" এই বিচিত্রব্রহ্মাণ্ড আমারই স্বরূপ; আমি পুরাতন, পরিপূর্ণ, সকলের নিয়ন্তা, জ্ঞানময় ও কল্যাণস্বরূপ।

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—অন্ধকারের পরে (অর্থাৎ অজ্ঞান-অন্ধকারের অন্তরালবর্ত্তী) আদিত্যবর্ণপুরুষকে[১];

ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্—যিনি ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্ আবিষ্ট (স্থির) করিয়া ধ্যান করেন তিনি,

তং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্—সেই দিব্য পরম পুরুষকে পান। এই পরমপুরুষ পাওয়া অর্থাৎ হওয়া সকল জ্ঞানী ব্যক্তির কাম্য। ইহাই উন্নতিমুখী সনাতন মার্গের শেষ destination; শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার শেষ পরিণতি।

তত্তেপদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে—বেদবেত্তাগণ যঁাহাকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ যতিগণ যাঁহার তত্ত্ব জানিতে প্রয়াস পান এবং যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় সাধকগণ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, সেই ব্রহ্ম-লাভের উপায় তোমাকে এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

৮.২.১ প্রথম উপায়

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥
ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥

১। শ্বেতা ৩।৮

অন্বয়—সর্ব্বদ্বারাণি (সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি) সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য, মূর্দ্ধ্নি (ভ্রুবোর্মধ্যে) প্রাণম্ আধায় (সংস্থাপ্য) আত্মনঃ যোগধারণাম্ (সমাধিস্থৈর্য্যম্) আস্থিতঃ, ওঁম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (উচ্চারয়ন্) মাম্ অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রযাতি সঃ পরমাং গতিং যাতি।

অনুবাদ—সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরোধ করতঃ আপনার প্রাণবায়ু মূর্দ্ধায় (মস্তকে বা ভ্রূযুগল মধ্যে) স্থাপিত করিয়া, আত্মস্থৈর্য্যে অবস্থিত হইয়া ওঁম্ এই একাক্ষর ব্রহ্ম (ব্রহ্মনাম) উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে চিন্তা (ধ্যান) করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ পর পর তিনটী শ্লোকে পরমপুরুষ প্রাপ্তির উপায় আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম দুইটীতে কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া কঠোর যোগ তপস্যার দ্বারা পরমাগতি লাভের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে এই প্রযোগ বিধি অত্যন্ত কঠিন, দুষ্কর ; সে কারণ পরের শ্লোকে বিকল্প বিধির নির্দ্দেশ দেন—তাহা সুলভ ও "কর্ত্তুং সুসুখম্"। পূর্ব্বে[1] এই উপায় অনুসরণ করিতে কী রূপ অভ্যাস করণীয় তাহার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও অভ্যাসের যে কাঠামো prescribe করিয়াছেন, তাহা একটী বিশেষ শ্রেণীর জীবের জন্য—যাঁহারা যোগারূঢ়। এ কারণ সাধারণ গ্রাহ্য অভ্যাসের একটী বিকল্প উপায় দ্বাদশ অধ্যায়ে[2] নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এখানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন দুইটী উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যত্র সেরূপ এই উপায় দুইটীকে কার্য্যকরী করিবার জন্য, মাধ্যম দুইটীকে

১। ৬।১০-১৭ ২। ১২।৮-১১

সক্রিয় করিতে অভ্যাসের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোরও ব্যবস্থা পত্র দিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ জীবের পৃথক পৃথক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য—এই শ্লোক দুইটীতে আর একটী লক্ষণীয় বস্তু, যে এই উপায় অবলম্বনে আধারশূন্য হইয়া জীবাত্মা "যাতি পরমাং গতিম্"। জীবাত্মা সকল ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত করিয়া একটী বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা তনুত্যাগ করিলে তবেই পরমাগতি পান। সেই বিশেষ প্রক্রিয়া কী প্রকার? তাহার সাতটী স্তর।

প্রথম—**সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য**—সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম করিয়া,

দ্বিতীয়—**মনো হৃদি নিরুধ্য চ**—মন হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া,

তৃতীয়—**মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্**—আপনার প্রাণবায়ু মূর্দ্ধায় (মস্তকে বা ভ্রূযুগল মধ্যে) স্থাপন করিয়া,

চতুর্থ—**আস্থিতো যোগধারণাম্**—আত্মস্থৈর্য্যে অবস্থিত হইয়া,

পঞ্চম—**ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্**—ওঁম্ এই একাক্ষর ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া,

ষষ্ঠ—**মামনুস্মরন্**—আমাকে ধ্যান করিতে করিতে,

সপ্তম—**যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহম্**—যিনি দেহত্যাগ করিয়া প্রয়ান্ করেন, তবেই—

স যাতি পরমাং গতিম্—তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে পুরাকালে যোগীরা প্রয়াণকালে স্বেচ্ছায় বিশেষ এক প্রণালী অনুযায়ী তাঁহাদের তনুত্যাগ করিতেন। তাঁহাদের সাধারণের ন্যায় মৃত্যু ঘটিত না। যৌগিক ক্রিয়ানুসারে

তাঁহারা তনুত্যাগ করিতে একটী বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় লইতেন। একশত একটী নাড়ী পুরুষের হৃদয়দেশ হইতে বহির্ভূত হইয়া নিখিল দেহ ব্যাপিয়া আছে. তন্মধ্যে সুষুম্না নাম্নী একটী নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। অন্তিমকালে ইঁহাদের জীবাত্মা সেই সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা উদ্গত হইয়া মূর্দ্ধায় (ভ্রুবোর্মধ্যে) স্থিত হইয়া সহস্রার ভেদ করিয়া স্থূলদেহ ত্যাগ করিতেন। এ সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন[১]

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাম্মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্ত্বমেতি, বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

৮.২.২ দ্বিতীয় উপায়

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৪॥

অন্বয়—পার্থ! অনন্যচেতাঃ (সন্) যঃ মাং নিত্যশঃ সততং স্মরতি, নিত্যযুক্তস্য তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ।

অনুবাদ—হে পার্থ! অনন্য মনে যিনি আমাকে সতত (বারংবার) প্রত্যহ স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত যোগীর (পক্ষে) সুলভ, অনায়াসলভ্য।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বোক্ত উপায় প্রয়াণকালে সংযতাত্মা যোগীদিগের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ এতদ্ব্যতীত চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশালী মনুষ্য—যাহাদের বিরাট জনগণ বলা যাইতে পারে তাহাদেরও উপেক্ষা করেন নাই ;

১। কঠো ২।৩।১৬

সে কারণ যে উপায়ে তাঁহারা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সাযুজ্য লাভ করিয়া পুনরায় দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম আর পরিগ্রহ করিবেন না, তাহার ব্যাখ্যান করিলেন। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে গীতা মুখ্যত ব্যবহারিক বিদ্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য সে কারণ শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

অনন্যচেতাঃ – এই বিকল্প প্রণালীরও কয়েকটী স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;

প্রথম – **অনন্যচেতাঃ** – অনন্যচিত্ত হইয়া অর্থাৎ অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা না করিয়া তাঁহাতেই দৃঢ়ব্রতা ;

দ্বিতীয় – **সততং** – প্রতিদিন বারংবার,

তৃতীয় – **নিত্যশঃ** – নিরন্তর,

মাং স্মরতি – আমাকে স্মরণ করেন ; তাঁহার পক্ষে সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে

তস্যাহং সুলভঃ – আমি সুলভ, অনায়াসলভ্য। প্রয়াণকালে সংযতাত্মা যোগীরা যাহাতে পরমাগতি প্রাপ্ত হন তাহার উপায় পূর্ব্বোক্ত তিনটী শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "পরমাগতি" গীতায় একাধিকবার ব্যবহার করা হইলেও তাহার কোন সংজ্ঞা নাই। লোকে কি বলে "আহুঃ" অর্থাৎ প্রচলিত অর্থ কি, তাহার উল্লেখ আছে।[১] উপনিষদ্ কিন্তু ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন,[২] "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্"। যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম মনের সহিত স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে প্রত্যাহৃত হয় এবং

১। ৮।২১ ২। কঠো ২।৩।১০

অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিজ কার্যো চেষ্টাশূন্য হয়, সেই অবস্থার নাম পরমাগতি।

এই ব্যাখ্যানুযায়ী দেখা যায় এই প্রণালীতে এই শ্রেণীর জীবের আত্মা পরমাত্মায় প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীতে নিত্যযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মীরা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের মানুষীতনুতে-আশ্রিতের সাযুজ্য লাভ করেন। ইহা অনন্য ও অসাধারণ। কিন্তু এই অসাধারণও সম্ভবপর হয় এবং কৃষ্ণবাসুদেব সে কথা দৃঢ়ভাবে বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে এক প্রশ্ন; জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী তন্নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তাঁহার সাযুজ্য পাইবে—ইহা খুব একটা বড় কথা নহে; কিন্তু আর্ত্ত ও অর্থার্থীর সে অবস্থাপ্রাপ্তি কীরূপে হইবে? কৃষ্ণবাসুদেবনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানযোগ কিংবা কর্ম্মযোগ যে কী বস্তু সে সম্বন্ধে ইহাদের পক্ষে স্বকীয় চেষ্টায় হৃদয়ঙ্গম করা প্রায় অসম্ভব; সে কারণ এই সব গূঢ়তত্ত্ব অপরের নিকট বোধগম্য সহজ ভাষায় শুনিয়া ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী উপাসনার ফলে মুক্তি লাভ ইহাদের পক্ষে সুলভ হয়।[১] ইহাই সাধারণ সমাজে গুরুবাদ বলিয়া খ্যাত। এই সকল ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাঁহাদের আরাধ্য গুরুর সাযুজ্যে আসিয়া গুরুকে পরমব্রহ্ম জ্ঞানে তাঁহারই সাযুজ্য লাভ সুলভ হয়। এই কারণে হিন্দু সমাজে ও তৎ প্রভাবিত অন্যান্য সমাজে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গুরুবাদ চলিয়া আসিতেছে—আর ইঁহাদের নিকট;

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুরেব মহেশ্বরঃ।
গুরুদেবঃ পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

১। ১৩।২৫-২৬

আর ইঁহারা নমস্কার করেন নিম্নলিখিত মন্ত্রে,

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শঙ্করও এই গুরুবাদ পোষণ করিতেন: "গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ"। কট্টর অদ্বৈতবাদী হইয়াও গুরু সম্বন্ধে দ্বৈতভাব ছিল; "অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণাসহ।"

বর্ত্তমান লেখকের যৌবনে একজন অসাধারণ সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মানুষীতনু-আশ্রিত জীবকে বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে সাধারণ ব্যক্তি পর্য্যন্ত—যাঁহারাই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই মহানুভব সন্ন্যাসীকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার মানুষীতনুকে পূজা করিতেন। প্রাতরুত্থায় সায়ান্তং সায়মারভ্য পুনঃ প্রাতঃ—সারা দিবস রজনী তাঁহাদের কাজ তাঁহারই পূজা মনে করিয়া ভক্তিভরে সানন্দে, সম্ভ্রমে সাধন করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখ ও শান্তি পাইতেন। ইহা তাঁহাদের ব্যবহারে অনুভব করা যাইত এবং তাঁহাদের মুখে মাঝে মাঝে এক অলৌকিক জ্যোতি প্রতিভাত হইতেও লেখকের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল।

৮.৩ তাঁহাকে পাইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥১৫॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥১৬॥

অন্বয়—পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ মহাত্মনঃ মাম্ উপেত্য দুঃখালয়ম্

অশাশ্বতং পুনর্জ্জন্ম ন আপ্নুবন্তি। অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ (ভবন্তি); কৌন্তেয়! তু মাম্ উপেত্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

অনুবাদ—পরম সংসিদ্ধি প্রাপ্ত মহাত্মারা আমাকে পাইয়া দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য পুনর্জ্জন্ম পান না। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও (অপ্রাপ্তজ্ঞান) জীবগণ পুনরাবর্ত্তী (বারংবার সংসারে ফিরে আসে); কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

ব্যাখ্যা—উপরি উক্ত যে কোন একটী উপায় অবলম্বনে মহাত্মারা "আমাকে" পাইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ পান। তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

মামুপেত্য—আমাকে পাইয়া অর্থাৎ মানুষীতনু-আশ্রিত পূর্ণ-ব্রহ্মকে স্থূলভাবে পাইয়া থাকেন, না, উপনিষদুক্ত পরমাগতি লাভ করেন? এখানে পুনর্জ্জন্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইলে কী প্রথম উপায় নির্দ্ধারিত লক্ষ্যের বিষয় বলা হইয়াছে? ইহা অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তরের বিস্তার বলা যাইতে পারে, এবং তাহাই relevant বলিয়া মনে হয়। কারণ,

পুনর্জ্জন্ম—অর্জ্জুনের প্রশ্ন: মরণকালে সংযতাত্মা দ্বারা তুমি কি প্রকারে জ্ঞেয় হও? এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্তরে বিশেষ এক পদ্ধতিতে "যঃ প্রযাতি ত্যজন দেহং," তাঁহারই পরমাগতি লাভ হয়। এখানে তাই

সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ—পরম সংসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মাদিগের কথা বলা হইয়াছে এবং তাঁহাদের "মামুপেত্য" বলিয়া পুনর্জ্জন্ম থাকে না, যদিও

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ—ব্রহ্মলোক ও অপর-লোকবাসী সকলেই বারংবার সংসারে ফিরিয়া আসে। এখানে আর একটী প্রশ্ন স্বতঃই উঠে: তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে বারংবার প্রত্যহ তাঁহাকে স্মরণ করেন এবং তিনি তাঁহাদের অনায়াসলভ্য হন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কি? তাঁহারা কি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন?

ইহার উত্তরে ভক্তিতত্ত্বের মূলে যাইতে হয়। সকলেই জানেন যে ভক্তেরা ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ প্রার্থনা করেন না; তাঁহাদের আর্তি পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের মানুষী-তনু-আশ্রিতের সাযুজ্যলাভ করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে তাঁহার সেবা করা। ইহাতেই তাঁহাদের চরম প্রাপ্তি ও পরমা শান্তি। যাহা হউক, পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে এ বিষয় বিশদ আলোচনা করা যাইবে।

৮.৪ ব্রহ্মার অহোরাত্রি

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্‌ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

অন্বয়—সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ, (তথা) যুগসহস্র-অন্তাং রাত্রিং—(যে) বিদুঃ তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ।

অনুবাদ—সহস্রযুগব্যাপী ব্রহ্মার যে দিন, এবং সহস্রযুগে অবসান্ত ব্রহ্মার রাত্রি—যাঁহারা জানেন সেই সকল লোকই অহো-রাত্রবিৎ।

ব্যাখ্যা—এখানে এই শ্লোকটী এবং পরের দুটী শ্লোকের উল্লেখ লইয়া বহু বিতর্ক আছে; অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে এগুলি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু বিশেষ বিচার ও অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে যে

এই মত ভ্রান্ত। গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করা হইয়াছে; কিন্তু কোন একটী বিশেষ অধ্যায়ে ইহা সীমাবদ্ধ নাই, ছয় সাতটী অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে।[১] বর্ত্তমান তিনটী শ্লোক সেইরূপ এক বিক্ষিপ্ত reference। গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া পশ্চিমেও বহু বিচার হইয়াছে। সেখানে The Cosmology of the Geeta একটী বহু অনুশীলিত বিষয় বস্তু।

ইহা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে হিন্দু ধর্মানুযায়ী ঈশ্বরের তিনটী মুখ্য functions, সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ। আর ঈশ্বরের এই তিনটী মুখ্য কাজ করিতে তাঁহার ত্রয়ী বিকাশ: ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর সংহার করেন মহেশ্বর। কিন্তু সনাতন ধর্মশাস্ত্রানুসারে বিনাশ বলিয়া কিছুই নাই, সেই হিসাবে "বিনাশ" বচনটী বিভ্রান্তকারী, misleading। আসলে জগৎ ব্রহ্মের অধীন; সেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ তাঁহার স্বকীয়া মায়ায় "আত্মমায়য়া।" পরমব্রহ্ম তাঁহার প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করেন; এই পরা প্রকৃতি অনাদি, কার্য্যকরণের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে ইনি মূল কর্ত্রী এবং বিকার ও গুণ সমুদয় এই প্রকৃতিজাত; আর প্রকৃতি পরম ব্রহ্মের যোনিরূপে গর্ভধারণের স্থান, তিনি তাহাতে গর্ভ আধান করেন।[২] এই হেতু (তাঁহার অধিষ্ঠান হেতু) জগৎ বিপরিবর্ত্তিত, বারংবার সৃষ্ট ও বিলীন হয়। "কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।"[৩]

উপনিষদ্ বলেন, "স ইমাল্লোঁকানসৃজত।"[৪] প্রশ্নোপনিষদে দেখা যায় কত্য-পুত্র কবন্ধী ঋষী পিপ্পলাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,

---

১। ৪।৬, ৭।৭ ৭।৯-১০, ৯।৮-১০, ১০।৩৮ ৩৯, ১৩।৩, ২০-২১, ১৪।৩-৪

২। ৪।৬, ৯।১০ ১৩।২-৪, ১৪।৩-৪ ৩। ৯।৭ ৪। ঐত ১।১

"ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি। তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি" ॥[১] অতঃপর ভরদ্বাজ পুত্র সুকেশার প্রশ্ন: "ষোড়শকল পুরুষকে জানেন কি?" ইহার উত্তরে ঋষিবর বলিলেন "যাঁহাতে এই ষোড়শ কলা (পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও অহঙ্কার) উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এখানেই অন্তঃশরীরে আছেন। তিনি সর্বপ্রাণ হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। এই সর্বপ্রাণসকল ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করিলেন। পরে এই সৃষ্টবস্তু সকল পুনরায় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতে বিলীন হয়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়। তখন কেবল পুরুষ থাকেন এবং তিনি কলারহিত ও অমর হয়েন।"[২] তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে The universe is a part of a beginningless and endless process which alternates between the two phases of potentiality and expression; "নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা,[৩] এই সংসার বৃক্ষের (অর্থাৎ সৃষ্টির) স্বরূপ ইহলোকে উপলব্ধি করা যায় না এবং অন্ত নয় এবং আদি ও আধারও নহে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সৃষ্টির এই প্রকাশ পর্ব্বকে ব্রহ্মার দিন আর সৃষ্টিশক্তির গোপন কার্য্যকরতা পর্ব্বকে ব্রহ্মার রাত্রি বলিয়াছেন।

৮.৪.১ ভূতগ্রাম অবশভাবে রাত্রি আগত হইলে প্রলীন হয়, দিন আগত হইলে পুনঃ উৎপন্ন হয়

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥

১। প্রশ্ন ১।৩-৪ ২। প্রশ্ন ৬।১-৫ ৩। ১৫।৩

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

অন্বয়—অহঃ আগমে অব্যক্তাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি ; রাত্রি-আগমে তত্র অব্যক্তসংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে। পার্থ! অয়ং সঃ এব ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা (পুনরপি) অবশঃ (সন্) রাত্রি-আগমে প্রলীয়তে, অহঃ-আগমে প্রভবতি।

অনুবাদ—ব্রহ্মার দিন আগত হইলে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে এই চরাচর প্রাণিগণ ব্যক্ত (উদ্ভূত) হয় ; ব্রহ্মার রাত্রি আগত হইলে পুনরায় সেই অব্যক্ত অবস্থাতেই সমস্ত লীন হয়। হে পার্থ! সেই ব্যক্তের অন্তর্গত ভূতগ্রাম (প্রাণিবর্গ) পুনঃ পুনঃ অবশভাবে দিন আগত হইলে প্রকাশ হইয়া (ব্রহ্মার) রাত্রি আগত হইলে প্রলীন হয় (অর্থাৎ অপ্রকাশিত থাকে)।

ব্যাখ্যা—সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে—ব্রহ্মার দিন আগত হইলে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে সমস্ত চরাচর প্রাণিগণ উদ্ভূত হয়। পূর্ব্বশ্লোক ব্যাখ্যান কালে বলা হইয়াছে যে সৃষ্টি ও প্রলয় এপিঠ ওপিঠ ; একদিক প্রকাশ পর্ব্ব, তখন ব্রহ্মার দিন, আদিত্য উদিত হইয়া সমুদয় প্রকাশ করেন এবং সমুদয় প্রাণকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন। "অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে"।[১] তখন প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ,[২] এই সহস্ররশ্মি (প্রাণিভেদে) শতধা বর্ত্তমান এবং তখন প্রাণীদিগের প্রাণসূর্য্য উদিত হইতেছেন। এবং

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে—ব্রহ্মার রাত্রি আগত হইলে সেই

১। প্রশ্ন ১।৬ ২। প্রশ্ন ১।৮

অব্যক্ত অবস্থাতেই প্রলীন হয়। "সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্"।[১] প্রলয়কালে, কল্পক্ষয়ে, আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ সমস্ত ভূতগ্রাম আমার বীজরূপে পরিণত হয়. "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাম্ বিদ্ধি"[২]। "অহং বীজপ্রদ: পিতা"।[৩] ইহাই phase of potentiality, a seed-state and thus awaits its next creation.

ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে—সেই অব্যক্তের অন্তর্গত ভূতগ্রাম, প্রাণিবর্গ জন্মে জন্মে অবশভাবে "অবশং প্রকৃতের্বশাৎ",[৪] রাত্রি আগত হইলে প্রলীন হয়, দিন আগত হইলে উৎপন্ন হয়।[৫] একটী কথা এখানে পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন যে প্রাণিবর্গের এই প্রলীনতা "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে"[৬] নহে, যাঁহাকে পাইলে মনুষ্য আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না—সে অবস্থা নহে। এই অবস্থা "সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্," কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সকল জীবই আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। The creature merely returns to the power of Brahman which sent it forth, and remains there in an unmanifested state, until the time comes for its re-manifestation.

এখানে একটী প্রশ্ন স্বতঃই জাগে: কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে সৃষ্টিতত্ত্বের এই বিক্ষিপ্ত এক উল্লেখ? ইহার প্রাযুজ্যতার বিচার করিতে হইবে।

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—ইহার import বুঝাইতে, ইহার comparative advantage বুঝাইতে এই উল্লেখ। সহস্র যুগ পর্য্যন্ত

১। ৯।৭ ২। ৭।১০ ৩। ১৪।৪ ৪। ৯।৮
৫। ৮।২১ ৬। ৯।৮

ব্রহ্মার দিনে প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়া রাত্রি সমাগমে পুনরায় সেই অব্যক্তেই লীন হয় এবং অপেক্ষা করে ব্রহ্মার দিন আগমনে পুনঃ সৃষ্টির। ইহাদের অদৃষ্টে নির্ব্বাণ নাই। কিন্তু যাঁহারা "মামুপেত্য" তাঁহাদের আর কোন প্রত্যাবর্ত্তন নাই। এতদ্ব্যতীত আর একটী তত্ত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে এই সমস্ত সৃষ্টি প্রলীন হইলেও একটী সনাতন ভাব আছে যাহার বিনাশ নাই।

৮.৫ কি সেই সনাতন ভাব যাহার বিনাশ নাই?

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

অন্বয়—তু, তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ যঃ সনাতনঃ ভাবঃ, সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।

অনুবাদ—পরন্তু সেই অব্যক্তের (চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত) প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য যে অব্যক্ত একটী সনাতন ভাব (সত্ত্ব) আছে, তাহা সর্ব্বভূত নষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে অষ্টাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে ব্রহ্মার দিনাগমে অব্যক্ত হইতে এই চরাচর প্রাণিগণ উদ্ভূত হয় এবং রাত্রি সমাগমে ইহারা পুনরায় সেই অব্যক্তেই লীন হয়। এখন বলিতেছেন যে এই চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে অব্যক্ত সনাতন ভাব (সত্ত্ব) আছে, তাহা সর্ব্বভূত নষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না।

এখানে দুটী অব্যক্তের উল্লেখ করা হইয়াছে; প্রথমটী চরাচর প্রাণিগণের মূল, যিনি কুটস্থ অক্ষর, অর্থাৎ যিনি স্বীয় আত্মাকে নিষ্ক্রিয়,

নির্লিপ্ত, প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারও প্রতীতি থাকিতে পারে যে তাঁহা হইতে পৃথক সত্তা আছে – প্রকৃতি। যাঁহার মাধ্যমে প্রাণিগণের সৃষ্টি ও প্রলয় হয়, "ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।" ইনি "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" ইঁনিই পরা-প্রকৃতি, "যয়েদং ধার্যাতে জগৎ"। আর দ্বিতীয়টী,

পরস্তস্মাত্তু—এই চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যিনি এক "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ" [১] যিনি নির্গুণ পরমব্রহ্ম,

অব্যক্তাৎ সনাতনঃ—যিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তম, যিনি তাঁহার প্রকৃতিকে নিজ হইতে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, ফলে জগতের কোনও প্রতীতি উৎপন্ন হয় নাই এবং পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জের কোন সত্তা সৃষ্টি হয় নাই ; অর্থাৎ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি – এই সনাতনভাব সকল-ভূত নষ্ট হইলেও নাশপ্রাপ্ত হয় না। This is not dissolved in the general cosmic dissolution, অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রিকালে এই ভূত সকল অপ্রকাশিত থাকিলেও এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের ত্রয়ী বিকাশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কার্য্য, functions, স্থগিত থাকিলেও ব্রহ্ম অকৃত্রিম অবস্থায় থাকেন। আর পরমাত্মা সর্ব্বকারণাধিশ্বরেরও অধিশ্বর হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন না। তিনি উপনিষদের[২] ভাষায়, "যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ। স নো দধাদ্ ব্রহ্মাপ্যয়ম্।" যেমন ঊর্ণনাভ নিজ দেহ হইতে সুত্র বাহির করিয়া আত্মদেহকে আবৃত করে,

১। ১৫।১৭-১৮ ২। শ্বেতা ৬।১০

পরমপুরুষ সেইরূপ স্বীয় শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বত্র গুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকেন। "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে "[১]

আধুনিক বিজ্ঞানীরাও এইরূপ এক "অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ যঃ ভাবঃ" তাহা স্বীকার করিয়া জগতের evolution, জাগতিক বিবর্তন explain করিতে প্রকাশ পাইতেছেন। "If the universe is growing, it has grown from something. This line of thinking has given rise to the double hypothesis of the expanding universe and the primæval atom. By way of a source we have to postutale an enormous primæval atom ; that is, a primal mass of energy-matter."[২]

৮.৬ এই অব্যক্তোঽক্ষরের স্বরূপ কী? তাঁহাকে কি উপায়ে লাভ করা যায়?

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২॥

অন্বয়—(সঃ) অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ, তং পরমাং গতিম্ আহুঃ ; তৎ মম পরমং ধাম, যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে। পার্থ ! ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি যেন ইদং সর্ব্বং ততং, যঃ পরঃ পুরুষঃ তু অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ।

অনুবাদ—সেই শেষোক্ত অব্যক্ত অক্ষর বলিয়া উক্ত হন ;

১। কঠো ১৷৩৷১২ ২। Bernard Delfgaauw-Evolution P. 26,

তাঁহাকে পরমাগতি বলে, তাহাই আমার পরমধাম (স্বরূপ), যাঁহাকে পাইলে মনুষ্য প্রত্যাবর্ত্তন করে না। হে পার্থ! ভূতগণ যাঁহার অন্তঃস্থ, যিনি এই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন সেই পরম পুরুষই অনন্যা, একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারাই লভ্য।

ব্যাখ্যা—অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ—ইতি উক্তঃ অব্যক্তঃ অক্ষরঃ, এই শেষোক্ত অব্যক্ত অমর বলিয়া উক্ত হন অর্থাৎ পূর্ব্ব-উল্লিখিত[১] "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" এই অব্যক্ত নহেন। ইনি পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত পুরুষোত্তম বা "পরম অক্ষর"। ইহাকে পণ্ডিতেরা

তমাহুঃ পরমাং গতিম্—পরমাগতি বলেন। এখানে উপনিষদ্ লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিলেন। উপনিষদ্ বলেন "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরম্ কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥[২] এই বচনটী বুঝিতে ইহার পূর্ব্বের মন্ত্রটীর[৩] উল্লেখ প্রয়োজন,

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরম্ মনঃ। মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥"

এই অধ্যায়ে evolution-এর, বিবর্ত্তনের একটী আলেখ্য অঙ্কন করা হইয়াছে, শঙ্কর সে কারণ মন্তব্য করিয়াছেন "অত্র হি ইন্দ্রিয়েভ্য আরভ্য সূক্ষ্মত্বাদিপরিসমাপ্তিঃ।"

ইন্দ্রিয়গ্রাম স্থূলপদার্থ ; এই স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে রূপাদি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, রূপাদি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি প্রধানা, বুদ্ধি হইতে পরমাত্মা অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধীয় তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ। শঙ্করের ভাষায় "বুদ্ধেরাত্মা সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিনাং প্রত্যগাত্ম-

---

১। ৮।৩ ২। কঠো ১।৩।১১ ৩। কঠো ১।৩।১০

ভূতত্ত্বাদাত্মা মহান্ সর্ব্বমহত্ত্বাদব্যক্তাদ্ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে।" এই মহতত্ত্ব হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ নিখিল কার্য্যকারণ শক্তিসমূহস্বরূপ প্রধান। পুনশ্চ শঙ্করের ভাষায়, "সর্ব্বকার্য্যকারণ শক্তি সমাহাররূপমব্যক্তা-ব্যাকৃতাকাশাদি নাম বাচ্যং পরমাত্মন্যোতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতম্। ...তস্মাদব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতমঃ সর্ব্বকারণকারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মাচ্চ মহাংশ্চ অতএব পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাত্ততোঽন্যস্য পরস্য প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিতি।" আর এই নিখিল কার্য্য কারণ শক্তিসমূহ-স্বরূপ অব্যক্ত হইতে পরমপুরুষ পরমাত্মা প্রধান। এই পরমাত্মা হইতে আর শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই, ইনিই সমস্ত পর্য্যবসানস্বরূপ এবং সকল গতিশীল বস্তুর গন্তব্যস্থান বলিয়া কথিত।[১] এই গন্তব্য স্থানে, destination পৌঁছাইতে পারিলে "যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে"।[২]

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে—এই পদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কি এই পদ?

তদ্ধাম পরমং মম—ইহাই আমার পরম ধাম, পরম স্বরূপ; পূর্ণব্রহ্মসনাতনের মানুষীতনু-আশ্রিত জীবের আবাস স্থল। দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মের এবং এই অনন্য ও অসাধারণ জীবের completely identical characteristics।

এই প্রসঙ্গে একটী বিশেষ বিষয়বস্তু লক্ষনীয়। উপনিষদের মন্ত্রে এবং এই অধ্যায়ের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকোক্ত ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়ে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। আর এই পরম অব্যক্তকেই পরমাগতি বলা হইয়াছে; পরে বিংশ ও একবিংশ শ্লোকেও সেই পরমাত্মা অব্যক্ত অক্ষর প্রাপ্তিকে

১। বসুমতী উপনিষদ গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃঃ   ২। কঠো ১।৩।৮

পরমাগতি প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। পরন্তু চতুর্দ্দশ শ্লোকে ও এক-বিংশতি শ্লোকে উল্লিখিত "তস্যাহং সুলভঃ" এবং "তদ্ধাম পরমং মম" বিশেষ এক জীবের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। কে এই জীব? এই সকল শ্লোকের উদ্গাতা স্বয়ং কৃষ্ণবাসুদেব।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের এই সকল উক্তিতে দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হইতেছে যে কৃষ্ণবাসুদেব ও পরম-অব্যক্ত পরমপুরুষ এক ও অনন্য; ইঁহাদের মধ্যে সামান্যতম কোনও পার্থক্য নাই, "তদ্ধাম পরমং মম।" সে কারণ পরে[১] দেখি ঘোষণার সেই পূর্ব্বদৃঢ়তা, "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"; আর মানুষী-তনু-আশ্রিত তাঁহার সম্বন্ধে equally দৃপ্ত ঘোষণা[২]:

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরম্ ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

ইহাই উপনিষদের মন্ত্র "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদবিষ্ণোঃ পরমং পদম্",[৩] সেই সুধী ব্যক্তি সংসারগতির পরপারে গমন করিতে পারেন এবং পরিব্যাপক পরমাত্মা বাসুদেবের (বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ-বাসুদেবের) পরমপদ লাভ করেন। "তদ্ধামপরমাং গতিং" ব্যতীত অব্যক্তোঽক্ষরের আরো কয়েকটী বৈশিষ্ট্যের বিষয় এখানে বলা হইয়াছে। যথা—

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি—ভূতগণ যাঁহার অন্তঃস্থ অর্থাৎ জীব-সকল যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে, "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি"[৪];

যেন সর্ব্বমিদং ততম্—যিনি এই সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, "ময়া ততমিদং সর্ব্বং"[৫] আর

১। ৯।৪ ২। ৯।১১ ৩। কঠো ১।৩।৯ ৪। ৯।৪ ৫। ৯।৪

পুরুষঃ স পরঃ – সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, পুরুষোত্তম, "লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।"[১] এই পরমাত্মা পুরুষ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যন্ত নিখিল ভূতে বিরাজিত থাকিয়াও অবিদ্যাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকা বশতঃ প্রকাশ পান না, "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।"[২]

কিন্তু তিনি,

লভ্যস্ত্বনন্যয়া—ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা লভ্য। ইহা এক গোল বাধাইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে[৩] "তস্যাহং সুলভঃ", "মামুপেত্য" ব্যক্তিগত-বোধের উল্লেখ করে; কিন্তু পরমাগতি জ্ঞানযোগের পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শুধু ইহাই নহে, অব্যক্ত অক্ষরের যে সকল বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণবাসুদেবেরও সেই সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে কৃষ্ণবাসুদেব এই পুরুষঃ পরঃ, পুরুষোত্তমঃ? নবম অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিচার করা হইয়াছে।

৮.৭ কোন্ পথে ও কোন সময়ে তনুত্যাগ করিলে যোগীগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি প্রাপ্ত হন?

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

১। ১৫।১৮ ২। কঠো ১।৩।১২ ৩। ৮।১৪

ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

অন্বয়—ভরতর্ষভ। যোগিনঃ যত্র কালে তু প্রযাতাঃ (সন্তঃ) অনাবৃত্তিং চ এব আবৃত্তিং যান্তি, তৎ কালং বক্ষ্যামি। অগ্নিঃ, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লঃ, ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণং; তত্র প্রযাতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। তথা ধূমঃ, রাত্রিঃ, কৃষ্ণঃ, ষণ্মাসাঃ, দক্ষিণায়নং; তত্র (প্রযাতা) যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ত্ততে। জগতঃ শুক্ল-কৃষ্ণে এতে হি গতী শাশ্বতে মতে; একয়া অনাবৃত্তিং যাতি, অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে।

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ! যোগিগণ যে যে কালে প্রয়াণ করিলে অনাবৃত্তি (জন্মমুক্তি) অথবা আবৃত্তি (পুনর্জ্জন্ম) পান, সেই কালের কথা বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, ছয়মাস উত্তরায়ণ; এই সময়ে দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মলাভ করেন। এবং ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ, ছয়মাস দক্ষিণায়ন; তখন মৃত্যু হইলে যোগী চন্দ্রের (ন্যায়) জ্যোতি পাইয়া নিবর্ত্তন (পুনর্জ্জন্মলাভ) করেন। জগতের শুক্ল-কৃষ্ণ এই দুই প্রকার গতি শাশ্বত মন্য হয়; একটী গতির দ্বারা অনাবৃত্তি (জন্মমুক্তি) পান, অপরটীর দ্বারা আবর্ত্তন (পুনর্জ্জন্ম) পান।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুনের সপ্তম প্রশ্ন: মরণকালে সমাহিত যোগীর দ্বারা তুমি কি প্রকার জ্ঞেয় হও? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ নানা ভাবে বিচার করিয়াছেন। কি প্রকারে তনুত্যাগ করিলে পুনর্জন্ম আর হয় না, তাহা বিচার করিয়া এখন চারিটী শ্লোকে বৎসরের

কোন (কালে) অংশে এবং কোন পথে প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্ম লাভ করেন – তাহার নির্দ্দেশ দিলেন।

আধুনিক কালের কিয়দংশ বুদ্ধিজীবীরা মন্তব্য করেন, "এই তিন শ্লোকের অর্থ দুর্ব্বোধ। টীকাকারগণ অগ্ন্যাদির অভিমানিনী দেবতা, দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কেউ বা আধ্যাত্মিক অর্থ করেছেন, কিন্তু বর্ণনা অস্পষ্টই রয়ে গেছে। সম্ভবত উত্তরমেরুপ্রদেশবিষয়ক বহু প্রাচীন প্রবাদের সঙ্গে রূপক যোগ হ'য়ে দেবযান পিতৃযান নামক মরণকালীন অবস্থাদ্বয় কল্পিত হয়েছে এবং গীতাকার সেই প্রাচীন বিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন।"[১]

আমরা কিন্তু ইঁহাদের সঙ্গে একমত নহি। জগতের শুক্লকৃষ্ণ এই দুই প্রকার গতি শাশ্বত মনে হয়; একটী গতির দ্বারা অর্থাৎ সেইকালে তনুত্যাগ করিলে অনাবৃত্তি – জন্মমুক্তি; অপরটীর দ্বারা পুনর্ব্বার আবর্ত্তন। এই বিশ্বাস অনুযায়ী পিতামহ ভীষ্ম, যুদ্ধে তাঁহার পতনের পর, উত্তরায়ণ না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তারপর যথা সময়ে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইহা সর্ব্বজনবাদিত যে গীতা উপনিষদ্ নির্ভর। এই শ্লোকের বক্তব্যের সারমর্ম প্রশ্ন উপনিষদ্ হইতে লওয়া হইয়াছে।[২]

উত্তরায়ণম্ দক্ষিণায়নম্—ঋষি পিপ্পলাদ "প্রাণী সকল কোথা হইতে জন্মে?" – এই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন "প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ···মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি।" রয়ি (আদিভূত) ও প্রাণ (অর্থাৎ চৈতন্য), এই মিথুন উৎপাদন করিলেন। আরো বলিলেন" আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা।" "অথাদিত্য উদয়ন্···প্রাণান্ রশ্মিষু

১। রাজশেখর বসু – শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পৃঃ ৮৭ ২। প্রশ্ন-প্রথম খণ্ড

সন্নিধত্তে।"[১] যখন আদিত্য উদয় হইয়া সমুদয় প্রকাশ করেন, তখন তদ্দ্বারা সমুদয় প্রাণকে তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন। "প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ", এই সহস্ররশ্মি (প্রাণিভেদে) শতধা বর্ত্তমান এবং প্রাণীদিগের প্রাণ সূর্য্য উদিত হইতেছেন।[২] তারপর ঋষিবর মন্তব্য করিলেন :

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতামিত্যুপাসতে। তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষঃ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥ অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে এতদ্ বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ॥

সংবৎসরই প্রজাপতি, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অয়ন (পথ) আছে। যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তকে কার্য্য বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কেবল চন্দ্রলোকই প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন, অতএব সন্তানার্থী ঋষিরা দক্ষিণ মার্গে গমন করেন। এই রয়িই পিতৃযাণ, পিতৃগণের পথ। কিন্তু অন্যেরা ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া উত্তর মার্গদ্বারা সূর্য্যলোক লাভ করেন; এই সূর্য্যলোকই সমুদয় প্রাণের আশ্রয়, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহা পরম আশ্রয়, ইহা হইতে কেহ পুনরাবর্ত্তন করে না, অতএব ইহা শেষ গতি।[৩]

এই মন্তব্য হইতে দেখা যাইবে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য এই উপনিষদ্ নির্ভর। ইহা প্রাচীন প্রবাদ বলিয়া মনে হয় না। এখানে দেখা

১। প্রশ্ন ১।৩-৬ ২। প্রশ্ন ১।৮ ৩। প্রশ্ন ১।৯-১০

যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণ তনুত্যাগের দুইটী বিশেষ কালের উল্লেখ করিয়া অনাবৃত্তি ও আবৃত্তির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নিরূপণ করিলেন।

ব্রহ্মবিদো জনাঃ—উত্তরায়ণকালে তনুত্যাগে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্রহ্মবিদের জন্য, যাঁহারা সংযতাত্মা ও সমাহিতচিত্ত। এই সকল নির্দ্দেশ সকলের জন্য নহে এবং অর্জ্জুনের প্রশ্নও তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া করা হয় নি। যোগীরা যাহাতে কোনরূপে মোহপ্রাপ্ত বা বিভ্রান্ত হইতে না পারেন, সে কারণ এই বাস্তব নির্দ্দেশ।

৮.৮ মোক্ষলাভের উপায় ও পুনর্জ্জন্মের গতি জানিলে কোনও যোগী আর বিভ্রান্ত হইবে না, তাঁহারা (মৎকথিত) এই সকল তত্ত্ব জানিয়া পরমপদপ্রাপ্ত হন

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

অন্বয়—পার্থ! এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি; তস্মাৎ অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব। বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্, ইদং বিদিত্বা যোগী তৎ সর্ব্বং অত্যেতি; আদ্যং পরমং স্থানম্ উপৈতি চ।

অনুবাদ—হে পার্থ! এই দুইটী (মোক্ষের ও পুনর্জ্জন্মের) গতি জানিতে পারিলে কোন যোগীই বিমোহিত হন না; অতএব

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বকালে তুমি যোগানুষ্ঠান পরায়ণ হও। (অধ্যয়ন জনিত) বেদ পাঠে, যজ্ঞে, তপোনুষ্ঠানে ও দানে যে পুণ্য ফলের কথা আছে, যোগী (মৎকথিত) এই তত্ত্ব সকল জানিয়া সে সমস্ত অতিক্রম করেন (অর্থাৎ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন) এবং জগতের মূল কারণ পরম পদ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা—পরম্ স্থানমুপৈতি চাদ্যম্—এই দুইটী শ্লোকে কৃষ্ণ-বাসুদেব পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারিক বিদ্যা অভ্যাস করিলে যোগীরা কখনও মোহগ্রস্ত বা বিভ্রান্ত হইবেন না। তাঁহাদের বুদ্ধিসঙ্কট হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, তাঁহারা স্থিতধী হইয়া তাঁহাদের ordained duty, স্বভাববিহিত স্বধর্ম পালন করিয়া পরম বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া বেদযজ্ঞাদির উর্দ্ধে উঠিবেন এবং সকলের মূল কি তাহা জানিতে পারিবেন। মোক্ষ তাঁহাদের করতলগত হইবে।

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ

৯.০ শ্রীকৃষ্ণ গুহ্যতম জ্ঞান কি তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন

শ্রীভগবান্‌উবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—তে অনসূয়বে ইদং গুহ্যতমম্ জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং প্রবক্ষ্যামি ; যৎ তু জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। ইদং (জ্ঞানং) রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যং, পবিত্রম্, উত্তমং, প্রত্যক্ষাবগমং, ধর্ম্ম্যং, কর্ত্তুং সুসুখম্, অব্যয়ম্।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—অসূয়াহীন (দোষদৃষ্টিহীন, অছিদ্রান্বেষী, শ্রদ্ধাবান্) তোমাকে এই পরম গোপনীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত বলিব যাহা জানিলে অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। এই জ্ঞান রাজবিদ্যা, গুহ্যতম, পবিত্র, উত্তম, সুখবোধ্য, ধর্ম্মসম্মত, সুখে প্রযোজ্য ও অশেষ ফলপ্রদ।

ব্যাখ্যা—এই অধ্যায় এবং দশম ও একাদশ অধ্যায় বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে এই পরম জ্ঞানের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের (পূর্ণব্রহ্মসনাতনের মানুষীতনু-আশ্রিত

জীবের) নিজের পরিচিতি, তাঁহার স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞান। মানুষীতনুতে কৃষ্ণবাসুদেব প্রকট হইলেও তিনিই যে বেদোক্ত পরমপুরুষ, তাহা এই কয়েকটি অধ্যায়ে নিশ্চিত করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়ে অব্যক্তোঽক্ষরের উপলব্ধি করিবার প্রণালী আলোচনা করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে পরমাগতি প্রাপ্তির উপায় হিসাবে সুদুস্তর তপশ্চর্য্যার বিকল্প আত্মসমর্পণ।[১] শ্রীকৃষ্ণ ইহার পূর্ব্বে[২] তাহার সূচনা করেন এবং বর্ত্তমান অধ্যায়ে এই আত্ম-সমর্পণযোগকে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ বলিয়া অভিহিত করেন।[৩]

গুহ্যতমম্—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখিলেও এই জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে কোন কারণ দর্শান নাই। জগৎসৃষ্টি মানিয়া লইয়া সেই সৃষ্ট জগতের জীবের কর্ত্তব্য কি, তাহার বিচারপূর্ব্বক ব্যাখ্যান দিয়াছেন। সৃষ্ট জীব যেখানে বাস করে, তাহার নাম সংসার, সেই সংসারের "নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা,"[৪] তাহার আদি নাই, অন্ত নাই এবং কোন নিশ্চিত স্থিতি ও রূপ নাই। এই সংসার এক বিচিত্র গোলকধাঁধা (labyrinth)। পরমব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া সকল জীবকে এই বিচিত্র গোলকধাঁধায় আনিয়া ফেলিয়াছেন আর জীব এই গোলকধাঁধা হইতে বাহিরে যাইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গোলকধাঁধা হইতে বাহির হওয়া কিংবা অন্য কাহাকেও বাহিরে আনা তাহারই পক্ষে সম্ভব যে সেই গোলকধাঁধার খবর জানে।[৫] এই গোলকধাঁধার পথ তাঁহারই জানা, যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টজীবকে তাহার মধ্যে পাঠাইয়াছেন ; আর তাঁহার জানা, "যমেবৈষ বৃণুতে,"[৬] যাঁহাকে

১। ৮।১৪ ২। ৭।২৩ ৩। ৯।২ ৪। ১৫।৩ ৫। ১৫।৩-৪
৬। কঠো ১।২।২৩, মণ্ডুক ৩।২।৩

সেই স্রষ্টা নিজে বরণ করিয়া পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। বেদাধ্যাপন, বহুশাস্ত্রজ্ঞান, মেধা, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ এই পথের নির্দেশ দিতে পারে না[১] এবং স্রষ্টা ব্যতিরেকে এই গোলকধাঁধা হইতে আর কেহ নিষ্কৃতি দিতে পারে না – এই জ্ঞানই "গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং" ও "গুহ্যতমং মে পরমং বচ:"।[২] অতএব দেখা যাইতেছে যে এই অত্যুত্তম জ্ঞানই সংসারবন্ধনজনিত সকল প্রকার অশুভ হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করে। শুধু তাহাই নহে,

ইদং রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং—ইহাই রাজবিদ্যা অর্থাৎ জনকাদি রাজগণ কর্ত্তৃক চর্চ্চিত বা আবিষ্কৃত ; রাজগুহ্য, রহস্য সমাধানের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক বিদ্যা। 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'। ইহা

পবিত্রমুত্তমং প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্—পবিত্র, উত্তম, সহজবোধ্য, ধর্ম্মসম্মত, সুখে প্রযোজ্য ও অব্যয় (অর্থাৎ অক্ষয় ও অশেষ ফলপ্রদ)। অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের মতে যাঁহারা এই জ্ঞানের অধিকারী তাঁহারা সংসাররূপ গোলকধাঁধা হইতে নিজের চেষ্টায় বাহির হইবার জন্য মিথ্যা অন্বেষণে রোমাঞ্চের পেছনে ছুটিয়া অনর্থক সময় ও শক্তি নষ্ট না করিয়া তদ্গতচিত্ত হইয়া এই labyrinth হইতে বাহিরে আসিয়া সত্য আনন্দ লাভ করেন ও অক্ষয় ফলপ্রাপ্ত হন।

৯.১ এই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবানের অবস্থা কি ?

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩॥

১। ১১।৫৩ ২। ১৮।৬৩-৬৪

অন্বয়—পরন্তপ ! অস্য ধর্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে।

অনুবাদ—হে পরন্তপ ! এই ধর্মে অশ্রদ্ধাবান্ পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারবর্ত্মে আবর্ত্তন করে (বারংবার জন্মায়)।

ব্যাখ্যা—নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি—যাহারা শ্রীকৃষ্ণের এই মানুষীতনুকে অবজ্ঞা[1] করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট আত্মসমর্পণ যোগের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ তাহারা "মোঘাশা, মোঘকর্মাণো, মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ"[2] হইয়া মৃত্যুময় সংসার বর্ত্মে আবর্ত্তন করে।

৯.২ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কী ?

প্রথম ঃ বিশ্বব্যাপিত্ব

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬॥

অন্বয়—অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং (ব্যাপ্তং) ; সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) অহং চ তেষু (সর্ব্বভূতেষু) ন অবস্থিতঃ। ভূতানি চ ন মৎস্থানি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য ; মম আত্মা ভূতভৃৎ (ভূতধারকঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ) চ (তথাপি) ন ভূতস্থঃ। যথা নিত্যং সর্ব্বত্রগঃ (অপি) মহান্ (অপি) বায়ুঃ

১। ৯।১১ ২। ৯।১২

আকাশস্থিতঃ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয় (জানিহি)।

অনুবাদ—অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি, সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত অথচ আমি সেই সকলে অবস্থিত নই। আবার জীব সকল আমাতে অবস্থিত নয় ; আমার ঐশীশক্তি দেখ (বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত যোগমায়া দেখ) - আমি (আমার সত্তা) সকল জীবের ধারক ও পালক, তথাপি আমার আত্মা ভূতগণে অবস্থিত নহে, যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বত্রগামী হইয়াও মহান্ (সমস্ত) বায়ু আকাশে স্থিত, সেইরূপ সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত – এই অবধারণ কর।

ব্যাখ্যা—বর্ত্তমান অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা উপনিষদোক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনার ন্যায়। এই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিযোগের বিচার করিলে আখ্যান সম্পূর্ণ হয়। অষ্টম অধ্যায়ে পরমব্রহ্মের আলোচনা ও বিচার করা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা তাহারই সমপর্য্যায়ভুক্ত। পার্থক্য এই যে ওই অধ্যায়ে "অবাঙ্‌মনসোগোচর" অক্ষরব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনা, আর এখন মানুষী-দেহধারী কৃষ্ণবাসুদেবের পরিচিতি। কৃষ্ণবাসুদেব নিজের পরিচিতির বিষয় জানাইতে তিনটী বিষয় অবতারণা করেন। প্রথম, বিশ্বব্যাপী তাঁহার স্থিতি ;

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগৎ—আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি, কিরূপ ভাবে ?

অব্যক্ত মূর্ত্তিনা—অব্যক্ত মূর্ত্তিতে। উপনিষৎ[১] বলেন তিনি

১। শ্বেতা ৩।৭,১১ ; ৪।১৪

(পরমব্রহ্ম) "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশম্"। "সর্বব্যাপী সঃ সর্ব্বগতঃ।" শ্রীকৃষ্ণ আরো বলেন,

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি—যাবতীয় ভূতগণ আমাতে স্থিত। এইরূপে কৃষ্ণবাসুদেব তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বের উল্লেখ করিলেন। কিন্তু এই সঙ্গে পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন যে,

ন চাহং তেষু অবস্থিতঃ—আমি সে (ভূত) সকলে অবস্থিত নই। এই দুইটী বচন পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত—ইহার অর্থ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ। সনাতনধর্ম্মাশ্রিত সমাজে ব্রহ্মের অধ্যাস (আরোপ) করিয়া সকল পদার্থকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবার রীতি আছে। এ সকলকে ব্রহ্ম বলার তাৎপর্য্য, ব্রহ্ম যে সর্ব্বময়, তাহা বুঝান। কিন্তু পৃথক পৃথক পদার্থকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। সে কারণ ব্রহ্ম এই সকল পদার্থে অবস্থিত নহেন। সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মের অধ্যাস হয়, কিন্তু ব্রহ্মে সৃষ্ট বস্তুর অধ্যাস হয় না। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করিলেন "ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।"

এখানে আর একটী গোলযোগের সম্ভাবনা। আমরা অষ্টম অধ্যায় দেখিয়াছি পরমাত্মার জন্যই সর্ব্বভূত আত্মবিশিষ্ট ;[১] অতএব সর্ব্বভূত পরমাত্মায় স্থিত। কিন্তু পরমাত্মা নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, "পুরুষঃ স পরঃ", "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি"।[২] তাহা হইলে ভূত সকল তাঁহাতে কি করিয়া অবস্থিত করে? উত্তর :

ন চ মৎস্থানি ভূতানি—আমার সত্তা ভূতগণের ধারক, ভূতগণের পালক অথচ ভূতগণে অবস্থিত নহে এবং ভূতসকল আমাতে

১। ৮।৪ ২। ৮।২০, ২২

স্থিতও নহে—ইহাই আমার ঐশ্বরিক, অলৌকিক (একই কালে বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত) যোগ। একটী উপমা দিয়া এই বিষয়বস্তুটী সহজবোধ্য করিয়াছেন, যথা

নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো—বায়ুরাশি সর্ব্বত্রগামী ও মহান্ হইলেও প্রতিনিয়ত (নিত্য) আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে, সেইরূপ ভূতগণও আমাতে অবস্থান করিয়া রহিয়াছে। আমি জীবে অবস্থিত নহি; আমি আসক্তিরহিত উদাসীনবৎ অবস্থিত।

৯.২.১ দ্বিতীয় ও তৃতীয়: তাঁহার প্রকৃতির ও ভূত সৃষ্টির আলোচনা

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥১০॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি; পুনঃ কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) তানি বিসৃজামি। স্বাং প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য (আশ্রিত্য) (অহং) ইমং কৃৎস্নং, প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি। ধনঞ্জয়! তানি কর্ম্মাণি (জগৎ সৃষ্ট্যাদীনি), তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ (আসক্তিরহিতং) উদাসীনবৎ

আসীনং (বর্তমানং) চ মাম্ ন নিবধ্নন্তি। অধ্যক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং সূয়তে ; কৌন্তেয় ! অনেন হেতুনা জগৎ বিপরিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয় ! প্রলয়কালে সকল জীবই আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় ; পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই সকলকে আমি উৎপাদন করি। (কেননা) আমি স্বীয় প্রকৃতিতে (আমার "মায়য়া") অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির বশে অবশ এই সমস্ত ভূতগ্রাম (সর্ব্বভূত) পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি। হে ধনঞ্জয় ! অথচ এই সকল কর্ম্মে (সৃষ্টি ও লয়ে) অনাসক্ত উদাসীনবৎ অবস্থিত আমাকে এই সকল কর্ম্ম আবদ্ধ করে না। অধ্যক্ষরূপ (অধিষ্ঠাতা ; কিংবা দ্রষ্টা) আমার দ্বারা প্রকৃতি সচরাচর (জঙ্গম স্থাবর সহিত) জগৎ প্রসব করে ; হে কৌন্তেয়, এই হেতু জগৎ বিপরিবর্ত্তিত (বারংবার সৃষ্ট ও প্রলীন) হয়।

ব্যাখ্যা—কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ – প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে বলিয়া এখন তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। প্রথমেই বলিলেন,[১] "প্রলয় কালে সকল জীবই আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই সকলকে আমি উৎপাদন করি"। অর্থাৎ কৃষ্ণবাসুদেবই সমগ্র সৃষ্টির কর্তা ও তাহার প্রলয়কারী। উপনিষদ্[২] বলেন "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকান্ শত ঈশিনীভিঃ", একমাত্র ব্রহ্মই নিজশক্তি বলে সমগ্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃষ্ণবাসুদেবও বলিতেছেন,

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ—আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া এই সমস্ত জীবকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি। ইহাতে এক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণেরও কি (অর্থাৎ

১। ৯।৭ ২। শ্বেতা ৩।২

পরমাত্মারও) প্রকৃতি আছেন ? এবং তিনি কি তাঁহার সেই প্রকৃতির আশ্রয়ে সর্ব্বকর্ম্ম করেন ? এই প্রশ্নের আর এক রূপ : পরমেশ্বর আদি, না প্রকৃতি-পুরুষাত্মক পরমেশ্বর আদি ?

যুক্তিবাদীরা বলেন, উপনিষৎ বলিয়াছেন "ওঁ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ"[১]। চতুর্ব্বেদীয় সমস্ত সংশ্লিষ্ট উপনিষদই ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। এখন যদি শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য "মামিকাং প্রকৃতিং" ও "প্রকৃতিং স্বাং"[২] স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর একটী স্বতন্ত্র সত্তাকে (অর্থাৎ প্রকৃতিকে) গ্রহণ করিতে হয়।

শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ[৩] বিষয়টীকে সহজ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি আলোচনা কালে বলিলেন,

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞাননিষ্ঠ মনীষীগণ ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছেন যে পরমাত্মা যখন প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার কোন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি হইতেই এই ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত হয়। ঈশ্বরের এই শক্তিকে অপর কেহ দেখিতে পায় না। এই শক্তি নিরন্তর নিজগুণদ্বারা সমাবৃত থাকে। প্রকৃতির কার্য্য পৃথিবী প্রভৃতি ; জীবগণ তাহাই দেখিতে পায় ; কিন্তু তাহার হেতু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। সেই আত্মা-কর্তৃক কাল, স্বভাব ইত্যাদি তথাকথিত সৃষ্টির কারণ সমূহ নিয়মিত ; কাল ও আকাশাদি ভূতগ্রাম তাঁহার অধীন। প্রকৃতি-পুরুষাত্মক পরমেশ্বরই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদক ; তদ্ব্যতীত আর কাহারও কিছু সৃষ্টির সামর্থ্য নাই।

১। ঐত ১।১ ২। ৯।৭-৮ ৩। শ্বেতা ১।৩

শ্রীকৃষ্ণও উপনিষদের এই কথারই পুনরুক্তি করিলেন। তিনি বলিলেন,

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্—আমাকে আশ্রয় করিয়া (কর্ত্তারূপে সঙ্গে লইয়া) আমার প্রকৃতি এই চরাচরাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকে। অর্থাৎ পরমপুরুষের শক্তি তাঁহার প্রকৃতি। এই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ (পরমাত্মা) পুনঃ পুনঃ,

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ বিসৃজামি—স্বভাব-বশে-অবশ এই সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করেন। এখানে স্বভাব-বশে-অবশ জীবের এই বিশেষণটী বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। জড়জগতে কোন একটী যন্ত্রনির্ম্মাণের পূর্ব্বে যন্ত্রটীর সম্যক্ পরিকল্পনা করা হয় এবং নির্ম্মাতা সেই পরিকল্পনানুযায়ী সেই যন্ত্রের গঠন ও তাহার প্রকৃতি mechanism নিরূপণ করেন। পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দিবার পূর্ব্বে পরিকল্পনার কর্ত্তা তাঁহার ইচ্ছামত যন্ত্রটীর প্রকৃতি, mechanism ও গঠন স্থির করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার পূর্ণ স্বাধীনতা এবং যন্ত্রের রূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে এই উদ্ভাবকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একবার এই যন্ত্রটী বিশেষ এক পরিকল্পনানুযায়ী নির্ম্মিত হইয়া গেলে, উদ্ভাবক যন্ত্রটীর যে প্রকৃতি, যে গঠন ও mechanism স্থির করিয়াছেন, যন্ত্রটী এখন তাহারই (অর্থাৎ সেই mechanismএর) উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অতএব যন্ত্রটী বিনাশ না করা পর্য্যন্ত তাহা তাহার গঠন প্রণালী অনুযায়ী কাজ করিতে থাকিবে এবং উহার পরিকল্পনাকর্ত্তা সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিবেন। সেইরূপ পরমেশ্বর একবার তাঁহার স্ব-ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন জীব সৃষ্টি করিবার পর তাহাদিগকে পুনরায় বিনাশ না করা পর্য্যন্ত সেই সকল জীব স্ব স্ব

স্বভাব (প্রকৃতি) অনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকিবে। ইহার কোন অন্যথা হইতে পারে না বা হইবে না। একারণ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই[১] বলিয়াছেন, "সাধারণ জীবগণ যেমন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, জ্ঞানবান ব্যক্তি ও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন। অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আর কি করিবে?"

অতএব শ্রীকৃষ্ণের মতে সৃষ্টজীব সৃষ্টির পর প্রলয় কাল পর্য্যন্ত নিজ-নিজ-স্বভাব-বশে-অবশ হইয়া কর্ম্ম করে। এ বিষয়ে (অর্থাৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে) পরে[২] আরো বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন : শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কর্ম্মে (সৃষ্টি, পালন ও লয়ে) লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কী কোন বন্ধন হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, না, হয় না ; কারণ

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু—তিনি আসক্তিরহিত উদাসীনবৎ (কর্তৃত্বভাবহীন) অবস্থিত ; সেই জন্য এই সকল কর্ম্ম তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। এখানেও কর্ম্ম করার সেই একই কৌশল – লাভালাভনির্ব্বিশেষে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করণ। ইহা সর্ব্বথা ও সকলের জন্য প্রশস্ত, বিদ্বান, শুদ্ধচেতা ও পূর্ণব্রহ্মসনাতনের মানুষীতনু-আশ্রিত জীবেরও।

১.৩ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞ মূঢ়গণ কৃষ্ণবাসুদেবকে অবজ্ঞা করে

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরম্ ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১॥

---

১ ৩ ২। ১০শ ও ১৪শ অধ্যায়

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

অন্বয়—মোহিনীং, রাক্ষসীম্, আসুরীং প্রকৃতিম্ এব শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ সন্তঃ) মোঘাশাঃ, মোঘকর্ম্মাণঃ, মোঘজ্ঞানাঃ, বিচেতসঃ (তে মূঢ়াঃ (জনাঃ) ভুতমহেশ্বরং মম পরং ভাবম্ অজ্ঞানন্তঃ মূঢ়াঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি।

অনুবাদ—রাক্ষসী, আসুরী ও চিত্তবিভ্রমকারী প্রকৃতিতে আশ্রয় করিয়া, বিফল জ্ঞানযুক্ত, বিক্ষিপ্তচিত মূঢ়ব্যক্তিগণ, সর্ব্বভূতের মহান্ ঈশ্বররূপে আমার পরম তত্ত্ব না বুঝিতে পারিয়া মানুষ দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে।

ব্যাখ্যা—মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো - সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই অনন্য ও অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তিনিই গীতায় মধ্যমণি; তিনিই মানুষীতনুতে পরমপুরুষ, অদ্বৈত। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারযুগল ও ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ এবং পূর্ব্বে যাহা কেহ কখন দেখে নাই, এইরূপ বহুবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার, এক কথায় যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই সকল এবং চরাচর সহিত সমুদয় জগৎ তাঁহাতে একত্রে অবস্থিত।[১] অর্থাৎ তদ্ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ইনিই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত পুরুষোত্তম পরমব্রহ্ম[২] ও উপনিষদের "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।"[৩] মানুষীতনু-অশ্রিত বলিয়া গীতাকার তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্থাপক নরদেহধারী পুরুষোত্তমরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

১। ১১।৫-৭ ২। ১৫।১৭-১৮ ৩। ঐত ১।১

আর শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তাঁহার মানুষীতনু আশ্রয় করিবার কারণ পরিষ্কার ভাবে স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।[১]

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতিনাম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা প্রশ্ন করেন যে পরমাত্মা যখন মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া সমাজে ও সংসারে বাস করিয়া সাধারণের একজনের মত ব্যবহার করিতে থাকেন, তখন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁহার অলৌকিক সত্ত্বা সম্বন্ধে সম্যক অভিহিত বা জ্ঞাত হন না, কা কথা অন্যেষাং। তবে একথা ঠিক কতিপয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, "যমেবৈষ বৃণুতে", তাঁহারা এই অলৌকিক বার্তা জানিতে পারেন। ইহা ঐতিহাসিক তথ্য। ভগবান্ যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই রূপ কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়াছিলেন ; দেড় হাজার বছর পরে নদীয়ায় ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের অবির্ভাবের বিষয় তাঁহার পার্ষদেরা, অদ্বৈত প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণব প্রধানেরাও জানিতে পারিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা তাঁহাদের এই অলোকসামান্য অভিজ্ঞতার বিষয় তদানীন্তন নবদ্বীপের লোকসমাজে ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের নিকট যথেষ্ট সাড়া পান না। পরন্তু এই সকল সাধারণ ব্যক্তিরা ইঁহাদের বিশেষ ভাবে পরিহাস করেন, প্রতিরোধ করেন এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা আসুরী প্রকৃতি-বিশিষ্ট, সেই সকল বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ়েরা প্রতিবাদ করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া হিংসার আশ্রয় লইয়াছিল। ইহাও ঐতিহাসিক তথ্য ; শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই সকল ব্যক্তিদিগের উল্লেখ করিয়া এই দুই শ্রেণীর — মহাত্মাও মূঢ়ের — ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিজাত ব্যবহারের বিচার করেন।

১। ৪।৮

৯.৩.১ কিন্তু মহাত্মারা শ্রীকৃষ্ণের এই মানুষীতনুকে নিত্যস্বরূপ জ্ঞানে ভজনা করেন

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥

অন্বয়—পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ মহাত্মানস্তু অনন্যমনসঃ ভূতাদিম্ অব্যয়ম্ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি। (তে) সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ, দৃঢ়ব্রতাঃ চ ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ চ নিত্যযুক্তাঃ মাম্ উপাসতে।

অনুবাদ—হে পার্থ! কিন্তু মহাত্মারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া অনন্যমনা হইয়া আমাকে ভূত সকলের আদি এবং নিত্য-স্বরূপজ্ঞানে ভজনা করেন। তাঁহারা সতত (আমার মহিমা) কীর্ত্তন করিয়া, দৃঢ়ব্রত হইয়া যত্নসহকারে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আমাতে নিত্যযুক্ত থাকিয়া আমার উপাসনা করেন।

ব্যাখ্যা—ভূতাদিমব্যয়ম্—এই সকল মহাত্মারা শ্রীকৃষ্ণকে ভূতসকলের আদি এবং নিত্যস্বরূপজ্ঞানে ভজনা করেন। ইঁহারা দৈবীস্বভাবপ্রাপ্ত, অতএব পূর্ণব্রহ্মসনাতনের মানুষ দেহে আবির্ভাবের বার্ত্তা জানিতে পারেন। সে কারণ

সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ—ইঁহারা সর্ব্বদাই তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন। ইহাও ঐতিহাসিক তথ্য। ভগবান্ যীশু ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় এই সকল ভাগ্যবান পার্ষদরা এইরূপই ব্যবহার করিয়াছিলেন। এবং

যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ—দৃঢ়ব্রত হইয়া যত্ন সহকারে,

নমস্যন্তশ্চ ভক্ত্যা—ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া,

মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে—তাঁহাতে নিত্যযুক্ত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। ইতিহাস বলে যে এই স্বল্প কয়েকজন ভাগ্যবান তদানীন্তন সমাজসভ্যের দ্বারা পরিহাসিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের বিশ্বাসে দৃঢ়ব্রত হইয়া মানুষদেহধারী এই অলৌকিক জীবই যে ভূতমহেশ্বর তাহা কীর্ত্তন করিয়া আকাশ বাতাস রনিয়া তুলিতেন। ঠাট্টা, তামাসা, অশ্রদ্ধা এমন কি হিংসা প্রয়োগ পর্য্যন্ত এই সকল ভাগ্যবানদিগকে তাঁহাদের পথ হইতে বিন্দুমাত্র নড়াইতে পারিত না, তাঁহারা সত্যই "যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।" ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উচ্চস্থান দেওয়া সত্ত্বেও, জ্ঞানই যে সাধনার উচ্চতম সোপান, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"[১] তাহা বিচার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে,

৯.৩.২ অন্যলোক তাঁহাকে জ্ঞানযজ্ঞে যজনা করিয়া উপাসনা করেন

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্‌ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫॥

অন্বয়—অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ (মাম্ উপাসতে) বিশ্বতোমুখম্ মাম্ (কেচিৎ) একত্বেন (কেচিৎ) পৃথক্‌ত্বেন ; (কেচিৎ) বহুধা (বা) উপাসতে।

অনুবাদ—উহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা আমায় আরাধনা করেন ; সর্ব্বময় আমি, কেহ আমাকে অভেদ জ্ঞানে, কেহ পৃথক জ্ঞানে ও অন্যান্য বহু প্রকারেও উপাসনা করেন।

১। ৪।৩৩

ব্যাখ্যা—একত্বেন পৃথক্ত্বেন – বহুভাবে বিশ্বের-সর্ব্বত্র-জ্ঞাতব্য তাঁহাকে অন্যান্যরা বহু প্রকারে উপাসনা করেন (অর্থাৎ সকল পদার্থকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া ব্রহ্মই যে সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপী তাহা বুঝিবার প্রয়াস করেন)। অন্য কথায়, অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা ও সম্পূজন ; যদিও সংসারে ও সমাজে বহুদেবতার বহুবিধ পূজা প্রচলিত, কিন্তু সেই সকল পূজকরা ভুলিয়া যান যে these are countless gods that are His million faces, "সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্"[১]। ইহাই নিশ্চিত করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যে বিশ্বের সকলবস্তু, তিনি যে সর্ব্বময়, তাহা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন,

৯.৪ শ্রীকৃষ্ণই সকল সৃষ্ট বস্তু

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬॥
পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সামযজুরেব চ ॥১৭॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥১৯॥

অন্বয়—অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, অহং স্বধা, অহম্ ঔষধম্, অহং মন্ত্রঃ, অহম্ এব আজ্যম্, অহম্ অগ্নিঃ, অহম্ হুতং। অহম্ অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং, পবিত্রম্ ওঁঙ্কারঃ, ঋক্, সাম, যজুঃ চ এব। গতি, ভর্ত্তা, প্রভুঃ, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণং, সুহৃৎ, প্রভবঃ,

১। শ্বেতা ৩।১৪, ৩।১৬-১৭

প্রলয়ঃ, স্থানম্ নিধানম্, অব্যয়ং বীজম্। অর্জ্জুন! অহং তপামি, অহং বর্ষং নিগৃহ্লামি চ উৎসৃজামি; অহম্ অমৃতম্ চ এব, মৃত্যুঃ চ, সৎ চ, অসৎ চ।

অনুবাদ—(কেননা) আমি (অগ্নিষ্টোমাদি) যজ্ঞ, আমিই (স্মৃত্যুক্ত) পঞ্চ যজ্ঞ, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ মন্ত্রাদি, আমিই হোম। আমি ওষধিজাত (অন্ন), আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (ধারক), পিতামহ (পূর্ব্বপুরুষ); জ্ঞাতব্য, পবিত্র ওঁকার এবং ঋক্, সাম, যজু। আমি গতি (পরম-প্রাপ্য বিষয়), ভর্ত্তা (পোষক) প্রভু, সাক্ষী (নির্লিপ্ত দ্রষ্টা বা অধ্যক্ষ), নিবাস য়) শরণ (রক্ষক) সুহৃৎ, প্রভব (উৎপত্তি), প্রলয়, স্থান (আধার), নিধান (ভাণ্ডার) এবং অব্যয় বীজ।

ব্যাখ্যা—এই চারিটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই যে পরমব্রহ্ম এবং সর্ব্বময়, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপী তাহাই বুঝাইলেন।

ক্রতুঃ – অশ্বমেধাদি শ্রৌত যজ্ঞ;

যজ্ঞঃ – ব্রতদানাদি স্মার্ত্ত যজ্ঞ;

স্বধা – শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম;

পিতামহঃ – পূর্ব্ব পুরুষ;

গতিঃ – পরম প্রাপ্যবিষয়;

সাক্ষী – নির্লিপ্ত দ্রষ্টা;

নিবাসঃ – আশ্রয়;

শরণং – রক্ষক;

স্থানং – আধার;

নিধানং – ভাণ্ডার এবং
অব্যয়ং বীজম্ – অক্ষয়কারণ।

৯.৫ ত্রিবেদের অনুগামীদিগের (অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞকারীদিগের) ভবিষ্যৎ

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

অন্বয়—ত্রৈবিদ্যাঃ যজ্ঞৈঃ মাম্ ইষ্ট্বা সোমপাঃ পূতপাপাঃ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ; তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি। তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে (সতি) মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ; এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ (পুনঃ পুনঃ কুর্ব্বাণাঃ) কামকামাঃ গতাগতং লভন্তে।

অনুবাদ—ত্রিবেদের অনুগামিগণ আমাকে যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া সোমপায়ী ও পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তি প্রার্থনা করে ; তাঁহারা পুণ্যলভ্য ইন্দ্রলোক পাইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগসমূহ উপভোগ করেন। তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে ; বেদোক্ত ধর্ম্মে একান্ত নির্ভরশীল কাম্য-অভিলাষিগণ এই প্রকারে (স্বর্গে ও মর্ত্তে) যাতায়াত করেন।

ব্যাখ্যা—অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্—সমগ্র গীতা বিশেষ যত্নসহকারে অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে তৎকালে প্রচলিত

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর গীতাকারের শ্রদ্ধা ছিল না,[১] কিন্তু নিম্ন-অধিকারীর পক্ষে এ সকল কর্ম্ম তিনি হিতকর বলিয়া মনে করিতেন। শ্রেষ্ঠ সাধকের পক্ষেও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান বর্জ্জনীয় বলা হয় নি, কারণ তাহাতে ইতর সাধারণের আদর্শ বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা। তবে সব সময়ে গীতকার মন্তব্য করিয়াছেন যে এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে নির্ব্বাণ লাভ হয় না। বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মপরায়ণ জনগণ,

গতাগতং কামকামা লভন্তে—এই প্রকারে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যাতায়াত করে অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করে না।

৯.৫.১ আর যাঁহারা বৈদিক কাম্যকর্ম্ম না করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

অন্বয়—অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ মাং পর্য্যুপাসতে, নিত্য-অভিযুক্তানাং তেষাং যোগক্ষেমম্ অহং বহামি।

অনুবাদ—অনন্য মনে ধ্যান করিয়া যে সকল লোক আমার উপাসনা করেন, নিত্য-যুক্ত তাঁহাদের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা), আমি বহন করি (অর্থাৎ তাঁহারা কর্ত্তব্য বোধেই পুণ্য অর্জ্জন ও সঞ্চয় করেন, স্বর্গভোগের জন্য নহে)।

ব্যাখ্যা—অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং—গীতা অনুশীলনে দেখা যাইবে যে তৎপদ প্রাপ্তির উপায় দুই প্রকার ; "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য

১। ২।৪২-৪৪

মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্”[১] আর “অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ” ।[২] কিন্তু এই দুইটীর দ্বিতীয় বিকল্পটী “রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ।”[৩]

এই বিকল্প উপায়ে জীব পায় কী ? তিনি এই সকল জীবের পক্ষে সুলভ হন, “তস্যাহং সুলভঃ”[৪] এবং ভূতগণ যাঁহার অন্তঃস্থ যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত, সেই পরমপুরুষই একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারা লভ্য ।[৫] শুধু তাহাই নহে, তিনি এই নিত্য-অভিযুক্তদিগের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা) বহন করেন । আর পরিশেষে “মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্,”[৬] তাঁহার প্রসাদে তাঁহারা শাশ্বত অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন ।

৯.৫.২ যাঁহারা তাঁহার উপাসনা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩॥

অন্বয়—কৌন্তেয় ! শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (সন্তঃ) যে ভক্তাঃ অন্য-দেবতাঃ অপি যজন্তে, তে অপি মামেব যজন্তে (কিন্তু) অবিধি-পূর্ব্বকম্ ।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয় ! শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে ভক্তিভরে, যে সকল ভক্ত অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা আমাকেই পূজা করেন, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক ।

১। ৮।১২ ২। ৮।১৪ ৩। ৯।২ ৪। ৮।১৪ ৫। ৮।২২
৬। ১৮।৫৬

ব্যাখ্যা—যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্‌—পূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন যে যাহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকি ; মনুষ্যগণ যাহাই করুক, তাহারা সকল প্রকারে আমারই ভজনমার্গের অনুসরণ করে। পরে সপ্তম অধ্যায়ে বলেন যে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগীরা[১] —যাঁহারা নিত্য-যোগরত, একমাত্র তাঁহাতেই ভক্তিমান, তাঁহারাও বহুজন্মের অন্তে—সমস্তই বাসুদেব—এই জ্ঞানযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করেন। কিন্তু বাস্তববাদী কৃষ্ণবাসুদেব সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য[২] করিলেন যে এই স্বল্প কয়েকটী জ্ঞানী ব্যতীত যে বিরাট জনজগত আছে, যাহারা জ্ঞান-যোগানুযায়ী যোগাভ্যাস বা নিষ্কামভাবে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ, সেই সকল অজ্ঞদিগের পক্ষে সকামভাবে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার পূজা সহজ এবং তাহারা তাহাতে অভ্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, এরূপ পূজা তাঁহারই পূজা। তবে এ প্রসঙ্গে একটু সতর্ক করিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন, ইহারা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ; ইহাদের প্রাপ্ত বাঞ্ছিত কাম্যবস্তু বিনাশশীল। এখানেও সেই সাবধান বাণীর পুনরাবৃত্তি করিলেন—"যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্‌" ; they worship allright but with a mistaken approach। এই সকল পূজা তাৎপর্য্যহীন নহে, কারণ কী তাহা বিচার করিয়া বলিলেন,

৯.৫.৩ আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥

১। ৭।১৯ ২। ৭।২০-২৩

অন্বয়—অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুঃ চ এব ; তে তু মাং তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি, অতঃ চ্যবন্তি (পুনরাবর্ত্তন্তে)।

অনুবাদ—আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (অধিষ্ঠাতা)ও ; কিন্তু তাঁহারা আমার (প্রকৃত) তত্ত্ব না জানায় সংসারে পুনরাগমন করেন।

ব্যাখ্যা—ভোক্তা চ প্রভুরেব চ—আমি সকল পূজার ভোক্তা এবং অধিষ্ঠাতাও। পূর্ব্বে[১] এ বিষয় পরিষ্কার করিয়া অর্জ্জুনকে তথা সমগ্র জীবকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে তিনিই "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্"। তদ্ব্যতীত "নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ"।[২]

৯.৫.৪ কিন্তু এই সকল পূজকরা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন পূজ্যদিগের সাযুজ্যলাভ করে

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

অন্বয়—দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, অপি মদ্‌যাজিনঃ মাং যান্তি।

অনুবাদ—দেবপূজকগণ দেবগণকে (দেবলোকে স্বর্গভোগাদি) পায়, পিতৃগণের উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠানকারীরা পিতৃলোকে পিতৃগণকে পায়, ভূতপূজকগণ (worshipper of matter, material world and elemental powers & spirits eg. physicist, chemist, geologist প্রভৃতি) ভূতগণকে পায় (অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করে) আর আমার পূজকগণ আমাকেই পায়।

১। ৫।২৯ ২। ঐত ১।১

ব্যাখ্যা—এখানে শ্রীকৃষ্ণ আরো বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন যে অন্য যে কোন দেবতার পূজা তাঁহারই পূজা এবং সেই সকল পূজার ফল তাঁহাতে অর্শায়, কারণ এই সকল countless gods are only His million faces, বিশ্বতোমুখম্। কিন্তু সতর্ক করিলেন এই বলিয়া যে এই সকল অল্প মেধাবীরা তত্ত্বতঃ তাঁহাকে জানে না, এজন্য উচ্চগতি হইতে চ্যুত হয় (অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয় তত্ত্বের অজ্ঞতাবশতঃ বহু দেবতার পূজা করে)।

তাই বলিয়া তাহারা আসুরীভাবাপন্ন নহে কিংবা তাহাদের পূজাও তাৎপর্য্যহীন নহে। এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ জ্ঞানমূলক। কিন্তু জ্ঞানলাভের ক্ষমতা সকলের নাই। সমস্ত বুঝিয়া উপদেশ পালন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু যদি বুঝিবার ক্ষমতা না থাকে তবে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপদেশ মানিয়া চলিলেও ফল হয়। এ কারণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধচেতা পুরুষকে লোকসংগ্রহার্থ স্বকীয় স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ত্তব্য পালন করিয়া বলিষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহার প্রখ্যাত মন্তব্য[১] "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।"

এ কারণ পরের শ্লোকে এ বিষয় আরো পরিষ্কার করিয়া দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিলেন,

৯.৫.৫ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা যেভাবে পূজা করে তাহারা তাঁহারাই পূজা করে

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬॥

১। ৩।২১

অন্বয়—যঃ মে ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, প্রযতাত্মনঃ ভক্তি-উপহৃতং তৎ অহম্ অশ্নামি।

অনুবাদ—যে আমাকে ভক্তির সহিত পত্র পুষ্প ফল জল দেয়, নিয়তচিত্ত পূজকের ভক্তি-উপহৃত সেই দ্রব্য আমি ভোজন (গ্রহণ) করি।

ব্যাখ্যা—যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি—শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে, ভক্তিভরে যে সকল ভক্ত অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা তাঁহাকেই পূজা করেন; শুধু তাহাই নহে, বহু অনুষ্ঠান বা আড়ম্বরবিশিষ্ট যজ্ঞ না করিয়া, তাঁহাকে ভক্তি সহকারে যাঁহারা পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, তিনি সেই সকল ভক্তগণের প্রদত্ত তৎসমুদয় প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

এখানে একটী বিষয় লক্ষ্যণীয়। গীতায় বারংবার ভক্তি শ্রদ্ধার অবতারণা করা হইয়াছে; কারণ উপদেশ বুঝিতে শ্রদ্ধা ও অনসূয়া আবশ্যক; নতুবা বুঝিবার সামর্থ্যই আসিবে না। যিনি জ্ঞান চান, শ্রদ্ধা তাঁহার সহায় এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাবে। যাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, তিনি শ্রদ্ধার দ্বারাই নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। নিত্যকর্ম্মবিধি অনুযায়ী কার্য্যকরণ-বিধি পালনে সাধারণের বিশেষ কোন অসুবিধা হওয়া উচিত নহে। এখানেও প্রয়োজন: শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। শ্রদ্ধা সহকারে কার্য্য করার উপর শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ একটী অধ্যায়ে[১] শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং মহাভারতকার সেই অধ্যায়ের নাম দিয়াছেন, "শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ"। সেই

১। ১৭শ অধ্যায়

অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য "অশ্রদ্ধা সহকারে যে হোম, দান অনুষ্ঠিত হয় এবং তপস্যা অথবা অন্য যাহা কিছু করা হয়, তাহা সমস্তই "অসৎ" বলিয়া খ্যাত। সে সমস্ত হোম, দান, তপস্যা প্রভৃতি ইহলোকে বা পরলোকে সফল হয় না।" কিন্তু ভক্তি বা শ্রদ্ধার অবলম্বন চাই; গীতাকার ধর্মব্যাখ্যাতা পুরুষোত্তমরূপ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎ সমক্ষে সেই অবলম্বন বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

এ কথাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন, যাহা সনাতনধর্মাশ্রিত হিন্দুসমাজভুক্ত সংসারে প্রত্যহ পূজা পাঠান্তে পুরোহিত মহাশয়ের কণ্ঠে শুনা যায়, "ওঁ ময়া যদিদং কর্ম কৃতং তৎসর্ব্বং ভগবচ্চরণে সমর্পিতুমস্তু," এবং অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিবারে এখনও লক্ষিত হয় যে তাঁহারা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বতস্ফূর্ত্তভাবে প্রার্থনা করেন,

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়মারভ্য পুনঃ প্রাতঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব পূজনং তব ॥

শ্রীকৃষ্ণও এখন এই বচনেরই পুনরুক্তি করিলেন,

৯.৫.৬ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে নির্দ্দেশ

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ (সর্ব্বমেব) মদর্পণং কুরুষ্ব।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে (যাহার জন্য) তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকটী বর্ত্তমান পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-তথ্য-দার্শনিক Teilhard de Chardinএর দৃপ্তভাষণ মনে করিয়ে দেয়। "All science, all knowledge leads to Christ. Mankind is reaching out not towards any abstract goal but towards its unity in Christ. xxx. All the prospects and possibilities before mankind converge upon a single point ; and this single point is not an abstraction but a person.[১]

শ্রীকৃষ্ণ ও অনুরূপভাবে এখানে প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি মানুষীতনু-আশ্রিত হইলেও পূর্ণব্রহ্মসনাতন "সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ইহার আর একদিক – তত্ত্বের দিক – প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদ। এই প্রসঙ্গে Teilhardএর দৃষ্টিও এরূপ ব্যাপক। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে" the world is engaged in discovering God. For modern man, God is not in the first place the One who enjoins this and forbids that, but the One who gives. He gives himself in the creation, in Christ who has given himself to men nd is now drawing them to himself"[২]

একারণ ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ভয় যে "the world is threatened by heat-extinction, after some unimaginable length of time, the earth will be uninhabitable, because the Sun will have lost its energy," তাঁহাকে (Teilhardকে) ভীত ও বিচলিত করিতে পারে নি। তিনি নিজে একজন বিশ্ববিখ্যাত geologist ও palaeon-

১। Evolution—Delfgaauw, p, 92. ২। Ibid p. 93.

tologist হইয়াও ঘোষণা করিয়াছিলেন "before that happens mankind will have travelled so far along the road to spiritualisation that it will no longer be subject to any ill-effect from the universe's becoming uninhabitable. As that time approaches God will be all in all. The last enemy to be destroyed is death."[১] কৃষ্ণবাসুদেবও ঘোষণা করিয়াছেন, "কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"[২]

৯.৬ আত্মসমর্পণের ফল

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥

অন্বয়—এবং কর্ম্মবন্ধনৈঃ শুভাশুভফলৈঃ মোক্ষ্যসে ; সন্ন্যাস-

১। Ibid p. 98. ২। ৯।৩১

যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তঃ (সন্) মাম্ উপৈষ্যসি। অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ ; মে দ্বেষ্যঃ ন অস্তি, প্রিয়ঃ (অপি) ন ; তু যে মাং ভক্ত্যা ভজন্তি, তে (ময়ি) তিষ্ঠন্তি, অপি অহং চ তেষু (তিষ্ঠামি)। চেৎ সুদুরাচারঃ অপি অনন্যভাক্ (সন্) মাং ভজতে, সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ, হি সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ। সঃ ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি, শশ্বৎ-শান্তিং নিগচ্ছতি ; কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি – মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি। পার্থ, যে পাপযোনয়ঃ অপি স্যুঃ, তথা স্ত্রিয়ঃ, বৈশ্যাঃ, শূদ্রাঃ, তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং যান্তি ; পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ – (এতেষাং) পুনঃ কিম্ ? (অতঃ) ইমম্ অনিত্যম্ অসুখং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব।

অনুবাদ—এইরূপ করিলে কর্ম্মে আসক্তিজনিত শুভাশুভ ফলরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ; সন্ন্যাস যোগসম্পন্ন (নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে রত) বিমুক্ত (বন্ধনশূন্য) হইয়া আমাকে লাভ করিবে। (যদিও) আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ; আমার অপ্রিয় নাই, প্রিয়ও নাই ; কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন, আমিও তাঁহাদের অন্তরে থাকি। যদি অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে, সে সাধু বলিয়া গণ্য, কারণ, সে সম্যক্ ব্যবসিত (দৃঢ়নিশ্চয়, স্থিরসঙ্কল্প)। সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় এবং চিরস্থায়ী শান্তিলাভ করে, হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না – ইহা নিশ্চিত জানিও। হে পার্থ ! যাহারা পাপযোনি (অন্ত্যজ)ও হয়, এবং স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রগণ, এরাও আমাকে আশ্রয় করিয়া পরমাগতি পায় ; পবিত্র ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ – এঁদের আর কথা কি ?

ব্যাখ্যা—মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ – পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দেশ দেন,

পরিণামনির্ব্বিশেষে স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালনে কর্ম্মবন্ধনের ভয় নাই। এখন এই আত্মসমর্পণে মন্তব্য করিলেন, এই প্রকারে (অর্থাৎ তাঁহাতে সমস্ত ফলাফল অর্পণ করিলে) কর্ম্মবন্ধনজনক শুভাশুভ ফল হইতে মুক্তি ; শুধু তাহাই নহে,

বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি—নিষ্কাম কর্ম্মযোগে রত বন্ধনশূন্য হইয়া তাঁহাকে পাওয়া যাবে। সুদুষ্কর জ্ঞানযোগের বিকল্প হিসাবে ইহা "সুসুখং কর্ত্তুম্।" কৃষ্ণবাসুদেব এই প্রথার আর একটী বিশেষ ফলের কথা উল্লেখ করিলেন যে যদিও,

ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্—তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং তাঁহার কোন অপ্রিয়ও নাই, প্রিয়ও নাই, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে ভজনা করেন, তাঁহারা তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণতে) থাকেন এবং তিনিও তাঁহাদের অন্তরে থাকেন।

এই আশ্বাসবাণী এক বিরাট গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বে এই অধ্যায়ে[১] শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছিলেন, অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি, সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত ; কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। আমার সত্তা ভূতগণের ধারক, ভূতগণের পালক ; অথচ ভূতগণে অবস্থিত নহে।" সেই শ্লোক দুইটীতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদ বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। পরমাত্মার জন্যই সর্ব্বভূত আত্মবিশিষ্ট, সে কারণে এক অর্থে সর্ব্বভূত পরমাত্মায় স্থিত। "সর্ব্বব্যাপী সঃ সর্ব্বগতঃ"। কিন্তু পরমাত্মা নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত, সে কারণ অন্য অর্থে, পরমাত্মার সহিত ভূতসকলের সংযোগ নাই।[২]

কিন্তু বর্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে, নির্গুণ পরমব্রহ্ম বলিয়া

১। ৯।৪-৫ ২। শ্বেতা ৩।১১

বিচার না করিয়া পূর্ণব্রহ্মসনাতন হইয়াও কৃষ্ণবাসুদেবতনুতে প্রকট। সে কারণ ভক্তকে আশ্বাস; "আমি পরমব্রহ্ম হিসাবে সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলেও, কৃষ্ণবাসুদেবতনুতে ভক্তের অন্তরে থাকি এবং আমার ভক্তও আমার অন্তরলোকে সদাজাগ্রত।" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অবলম্বন হিসাবে জীবকে তাহার পূজ্যপাদ এরূপ দৃঢ় আশ্বাস কোথাও দিয়াছেন কিনা জানা নাই। শুধু তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণ আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া তাঁহার আশ্বাসের পরিধির বিস্তার করিয়া ঘোষণা করিলেন,

সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ—যদি অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্ত হইয়া আমার উপাসনা করে, সে সাধু বলিয়া গণ্য; কারণ সে সম্যক্ ব্যবসিত, দৃঢ়নিশ্চয় ও স্থিরসঙ্কল্প; এবং সে,

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি—শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় এবং চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করে। শুধু এই শ্রেণীর ভক্ত কেন, তাঁহার,

ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—কোন ভক্তই প্রনষ্ট হয় না – এই আশ্বাস কৃষ্ণবাসুদেব অর্জ্জুনের মাধ্যমে সমগ্র জীবকে নিশ্চিত করিলেন। পাছে কেহ ভাবে যে অর্জ্জুনের মাধ্যমে তাঁহার এই আশ্বাস শুদ্ধচেতা ও বিদ্বানদিগের জন্য প্রশস্ত, জনসাধারণ তাঁহার বিচারের বাহিরে, সে কারণ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন,

যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ—যাহারা পাপযোনি, অন্ত্যজ, তাঁহারও তাঁহাকে আশ্রয় করিলে পরমাগতি পায়, এবং সর্ব্বশেষে অর্জ্জুনের সকল সংশয় নিরাকরণার্থে তাঁহাকে সাদর পরম আশ্বাস দিলেন; বলিলেন,

ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা—ভক্ত রাজর্ষিগণ—এঁদের আর কথা কি? এবং শেষ মোক্ষম নির্দেশ দিলেন,

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্—এই সংসারে যখন জন্মিয়াছ, তখন এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির জন্য আমাকে ভজনা কর।

৯.৭ আত্মসমর্পণের জন্য ভজনার রীতি কি?

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

অন্বয়—মন্মনাঃ, মদ্ভক্তঃ, মদ্‌যাজী ভব, মাং নমস্কুরু; এবম্ আত্মানং যুক্ত্বা মৎপরায়ণঃ (সন্) মাম্ এব এষ্যসি।

অনুবাদ—তুমি মদ্গতচিত্ত, মদ্ভক্ত, ও মৎপূজক হও; আমাকে নমস্কার কর; এই প্রকারে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে এবং ইহার পরে বিরাটরূপ দর্শনের পর শ্রীভগবান্ কৃষ্ণবাসুদেবতনু গ্রহণান্তর একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে পুনরায় তাঁহাকে পাইবার সর্বোত্তম পদ্ধতি; the perfect method নিশ্চিত করিলেন। যাহাতে পুনরুক্তি না হয় তজ্জন্য একাদশ অধ্যায়ের শেষে এই রীতির বিশদ বিচার ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে একটী বিষয় লক্ষ্যণীয় যে দুটি শ্লোকই এই অধ্যায় দুইটীর পরিসমাপ্তি; অর্থাৎ তাঁহার বক্তব্যের শেষ সিদ্ধান্ত। পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনের মানুষীতনুর সাযুজ্যলাভ মরীচিকা নহে, কবিকল্পনাও নহে; তাহা সম্যক্‌ভাবে বাস্তব। ইহাই গীতার শ্রেষ্ঠ অবদান—

the Phenomenon। আর এই কারণেই গীতা is perennial philosophy।

এই প্রসঙ্গে একটী বিষয়ের পরিষ্কার আলোচনা করা প্রয়োজন। রাজা রামমোহন প্রমুখ বর্ত্তমানযুগের কট্টর অদ্বৈতবাদীরা বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত মন্তব্য করিয়াছিলেন,"বেদসম্মত যুক্তির দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বস্তু সাকার, সে নিত্য সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ কদাপি হইতে পারে না।...সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবেক। এবং হইাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে-কোনও বস্তু চক্ষুগোচর হয়, সে কদাপি স্থায়ী নহে।...আর, যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে, বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে, সে কিরূপে মান্য করিতে পারে?"[১]

শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বরের অবতার নহেন, সেই প্রসঙ্গে রাজা কয়েকটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, যথা "অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্॥[২] হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ! আমি ও তোমরা ও এই বলদেব, আর দ্বারকাবাসি যাবৎ লোক, এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান। কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে, এমত নহে, কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদয় জগতকে ব্রহ্ম করিয়া জান।" 'ব্রহ্ম করিয়া জান' অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশস্থল বলিয়া অনুভব কর। কারণ, ব্রহ্ম সর্বময়। যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ (বা অবতার) বলে গণ্য, তাঁরাও অপর সকল মনুষ্য ও সকল পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মের প্রকাশস্থল, কিন্তু ব্রহ্ম নহে।"[৩]

আর "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে,"[৪] ধর্ম্মের গ্লানি

১। রামমোহন রায় ও মূর্ত্তি পূজা পৃঃ ৫২-৫৩ ২। শ্রীমদ্ভাগবত
৩। ঐ, পৃঃ ৫৫ ৪। ৪।৮

নিবারণের জন্য বা ভূভার হরণের জন্য কাহারও স্বর্গ হইতে ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার যে মত প্রচলিত আছে, তাহার উত্তরে রাজা ইহা প্রণিধান করিতে বলিয়াছেন যে "শাস্ত্রে কোথাও ব্রহ্মের অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা নেই, কেন না ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ন্তা, এবং তিনি ইচ্ছা মাত্র সব করতে পারেন।" সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের অবতার কথন শাস্ত্রে নাই। রাজার মতে পরমেশ্বরকে "বিভু" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, শ্রীমদ্ভাগবত তাহার প্রতি প্রতিমা পূজা নিষেধ করিয়াছেন। এ বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত[১] হইতে তাঁহার উদ্ধৃতি,

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

আমি সকল ভূতে আত্মস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি এমৎরূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে পূজার বিড়ম্বনা করে। যে ব্যক্তি সর্বভূতব্যাপী আমি যে আত্মস্বরূপ ঈশ্বর, আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তাপ্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে, সে কেবল ভস্মে হোম করে।[২]

রাজা এখানে না থামিয়া বেদান্ত সূত্রের[৩] উল্লেখ করেন ;—

"অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থাপ্যদোষাৎ তৎ-ক্রতুশ্চ ;" এবং এই ব্যাখ্যা দেন ; "অবয়বের উপাসক ভিন্ন, যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাদিগোই অমানব পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, বাদরায়ণ কহিতেছেন। যেহেতু, দেবতার উপাসক আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন, আর

১। ৩য় স্কন্ধ ২৯শ অধ্যায়, ২১-২২ শ্লোক ২। রামমোহন রায় ও মূর্ত্তিপূজা-পৃঃ ৬৭
৩। ৪।৩।১৫

ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, এমত অঙ্গীকার করিলে কোন দোষ হয় না। আর "তৎক্রতু" ন্যায়ও ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহার উপাসক, সে তাহাকেই পায়।"

তবে একথা স্বীকার্য্য যে "ভগবান্ যে আসেন এ পর্য্যন্ত আর এ কথাটী শোনা যায় নাই। সংহিতা, উপনিষদ্, তন্ত্র, আগম-নিগম এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গীতা বলিবার পূর্ব পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই। এই প্রথম শোনা গেল।"[১] ইহা আধুনিক কালের একজন পরম ভাগবতের সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণবাসুদেবও ইহা জানিতেন ; সে কারণ, এ সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় ছেদন করিতে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন,[২]

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

এবং তিনিই (শ্রীভগবান্) যে কৃষ্ণবাসুদেবের মানুষীতনুতে পরমব্রহ্ম, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বর, তাঁহার ওই বাস্তবরূপ যে জগতে সম্ভবপর এবং বাস্তব একটী তথ্য, একটী phenomenon, তাহা হাতে কলমে বিরাটরূপ দর্শন করাইয়া practical demonstration দিয়া, অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানোর পর পরিষ্কার করিয়া মন্তব্য করিলেন,[৩]

ময়া প্রসন্নের তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে **ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্** ॥

হে অর্জ্জুন ! (তোমার নিষ্ঠায়) প্রসন্ন হইয়া আত্মযোগ প্রভাবে আমি (কৃষ্ণবাসুদেবের) এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আদ্যরূপ ও

১। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী—গীতধ্যান, ১ম খণ্ড, ৪১ পৃঃ ২। ৪।৬
৩। ১১।৪৭

আমার পরম (শ্রেষ্ঠ) রূপ দেখাইলাম—**ইহা অদৃষ্টপূর্ব্ব, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই।**

এ ত গেল গীতাকারের কথা। এ প্রসঙ্গে উপনিষৎ কি বলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। বিষয় বস্তু কি? তর্কের প্রতিপাদ্য কি? যিনি নিরুপাধিক পূর্ণব্রহ্ম তিনি সোপাধিক পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন কি না? উপনিষৎ বলেন।[১]

ওঁ॥ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণামাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

তিনি পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন। পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ (অর্থাৎ স্বানুভবগোচর) করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। উপাধিনিবন্ধন তাঁহার স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না। ব্রহ্মের স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না বলিয়াই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, পূর্ণস্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয়। কৃষ্ণবাসুদেবের তনু-আশ্রয় করিয়া পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের অবস্থান সম্ভব; কৃষ্ণবাসুদেবের-উপাধিতে ব্রহ্মের স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে নাই। যম-নচিকেতা সংবাদে[২] উপনিষৎ ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া সহজভাষায় বলিয়াছেন, "যদেবেহ তদমূত্র যদমূত্র তদন্বিহ।"

এই প্রসঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে যে ইহা লইয়া এত বাগবিতণ্ডার কী প্রয়োজন? সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রে আপনাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া এরূপ বলিবার রীতি আছে। আর রাজারও ইহাতে স্বীকৃতি ছিল।[৩] ভাগবতে ও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্বব্যাপী পরমাত্মাস্বরূপ-ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আপনাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিবার সিদ্ধান্ত বেদান্ত সূত্রে মহর্ষি বাদরায়ণ করিয়াছেন—"শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বাম-

---

১। বৃঃ আঃ ৫।১।১ ২। কঠো ২।১।১০ ৩। ঐ ৩১ পৃঃ

দেববৎ"।[১] আর সনাতনধর্ম্ম-পুষ্ট সমাজে সকলেই জানেন, প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্মরণ করিতে হয় "আমি ব্রহ্ম"। সেই বচনটী এই,

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বিচার করার প্রয়াস করিয়াছি যে, মানুষ সৃষ্ট হইয়া সংসাররূপ এক গোলকধাঁধায় পড়ে এবং তাহার জীবাত্মা সেই গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইতে নিরন্তর চেষ্টা করে এবং সফলকাম হইলে পরমাত্মায় লীন হয় অর্থাৎ পরমাত্মা হয়। এই নিরন্তর প্রয়াসই প্রাণ আর তাহা না হইতে পারিলে অর্থাৎ পরমাত্মাকে, ব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে "মহতীবিনষ্টিঃ"। উপনিষৎ[২] বলেন,

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ" এই সংসারে যদি ব্রহ্মকে জানা যায় তবে মঙ্গল ; এখানে যদি না জানা যায় অর্থাৎ ইহলোকে জানিতে না পারিলে তবে মহা বিনাশ।

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ একজন শুদ্ধচেতা জীব ; যিনি সংসাররূপ গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইয়া এই সংসারেই, ইহলোকেই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন অর্থাৎ পরমব্রহ্ম হইয়াছেন। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার সখা অর্জ্জুনের মাধ্যমে সমগ্রজীবকে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ কি পদ্ধতিতে জীবনযাপন করিলে সংসারে পরমব্রহ্ম হইয়া, humanity কে divinityতে পরিণত করিয়া, "মহতী বিনষ্টিঃ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, গীতায় সযত্নে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই জন্যই গীতা is a study in methodology which, if practised in life, will help man to attain পরমব্রহ্ম – Divinity

১। ১।১।৩০ ২। কেন-১৩, বৃঃ আঃ ৪।৪।১৪

অর্থাৎ conversion of humanity into divinity; আর Teilhard de Chardin-এর ভাষায় "to giving birth to a higher type of human being: the Superman।"[১] ইহাই গীতার মুখ্য বক্তব্য; শুধু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" নহেন, প্রতিটী নর নরোত্তম; প্রতিটী পুরুষ পুরুষোত্তম। ইহাই বৈষ্ণবের উক্তিতে,

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

ইনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম, পরম অক্ষর, বেদ-সমূহে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ,[২] অর্থাৎ পুরুষোত্তমের উর্দ্ধে আর অন্য কিছু সত্য নাই; "গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তম্"[৩] আর ইহাই "গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং" ও "গুহ্যতমং মে পরমং বচঃ"।[৪]

১। Evolution-Delfgaauw, pp 91-92 ২। ১৫।১৮
৩। ১৫।২০ ৪। ১৮,৬৩-৬৪

দশম অধ্যায়

বিভূতি যোগ

১০.০ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বীয় বিভূতির পুনরায় বর্ণন

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মানবস্তথা ।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—মহাবাহো! ভূয়: এব মে পরমং বচ: শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি। সুরগণা: মে প্রভবং ন বিদু:, মহর্ষয়: (অপি) ন; হি অহং সর্ব্বশ: দেবানাং চ মহর্ষীণাম্ আদি:। য: মাম্ অজম্ অনাদিং চ লোকমহেশ্বরং বেত্তি, স: মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়: সর্ব্বপাপৈ: প্রমুচ্যতে। বুদ্ধি:, জ্ঞানম্, অসম্মোহ:, ক্ষমা, সত্যং, দম:, শম:, সুখং, দু:খং, ভব:, অভাব:, ভয়ং চ অভয়ম্ এব চ; অহিংসা, সমতা (রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং) তুষ্টি:, তপ:, দানং, যশ:, অযশ:, ভূতানাম্ (এতে) পৃথগ্‌বিধা: (বিপরীতা:) ভাবা: মত্ত: এব ভবন্তি। সপ্তমহর্ষয়:, পূর্ব্বে চত্বার:, তথা মনব: (চতুর্দ্দশ:) (এতে) মদ্ভাবা: মানসা জাতা:—লোক ইমা: যেষাং প্রজা:। য: মম এতাং বিভূতিং যোগং চ তত্ত্বত: বেত্তি, স: অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে; অত্র ন সংশয়:। অহং সর্ব্বস্য (জগত:) প্রভব:, মত্ত: সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে—ইতি মত্বা বুধা: ভাবসমন্বিতা: (সন্ত:) মাং ভজন্তে। তে মৎ-চিত্তা:, মদ্গতপ্রাণা: (সন্ত:) পরস্পরং বোধয়ন্ত: চ নিত্যং মাং কথয়ন্ত: তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পরম (উৎকৃষ্ট) বাক্য শোন, যাহা প্রীয়মাণ তোমাকে আমি তোমার হিতকামনায় বলিতেছি। সুরগণ আমার উৎপত্তি জানেন না, মহর্ষিগণও নহে; কারণ আমি সর্ব্বতোভাবে দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি। যিনি আমাকে অজ, অনাদি ও লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানেন, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই অসম্মূঢ় ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হন। বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ (যথার্থ বা অভ্রান্ত ধারণা) ক্ষমা, সত্য, দম (নিগ্রহ) শম (শান্তি), সুখ, দু:খ, ভব (জন্ম, অস্তিত্ববোধ), অভাব (মৃত্যু, নাস্তিত্ববোধ) এবং ভয় ও

অভয়, অহিংসা, সমতা (সমজ্ঞান) তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ — প্রাণিগণের এই সকল পৃথগ্‌বিধ ভাব (মনোবৃত্তি) আমা হইতেই উৎপন্ন। পূর্ব্বেও (ভৃগু প্রভৃতি) সপ্ত মহর্ষি, সনকাদি চারিজন ঋষি এবং (চতুর্দ্দশ) মনু আমারই প্রভাবসম্পন্ন ও আমা হইতে জাত, — জগতে এই সকল মনুষ্য যাঁহাদের সন্ততি। যিনি আমার এই বিভূতি (ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরত্বের লক্ষণ) এবং যোগ (ঐশ্বর্য্যের প্রয়োগ) যথার্থত জানেন, তিনি অবিচলিত যোগের সহিত যুক্ত হন ; ইহাতে সংশয় নাই। আমি সকলের উৎপত্তির মূল, আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত (আরব্ধ, চালিত) হয় — ইহা জানিয়া জ্ঞানিগণ (আমার) ভাবনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া আমাকে ভজনা করেন। তাঁহারা আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া, মদ্গতপ্রাণ হইয়া, পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া এবং সর্ব্বদাই (নিজেদের মধ্যে) আমার বিষয় আলাপ করিয়া আনন্দ ও শান্তি পাইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে global total war এর অপরিমেয় ক্ষয় ক্ষতি মনশ্চক্ষে দেখিয়া প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সাময়িক ভাবে বুদ্ধিসঙ্কট ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিতে সাহায্য করেন, যাহাতে তিনি যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় স্বধর্ম্ম সম্পাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণ কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও সম্পূর্ণভাবে অর্জ্জুনকে তাঁহার কার্য্য কর্ম্ম করাইতে পারিতেছিলেন না। অর্জ্জুন এখনও "করিষ্যে বচনং তব" বলিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন না। রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ ব্যাখ্যানের পরেও there was no immediate response from অর্জ্জুন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে অর্জ্জুনের আরো অনুশীলনের প্রয়োজন। সে কারণ শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলিলেন,

"হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পরম বাক্য শোন, যাহা প্রীয়মান তোমাকে তোমার হিতের জন্য বলিতেছি।" আর প্রথম আটটী শ্লোকে তিনি যে কী বস্তু তাহার পুনর্ব্বিচার করিলেন।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ—পুনর্ব্বার আমার বিচার মনোযোগপূর্ব্বক শুন ; আমি অত্যন্ত গুরু বিষয়ে আলোচনা করিতেছি এবং এই সকল আলোচনা পরম ও চরম বিষয়ে। এই আলোচনা তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত সমীচীন, কারণ তুমি,

প্রীয়মাণায়—পূর্ব্ব আলোচনার পর কতকটা আশ্বস্ত ও সুস্থ হইয়াছ বটে ; তবে সম্পূর্ণরূপে তোমার বুদ্ধিসঙ্কট দূরীভূত হয় নাই। তোমার প্রীতি জন্মিতেছে মনে হওয়ায় পুনরায় তোমার,

হিতকাম্যয়া—হিতকামনায় আমি সংক্ষেপে সেই পরমতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করিতেছি। পুনরাবৃত্তির বিষয়বস্তু কী? শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা, স্বকীয় পরিচিতি। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শ্লোকে এই সংক্ষেপ বর্ণনা।

অহমাদিঃ—আমি সর্ব্বতোভাবে আদি ;

ভূতানাম্ মত্ত এব পৃথগ্ বিধাঃ—প্রাণীগণের সকল পৃথক পৃথক ভাব ও মনোবৃত্তি আমা হইতে উৎপন্ন ;

মদ্ভাবা মানসা জাতা—সপ্ত মহর্ষি, সনকাদি চারিজন ঋষি ও চতুর্দ্দশ মনু আমারই ভাববিশিষ্ট, আমার মানসজাত—জগতের এই সকল মনুষ্য অর্থাৎ সমস্ত মানুষসৃষ্টি তাঁহাদেরই সন্ততি ;

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ—আমি সকলের উৎপত্তির মূল ; এবং

মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে—আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত, আরব্ধ ও চালিত হয়।

মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ – যে সকল আমাকে অর্থাৎ কৃষ্ণবাসুদেবকে এইরূপ অজ, অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ থেকে মুক্ত হন এবং

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ – যাঁহারা আমার (কৃষ্ণবাসুদেবের) ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরত্বের লক্ষণ) এবং ওই সকল ঐশ্বর্য্যের প্রয়োগ যথাযথ জানেন :

মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ – তাঁহারা, সেই সকল জ্ঞানিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ আমার উপদেশের অনুগামী হন ও আমার নির্দ্দেশ পালন করেন। শুধু তাহাই নহে তাঁহারা,

বোধয়ন্তঃ পরস্পরং কথয়ন্তশ্চ – মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পরকে আমার নির্দ্দেশ বুঝাইতে থাকেন ও সর্ব্বদা আমার বিষয় অর্থাৎ আমার স্বরূপত্বের ও আমার নির্দ্দেশাবলী নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করিয়া আনন্দ ও শান্তি প্রাপ্ত হন।

১০.১ এরূপ ভক্তির পরেও বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

অন্বয় – সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ভজতাং তেষাং (অহং) তং বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি। তেষাম্ অনুকম্পার্থম্

এব অহং আত্মভাবস্থঃ (সন্) ভাস্বতা (বিস্ফুরতা) জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি।

অনুবাদ – সতত (আলোচনায়) যুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজমান,– তাঁহাদের জন্য আমি এমন বুদ্ধি দিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন (ভাবসমন্বিত হইবার পরেও বুদ্ধিযোগ আবশ্যক, কেবল ভক্তিতে ব্রহ্মলাভ হয় না)। তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পার জন্যই আমি (তাঁহাদেরই) বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনাশ করি।

ব্যাখ্যা – সাধারণতঃ সংসারে ও সমাজে দেখা যায় যে কোন একটী মতবাদে বিশ্বাস কিংবা কোন একটী বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আত্মনিবেদন চিরস্থায়ী হয় না। এই সকল নির্ভরতা স্থায়ী ও শক্ত হয় তখন, যখন তাহাদের ভিত্তি (foundation) বিশেষ গ্রাহ্য, convincing যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং এই সকল জীব বিচারের দ্বারা বিষয়বস্তুর **সামগ্রিক** প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়া তৎসম্বন্ধে একটী সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ মার্গ অনুসরণ করে। এ অবস্থাকে সাধারণে গ্রাম্য ভাষায় বলে "মেড়া লড়ে খুঁটোর জোরে"। ইহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি – হউক একটী মতবাদ কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আত্মনিবেদন – পাকাপোক্ত করিতে "(শ্রদ্ধয়া) শ্রোতব্যো (আনুকল্যেন) মন্তব্যো (তদা) নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" তাহা না হইলে, আধুনিক কালের সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তি বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানের প্রসারের প্রচণ্ড আঘাতে নড়িয়া যাওয়ায় মনুষ্য সমাজ যে রূপ এক বিভ্রান্তকর রহস্যময় সংশয় সাগরে ভাসিতেছে, সেইরূপ ইহারাও ভাসিতে থাকিবে। এমন কি ধীর প্রকৃতি লোকেরাও বিজ্ঞানের এই প্রসারে এতদূর প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন যে

তাঁহাদেরও পক্ষে প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত অন্য কিছু মানিয়া লওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক অদৃশ্য শক্তিই যে সর্ব্বকর্ম্মনিয়ন্তা ও সর্ব্বক্রিয়ার ব্যবস্থাপক—তাঁহাদের চিরকালের এই বিশ্বাসের মূল যেন নড়িয়া গিয়াছে এবং তাঁহারাও "মানুষই সর্ব্বময় কর্ত্তা" এইরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশ্বাসের ভিত্তি বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা সুদৃঢ় না হইলে এইরূপই হইবে। সে কারণ,

দদামি বুদ্ধিযোগং—সমস্ত উপদেশ কিংবা মতবাদের স্বীকৃতি জ্ঞানমূলক। সমস্ত বুঝিয়া উপদেশ পালন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা; তাহা হইলে আর সেই উপদেশ সম্বন্ধে কোন সংশয় হয় না। জীবের বিশ্বাসের মূল ও ভিত্তি দৃঢ় হয় (শ্রীকৃষ্ণের মতে) "বুদ্ধিযোগাৎ"। সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই এবং সুখ শান্তিও নাই,[১] "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি; নায়ং লোকঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।" এ কারণ, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্ব্বত্র বুদ্ধিযোগের উল্লেখ করিয়াছেন[২] এবং এখন তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া নিশ্চিত করিলেন যে ভক্তির পরেও বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হয়; কেবল ভক্তিতে ব্রহ্মলাভ হয় না। এ কারণ,

জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা—তিনি উহাদের বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞানজ তম নাশ করেন। কেন?

তেষামেবানুকম্পার্থম্—না, তাঁহাদের, সেই ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণবাসুদেব এইরূপ ব্যবহার করেন। পূর্ব্বেও[৩] এরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, "কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এবং পরেও তাঁহার বিশ্বরূপদর্শন প্রসঙ্গে একাধিক বার ইহার পুনরুক্তি[৪] করিয়াছেন, "ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ-

---

১। ৪।৪১ ২। ২।৩৯ ৩। ৯।৩১ ৪। ১১।৪৮, ৫৩

র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ", "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া,", তাঁহার অনুকম্পা পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের[১] শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য স্মরণীয়। তদুক্ত কর্ম্মযোগ বুঝিতে নিশ্চল ও স্থিরবুদ্ধির প্রয়োজন, সাধারণ বুদ্ধি কোন কাজে লাগে না। প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞানদ্বারা এই জ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না। এই তত্ত্ব জানিতে হইলে বহু অনর্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়।[২] উপনিষৎ বলেন, "তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্", এই আত্মপদার্থ বুদ্ধিরূপগুহাতে উপলব্ধ হইয়া থাকেন; ইঁনি অতি সূক্ষ্মহেতু অত্যন্ত দুর্দ্দর্শ এবং গহন।

অতএব প্রাকৃতপদার্থের জ্ঞানের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবাসুদেব ভাস্বত জ্ঞানদীপ দ্বারা, প্রজ্ঞার দ্বারা, এই ভক্তদিগের অজ্ঞানজ তম নাশ করেন। এ কারণ, তন্নির্ভরতা ঘনতমসাবৃত অন্ধকার নহে, faith in him is not blind। ইহা ভাস্বত জ্ঞানদীপের দ্বারা অত্যুজ্জ্বল, স্বকীয় যুক্তির দ্বারা শাণিত; "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ" নহে[৩]।

১০.২ অর্জ্জুনও বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, পরমধাম ও পরমপবিত্র

অর্জ্জুন উবাচ—

> পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
> পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২॥
> আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিনারদস্তথা।
> অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥

১। ২।৫২-৫৩ ২। কঠো ১।২।১২ ৩। কঠো ১।২।৫

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম, পরমং পবিত্রং চ, শাশ্বতং পুরুষং, দিব্যম্ আদিদেবম্, অজং বিভুম্ (ইতি) ত্বাং সর্ব্বে ঋষয়ঃ তথা দেবর্ষিঃ নারদঃ, অসিতঃ, দেবলঃ ব্যাসঃ আহুঃ, স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি।

অনুবাদ—তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম (আশ্রয়), পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য আদিদেব, অজ, বিভু। এইরূপ তোমাকে সকল ঋষিগণ তথা দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস বলেছেন ; স্বয়ং তুমিও আমাকে বলিতেছ।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুন এতক্ষণে স্বীকার করিলেন তাঁহার সখা, কৃষ্ণ-বাসুদেব পরমব্রহ্ম। কিন্তু ইহা তাঁহার সমগ্রভাবে উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্ণব্রহ্মসনাতনের যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি সবিস্তারে পুনরায় বলিতে অনুরোধ করার কোন মানে হয় না ; তথাপি অর্জ্জুন তাহা করিলেন। অর্জ্জুনের এই অনুরোধে কৃষ্ণ-বাসুদেব, মনে হয়, ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের "হন্ত"[১] জাতীয় বচনে ইহা প্রতীয়মান হয়।

১০.২.১ শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে না জানাইলে কেহই তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥

১। ১০।১৯

অন্বয় – কেশব ! মাং যৎ বদসি, এতৎ সর্ব্বম্ ঋতং (সত্যং) মন্যে ; হি (যস্মাৎ) ভগবন্ ! তে ব্যক্তিং (আবির্ভাবং) দেবাঃ দানবাঃ চ ন বিদুঃ (জানন্তি)। পুরুষোত্তম ! ভূতভাবন ! ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপতে ! ত্বম্ স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ (জানাসি)।

অনুবাদ – হে কেশব ! আমাকে যেরূপ কহিতেছ, তাহা সমস্তই সত্য মনে করি, হে ভগবন্ ! তোমার স্বরূপ কেমন, তাহা দেবতা বা দানবের কাহারও জানা নাই। হে পুরুষোত্তম ! ভূতভাবন ! ভূতেষু ! দেবদেব ! জগতপতে ! তুমি নিজেই আপনার দ্বারা আপনাকে জান।

ব্যাখ্যা—আত্মানং বেত্থ – ঐতিহাসিক তথ্য অন্য কথা বলে। তাঁহার আবির্ভাব তাঁহার প্রিয় পার্ষদরা আগেই জানিতে পারেন এবং উপযোগী favorable পরিবেশ সৃষ্টি করেন – ভগবান্ যীশুর ও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব লক্ষণীয়।

১০.২.২ অর্জ্জুনের প্রার্থনা : তোমার এই অলৌকিক যোগেশ্বর্য্য সমূহ পুনঃ বিস্তৃতভাবে বল

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥
কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮॥

অন্বয়—যাভিঃ বিভূতিভিঃ ত্বম্ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি,

(তাঃ) দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি। যোগিন্! অহং সদা পরিচিন্তয়ন্ ত্বাং কথং বিদ্যাম্? ভগবন্! কেষু কেষু ভাবেষু চ (ত্বাং) ময়া চিন্ত্যঃ অসি। জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগম্ বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয় হি, (যতঃ) অমৃতং শৃন্বতঃ মে তৃপ্তি ন অস্তি।

অনুবাদ—যে সকল বিভূতির দ্বারা তুমি এই লোক সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া আছ, সেই সকল দিব্য আত্মবিভূতি (তোমার বিভূতি) নিঃশেষ করিয়া (সম্পূর্ণ করিয়া) বল। হে যোগিন্! আমি সদা চিন্তা করিয়া তোমাকে কিরূপে জানিব? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ ভাবে (অর্থাৎ তোমার কোন্ কোন্ প্রকাশে) তুমি আমার চিন্তনীয়? হে জনার্দ্দন! তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি সবিস্তারে পুনরায় বল; কারণ, অমৃততুল্য বাক্য শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

১০.৩ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রধান প্রধান বিভূতির বিষয় বর্ণন

শ্রীভগবান্ উবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবিনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যনাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ সাম্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ – হন্ত, কুরুশ্রেষ্ঠ ! দিব্যা (যা মম) আত্মবিভূতয়ঃ (তাঃ) প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি ; হি (যতঃ) মে বিস্তরস্য অন্তঃ নাস্তি । গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা ; অহং ভূতানাম্ আদিঃ চ, মধ্যং চ, অন্তঃ এব চ । অহম্ আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ অস্মি, অহং নক্ষত্রাণাং শশী । (অহং) বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাম্ বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ চ অস্মি, ভূতানাং চেতনা অস্মি । (অহং) রুদ্রাণাং শঙ্করঃ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং বিত্তেশঃ (কুবেরঃ) অস্মি, বসূনাং পাবকঃ অস্মি, শিখরিণাং মেরুঃ । পার্থ ! মাং পুরোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি, অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং সাগরঃ অস্মি । অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ, গিরাম্ (বাক্যনাং) একম্ অক্ষরম্ (ওঁকারম্) অস্মি, যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ, স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ অস্মি । (অহং) সর্ব্ববৃক্ষাণাম্ অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং

নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ চ (অস্মি)। অশ্বানাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাম্ ঐরাবতং চ, নরাণাং নরাধিপং মাম্ বিদ্ধি। অহম্ আয়ুধানাং বজ্রং, ধেনূনাং কামধুক্ অস্মি ; অহং প্রজনঃ কন্দর্পঃ চ অস্মি সর্পাণাম্ বাসুকি অস্মি। অহং নাগানাম্ অনন্তঃ, যাদসাং চ বরুণঃ অস্মি, অহং পিতৃণাং অর্য্যমা, সংযমতাং চ যমঃ অস্মি। অহং দৈত্যানাং প্রহ্লাদঃ, কলয়তাং চ কালঃ অস্মি ; অহং মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাং চ বৈনতেয়ঃ। অহং পবতাং পবনঃ, শস্ত্রভৃতাং রামঃ অস্মি, ঝষাণাং (মৎস্যানাং) চ মকরঃ অস্মি, স্রোতসাং জাহ্নবী অস্মি। অর্জ্জুন! অহং সর্গাণাম্ আদিঃ, মধ্যম চ এব, অন্তঃ চ ; বিদ্যানাম্ অহম্ অধ্যাত্মবিদ্যা, অহং প্রবদতাং বাদঃ। অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি, সামাসিকস্য চ দ্বন্দ্বঃ। অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা। অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাম্ উদ্ভবঃ ; (অহং) নারীণাং কীর্ত্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা চ। তথা সাম্নাং বৃহৎ সাম, অহং ছন্দসাং গায়ত্রী ; মাসানাম্ অহং মার্গশীর্ষঃ, ঋতূনাং কুসুমাকরঃ। অহং ছলয়তাং দ্যূতম্ অস্মি ; অহং তেজস্বিনাং তেজঃ ; অহং জয়ঃ অস্মি, ব্যবসায়ঃ অস্মি, সত্ত্ববতাং সত্ত্বম্। বৃষ্ণীণাং বাসুদেবঃ অস্মি, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ; অপি মুনীনাম্ অহং ব্যাসঃ, কবিনাম্ উশনা কবিঃ। অহং দময়তাং দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাং (জেতুমিচ্ছতাং) নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং মৌনম্ এব চ অস্মি, জ্ঞানবতাং জ্ঞানম্। অর্জ্জুন! যৎ চ সর্ব্বভূতানাং বীজং যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি। পরন্তপ! মম দিব্যানাং বিভূতীনাং অন্তঃ ন অস্তি ; এষ তু বিভূতে বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপতঃ) প্রোক্তঃ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! প্রধান প্রধান

বিভূতির কথা তোমায় মোটামুটি বলিতেছি, আমার বিভূতির সবিস্তার বর্ণনার অন্ত নাই। হে গুড়াকেশ! আমি সকল জীবের অন্তরস্থিত আত্মা; ভূতগণের আদি, মধ্য, অন্তও আমি। আদিত্যগণের (অদিতির দ্বাদশ পুত্রের) মধ্যে আমিই বিষ্ণু, জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে আমিই সূর্য্য, মরুৎগণের (ঊনপঞ্চাশ বায়ুর) মধ্যে আমিই মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমিই চন্দ্র। আমিই চারিবেদের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমুদয়ের মধ্যে মন ও ভূতগণের মধ্যে আমি চৈতন্য শক্তি। রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষদের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু। হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান (দেবগণের পুরোহিত) বৃহস্পতি বলিয়া জানিও; আমিই সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় ও জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে একাক্ষর ওঙ্কার, যজ্ঞগণের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়। আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল। অশ্বগণের মধ্যে আমাকে অমৃতোদ্ভব (অমৃতসহ উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত এবং নরগণের মধ্যে রাজা—আমাকেই জানিও। আমি আয়ুধসমূহের মধ্যে বজ্র ও ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, আমি সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তিহেতু কন্দর্প এবং সবিষ সর্পগণের মধ্যে (সর্পরাজ) বাসুকি। এবং নাগগণের মধ্যে অনন্ত, আমি জলচরগণের মধ্যে বরুণ; এবং পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা; আমি দণ্ডদাতৃগণের মধ্যে যম। আমি দৈত্যাদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ; আমি চালকদিগের (গণনাকারীদিগের) মধ্যে কাল (সময়) এবং পশুগণের মধ্যে সিংহ, পক্ষীগণের মধ্যে গরুড়। আমি বেগশালীদিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, এবং নদী সকলের

মধ্যে জাহ্নবী। হে অর্জ্জুন! আমি সকল সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য; বিদ্যাসকলের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং বাদিগণের বাদ (তত্ত্ববোধার্থ সদ্‌বিচার)। আমিই অক্ষর সকলের মধ্যে অকার, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব; আমিই অক্ষয়কাল, আমিই বিশ্বতোমুখ (বিশ্বের সর্ব্বত্র যাঁর মুখ, সর্ব্বাত্মক) ধাতা (বিধাতা)। আমি সর্ব্ববিনাশক মৃত্যু এবং ভবিষ্যসকলের উদ্ভব; এবং নারীগণের (স্ত্রীগুণাবলীর মধ্যে) কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা। এবং সাম সকলের মধ্যে বৃহৎসাম (বৈদিক স্তোত্রবিশেষ), আমি ছন্দসকলের মধ্যে গায়ত্রী; আমি মাসসকলের মধ্যে মার্গশীর্ষ এবং ঋতুর মধ্যে বসন্ত। আমি ছলনা-কারিগণের মধ্যে দ্যূত; আমি তেজস্বিগণের তেজ; আমিই ব্যবসায় (স্থির সঙ্কল্প, অধ্যবসায়) এবং (ব্যবসায়ীদিগের) জয়। সাত্ত্বিক-গুণের সত্ত্বগুণ। বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়; আর মুনীগণের মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে উশনা কবি (ভার্গব, শুক্র)। আমি দমনকারীদিগের দণ্ড (দমন করিবার শক্তি), জয়েচ্ছুগণের নীতি (সাম দামাদি) এবং গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান। হে অর্জ্জুন! যাহা সর্ব্বভূতের বীজ, তাহাও আমি; এমন চরাচর (জঙ্গম স্থাবর) ভূত (বস্তু) নাই, যাহা আমা বিনা থাকিতে পারে। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নাই; এই বিভূতির কথা তোমায় সংক্ষেপে বলিলাম।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই নূতন প্রশ্নগুলি[১] wth good grace এ লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অর্জ্জুন স্বীকার করিলেন যে তাঁহার সখা পূর্ণব্রহ্মসনাতন। ইতিপূর্ব্বে[২] শ্রীকৃষ্ণ মোটামুটি

১। ১০।১২-১৮ ২। ৭।৪-১৩, ৯।১৬-১৯

তাঁহার বিভূতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। যুদ্ধ আসন্ন, বৃথা সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া যিনি পূর্ণব্রহ্মসনাতন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার প্রধান প্রধান বিভূতি বর্ণনের অনুরোধ কী যুক্তিযুক্ত? শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, সে কারণ আলোচনার মধ্যে না গিয়া বলিলেন,

নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে—আমার বিভুতির বিস্তৃতির, বহু ভাবে বিকাশের অন্ত নাই; সে কারণ,

প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যামি—প্রাধান্যত, প্রধান প্রধান গুলি তোমাকে বলিব। প্রথমেই ঘোষণা করিলেন যে তিনিই,

সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ—সর্ব্বভূতের আশ্রয়কারী, সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতা আত্মা;

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ—আমি ভূতগণের আদি (উৎপত্তি) এবং মধ্য (স্থিতি) এবং অন্ত (নাশ)ও।

ইহার পর ২১শ হইতে ৩১শ শ্লোকে অধিকাংশ স্থলে এক এক শ্রেণীর প্রধানের উল্লেখ করা হইয়াছে। পরে পুনরায় ৩২শ শ্লোকে মনে করিয়ে দিলেন,

সর্গানামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম্—আমি সকল সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য।

এখানে অধ্যাত্মবিদ্যা ও বাদিগণের (কথার মধ্যে) বাদ বিষয়ের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্—উপনিষৎ[১] বলেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণের অভিমত: দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য; পরা ও অপরা। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো

১। মুণ্ডক ১।৪-৫

যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ! অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা (উচ্চারণাদিবোধক বেদাঙ্গ), কল্প (বৈদিক ক্রিয়াকলাপবোধক বেদাঙ্গ), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বেদব্যাখ্যার নিয়মাদিবোধক বেদাঙ্গ), ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ ইহারা অপরা বিদ্যা। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরাবিদ্যা নহে। ইহার দ্বারা তাঁহার অষ্টধা প্রকৃতির[১] বিষয় জানিতে ও তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা যাইতে পারে। এই বিদ্যার অধিকারীরা "ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ ;[২] কিন্তু ইহাতে তাঁহার পরা-বিদ্যা অধিকার করা যায় না। সে বিদ্যার অধিকারীরা "যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।"[৩]

বাদঃ প্রবদতামহম্—আমি বাদিগণের (কথার মধ্যে) বাদ, তত্ত্ববোধার্থ সদ্‌বিচার। কথাবার্ত্তা, আলোচনা সাধারণতঃ তিন প্রকার ; বাদ, জল্প, বিতণ্ডা। ইহাদের মধ্যে প্রধান—তত্ত্ব-নির্ণয়। উপনিষদ্ বলেন, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া ;"[৪] সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বদর্শী আচার্য্যের সমীপে উপদিষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্ববিষয় যে বুদ্ধি দৃঢ়ীকৃত হয়, তাহা তর্কের দ্বারা অপনীত হইবার নহে। অতএব শাস্ত্রাভিজ্ঞ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও শাস্ত্রপ্রভূত বুদ্ধিই সম্যক্ জ্ঞান-সাধিকা হয় ; ইহাকেই তর্কাগম্যা বুদ্ধি কহে। ইহাই বাদ, তত্ত্ববোধার্থক সদ্বিচার।

জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি—আমি ব্যবসায়ীদিগের অধ্যবসায়, ব্যবসায়ীদিগের আমি জয়। আধুনিক বৈশ্যপ্রধান সমাজে আমরা

১। ৭.৪ ২। ৯।২৫ ৩। ৯।২৫ ৪। কঠ ১।২।৮-৯

অহরহঃ ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কি পশ্চিমে, কি আমেরিকায়, কি জাপানে, এমন কি ভারতেও যাহারা ব্যবসায়ে অধ্যবসায়ী, তাঁহারা ব্যবসায়ে জয়ী হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মতে ব্যবসায়ে জয়ী হইতে হইলে যাহা প্রয়োজন, তাহা অধ্যবসায়। অন্যান্য আবশ্যকীয় গুণ থাকিলেও, অধ্যবসায় প্রধান। একথা আমাদের যুবকরা মনে রাখিলে তাহাদের যুবশক্তির কোন অপব্যবহার হইয়া অশান্তি ও দুর্য্যোগ ঘটিবার সুযোগ ঘটিবে না।

দণ্ডো দমযতামস্মি – এই শ্লোকে সামাজিক-তথা-রাষ্ট্রিক সুশাসনের ব্যবস্থা, কূটনীতিতে জয়ের উপায়, গোপনীয় বিষয় রক্ষার কৌশল কী ও জ্ঞানীদিগের জ্ঞানের সম্বন্ধে সূত্রাকারে শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শুধু শ্রীকৃষ্ণের সময় ইহার প্রাযুজ্য ছিল যে তাহা নহে। ইহ সর্ব্বকালে প্রযোজ্য এবং সেই হিসাবে ইহার বিচার সযত্নে করা উচিত। সমাজে ও রাষ্ট্রে সব সময়েই দেখা যায় কিয়দংশ লোক নির্দ্দিষ্ট ও নির্ণীত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নিয়মলঙ্ঘন করে। ইহাদের অঙ্কুরেই দমন না করিলে তাহাদের এই কার্য্যাবলী সম্প্রসারিত হইয়া অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবেই। অতি অল্প সংখ্যক লোকই এইরূপ সমাজবিরোধী ; কিন্তু বহু সংখ্যক sitting on the fence। তাহারা যখন দেখে যে অপরাধীর দণ্ড হইতেছে না, এই সকল অপরাধীরা দম্ভভরে সমাজে যথেচ্ছাচার করিয়া নিজেদের স্বার্থলাভে সচেষ্ট ও তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখ ও প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়, তখন এই অতিকায় সাধারণ জনসমাজ, যাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই লোভী কিন্তু ভীরু, তাহারা ইহাদের দলকে পুষ্ট করে। এইরূপে সমাজে সমাজবিরোধের বিস্তার ঘটে। বর্ত্তমানে স্বাধীনোত্তর আমাদের দেশেও ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছে। প্রথমে সামান্য

গুটিকয়েক সমাজবিরোধীকে যথোপযুক্ত শাস্তি না দেওয়ায় আজ সারাদেশে ওই ব্যাধির প্রকোপ। প্রশাসকগণ দমন করিবার শক্তির ব্যবহার না করায় এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে,

নীতিরস্মি জিগীষতাম্ – যাঁহারা কূটনীতিতে জয় ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সামদামাদি নীতির সদ্ব্যবহার করিবেন, নচেৎ স্বদেশবাসীর ক্ষতির সম্ভাবনা হইতে পারে এবং স্বদেশের সার্ব্বিক উন্নতির পরিপন্থী হওয়ারও সম্ভাবনা। আমাদের দেশের কাশ্মীরনীতি ও পাকিস্থান সম্বন্ধে দুর্ব্বল কূটনৈতিক ব্যবহার ইহাই প্রমাণ করে। আর সর্ব্বপ্রকার শাসনে

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাম্ – গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে মৌনভাব বিশেষ প্রয়োজন। মনুসংহিতা ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বিষয়ক নির্দ্দেশ দ্রষ্টব্য। রাজমন্ত্রীদিগের স্থানে অস্থানে বাণীপ্রচারে যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা। রাষ্ট্রশাসকের, সমাজরক্ষকের ও কূটনীতিকের এ বিষয় অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সর্ব্বভূতানাং বীজং – তিনি যে সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা তাহা পুনরায় ঘোষণা করিয়া পরিষ্কারভাবে মন্তব্য করিলেন যে তিনি সকলভূতের বীজ এবং চরাচর, স্থাবর জঙ্গমের এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহা বিনা থাকিতে পারে। পূর্ব্বের ঘোষণা,[১]

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

অন্য কথায় ইহাই অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যান।

১। ৭।৭, ১০

১০.৪ শ্রীকৃষ্ণের শেষ সিদ্ধান্ত : যাহা কিছু শোভা বা শক্তি সম্পন্ন তাহা তাঁহার তেজের অংশসম্ভূত

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

অন্বয়—যৎ যৎ সত্ত্বং বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ বা উর্জ্জিতং, তৎ তৎ মম তেজঃ-অংশসম্ভবম্ এব (ইতি) ত্বম্ অবগচ্ছ।

অনুবাদ—যে যে সত্ত্ব (entity) ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন বা শক্তি-সম্পন্ন, সেই সেই সত্ত্ব আমার তেজের অংশ হইতেই উৎপন্ন – এই তুমি জানিও।

ব্যাখ্যা—মম তেজোঽংশসম্ভবম্—যিনি "ভুবনস্যাস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ", "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং", "ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ"[১] তাঁহার পক্ষে প্রধান প্রধান বিভূতির উল্লেখ সহজ নহে। যতদূর সম্ভব একটী তালিকা দিয়া শেষ করিলেন এই মন্তব্য করিয়া যে "যে যে সত্ত্ব (সত্ত্বা ভাব) বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন, সমৃদ্ধি বা শোভাসম্পন্ন বা শক্তিসম্পন্ন, সেই সেই সত্ত্ব আমার তেজের অংশ থেকেই উৎপন্ন – ইহা তুমি জানিও।" আর বিভূতি যোগের উপসংহার করিলেন এই বলিয়া যে,

১০.৫ শ্রীকৃষ্ণ এই সমগ্র বিশ্ব তাঁহার একাংশ দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

১। শ্বেতা ৪।১০, ১৪, ১৫

অন্বয়—অথবা (হে) অর্জ্জুন ! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্ ? অহম্ ইদম্ কৃৎস্নম্ জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য (ধৃত্বা) স্থিতঃ।

অনুবাদ—অথবা, হে অর্জ্জুন ! পৃথক পৃথক এইরূপ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি ? আমি এই নিখিল জগৎ আমার একাংশ দ্বারা ধারণ করিয়া আছি।

ব্যাখ্যা—বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন—ইহা অর্জ্জুনের পূর্ব্বে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের[১] উত্তর। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে যে বিভূতির আশ্রয় করিয়া তুমি এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত আছ, তোমার এই অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্যসমূহ বিস্তৃতভাবে সম্পূর্ণ করিয়া বল।" শ্রীকৃষ্ণ যথাসম্ভব তাঁহার বিভূতির নানাদিকের উল্লেখ করিয়া দেখিলেন যে এই বিবরণ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, এই description অতীব incomplete ; তাঁহার আত্মবিভূতি নিঃশেষ করিয়া বলা যায় না। তখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে "আমি এই নিখিল বিশ্ব আমার একাংশ দ্বারা ধারণ করিয়া আছি" অর্থাৎ বাকী ৯৯ শতাংশ এই কাজে প্রয়োজন হয় না। এরূপ রীতিতে বলার কারণ, to impress upon Arjuna the vastness of his divine glory। ইহা যে অযথা বাগাড়ম্বড় নহে, পরের অধ্যায়ে সঞ্জয় ইহার supportএ ব্যাস-প্রদত্ত তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা[২] প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

যদি নভোঃমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রভা সেই মহাত্মার প্রভাবসদৃশ হইতে পারে।

১। ১০।১৬ ২। ১১।১২

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শন যোগ

১১.০ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে অর্জ্জুনের প্রার্থনা

অর্জ্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১॥
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতিঃ প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ। কমলপত্রাক্ষ! হি ত্বত্তঃ (ভবৎ সকাশৎ) ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ (সৃষ্টিপ্রলয়ৌ) ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ ; অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ (শ্রুতং)। পরমেশ্বর! যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্থ (ব্রবীষি) এতৎ এবং ; পুরুষোত্তম! তব ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। প্রভো! যোগেশ্বর! যদি তৎ (রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে ; ততঃ ত্বং মে অব্যয়ং (নিত্যং) আত্মান্ং (রূপং) দর্শয়।

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন—আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তুমি যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মবিষয়ক কথা আমাকে বলিলে,

তাহাতে আমার মোহ দূর হইল। হে কমলপত্রাক্ষ! ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্বন্ধে তোমার নিকট আমি সবিস্তারে শুনিলাম এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্যও শুনিলাম। হে পরমেশ্বর! তুমি এই প্রকারে যাহা নিজের সম্বন্ধে বলিলে, হে পুরুষোত্তম! তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো, যোগেশ্বর! যদি আমাকে তোমার সেই (ঐশ্বরিক) রূপ দেখিতে সমর্থ মনে কর, তবে আমাকে সেই অব্যয় আত্মরূপ দর্শন করাও।

ব্যাখ্যা—বিভূতিযোগের আলোচনার সময় শ্রীকৃষ্ণের খেদসূচক বাক্য "হন্ত"[১] এবং ওই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তাঁহার উষ্মা অর্জ্জুন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্যক্ প্রকারে নির্ভর করা যাইবে কিনা সে সম্বন্ধে তখনো অর্জ্জুনের মনে বোধ হয় সংশয় ছিল, তাহা না হইলে নিম্নলিখিত শ্লোকে[২] শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিবার ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেন না।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥

এ যাবৎ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের মুখে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় শুনিলেন; কিন্তু তাঁহার সত্যই যে এই সকল ক্ষমতা আছে অর্জ্জুনের তাহা প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছা। শুদ্ধচেতাদিগের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভাষণই যথেষ্ট, তাঁহার পক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া এই সকল অলৌকিক ব্যাপার যে সঠিক তাহার হাতে কলমে, ব্যবহারিক প্রমাণ, a perfect demonstration চাহেন। আমরা ইতি পূর্ব্বে দেখিয়াছি সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ

১। ১০।১৯ ২। ১১।৩

নানা ভাবে তাঁহার পুরুষোত্তম প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি দশম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্ন,[১]

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥

ইহারই reaction বিশ্বরূপদর্শন। শ্রীকৃষ্ণের মত যে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত, তিনি যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান--সমস্তই জানেন; শুধু জানা না, বর্ত্তমানের ন্যায় চাক্ষুষ দেখিতে পান এবং সর্ব্বকালের সর্ব্বজীব ও সর্ব্বশক্তি যে তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত এবং নানাবিধ রূপ ও নাম সত্ত্বেও অভিন্ন, তাহা তাঁহার নবম ও দশম অধ্যায়ের ঘোষণা অর্জ্জুনের পক্ষে যথেষ্ট মনে না হওয়ায় কৃষ্ণবাসুদেব এই অধ্যায়ে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করান। এই অধ্যায়ের আখ্যান ও আলেখ্য জনসাধারণ এবং অর্জ্জুনের ন্যায় সংশয়বাদী আত্মপ্রত্যয়ী বুদ্ধিজীবীদিগের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন। এই আলেখ্যে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্মসনাতন হইয়াও কৃষ্ণবাসুদেব-তনুতে পুরুষোত্তম। তিনি পরমব্রহ্ম, তিনিই উপনিষদের "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং", "সর্ব্বব্যাপী সঃ সর্ব্বগতঃ", এবং "সর্ব্বভূতাধিবাসঃ"। আর এই বিশ্বরূপদর্শন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংশয়হীন ব্যাখ্যা ও প্রমাণ।

গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্—গুহ্য অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক বাক্য—ইহা কী? নবম অধ্যায়োক্ত রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ, আত্মসমর্পণযোগ—শ্রীকৃষ্ণ নিজে বাসুদেবতনুতে পুরুষোত্তমরূপে গীতাধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ও তাঁহাতে অবিচলিত ভক্তি। তাহাতে,

মোহোঽয়ং বিগতো মম—আমার মোহ দূর হইল। মুখে

১। ১০।১৬

বলিলেও অর্জ্জুন এখনো "গতসন্দেহঃ"[১] হইয়া "করিষ্যে বচনং তব" বলিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন না। এখনো সংশয়!

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম—আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তবে সুর আগের চেয়ে নরম, ক্রমশঃ আত্মসমর্পণের দিকে;

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো—হে প্রভো, যদি আমাকে তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শনের যোগ্য মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর,

দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্—আমাকে তোমার সেই অব্যয়, অবিনাশী আত্মস্বরূপ দর্শন করাও।

১১.১ শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রার্থনা স্বীকার

শ্রীভগবান্ উবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—পার্থ! মে দিব্যানি নানাবিধানি নানা-বর্ণাকৃতানি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য। ভারত!

১। ১৮।৭৩

আদিত্যান্, বসূন্, রুদ্রান্, অশ্বিনৌ, তথা মরুতঃ, পশ্য ; (তথা) বহূনি, অদৃষ্টপূর্ব্বাণি, আশ্চর্য্যাণি পশ্য। গুড়াকেশ! ইহ (অস্মিন্) মম দেহে একস্থং কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ অন্যৎ চ যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি (তৎ সর্ব্বং) অদ্য পশ্য।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! আমার অলৌকিক নানাবিধ, নানা বর্ণ ও বিবিধ আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দর্শন কর। হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমার যুগল ও ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ দেখ ; আর পূর্ব্বে যাহা কেহ কখন দেখে নাই, এরূপ বহুবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন কর। হে অর্জ্জুন! আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত (চরাচরসহিত) সমুদয় জগৎ এবং যাহা কিছু দেখিতে চাও, তৎসমস্ত দর্শন কর।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রার্থনা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আত্মস্বরূপের সামান্যতম এক সূচনায় বলিলেন,

বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি—পূর্ব্বে যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, এরূপ বহুবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন কর। শুধু তাহাই নহে,

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্—চরাচর সহিত সমস্ত জগৎ অদ্য এখানে আমার দেহে, একস্থ দেখ। অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অন্য আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ইহাই পঞ্চদশ অধ্যায় বর্ণিত পুরুষোত্তম পরমব্রহ্ম[১] ও উপনিষদের "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।"[২]

১। ১৫।১৭-১৮ ২। ঐত ১।১-২

১১.১.১ শ্রীকৃষ্ণের সতর্কবাণী

আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখিতে তোমার চর্ম্মচক্ষুতে সম্ভব নহে ; দিব্যচক্ষু দিতেছি.

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

অন্বয়— অনেনৈব স্বচক্ষুষা তু মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ; (অতঃ) তেদিব্যং (অলৌকিকং) চক্ষুঃ দদামি ; মে ঐশ্বরং (অসাধারণম্) যোগং পশ্য।

অনুবাদ—কিন্তু এই চক্ষু দ্বারা তুমি আমার এইরূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না – তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি ; আমার ঐশ্বরিক যোগ, অঘটনঘটন সামর্থ্য দেখ।

ব্যাখ্যা—পশ্য মে যোগৈশ্বরম্,– যোগের ঐশ্বর্য্য যে কী মহান্ এবং তদ্দ্বারা কী অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজের ও পর পর সঞ্জয় ও অর্জ্জুনের বিবরণ[১] হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাইতে পারা যায়। সাধারণতঃ একাদশ অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের ব্যাখ্যান বলিয়া কথিত। কিন্তু "এহ বাহ্য"। এই শ্লোকে যোগের অসাধারণ শক্তির ঘোষণা ব্যতীত আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী"। সপ্তম, নবম ও দশম – এই তিন অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বিশদ করিয়া ব্যক্ত করিলেন যে তিনিই পরম পুরুষ, অদ্বৈত। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেই সকল এবং চরাচর সহিত সমুদয় জগৎ তাঁহাতে একত্র অবস্থিত।

১। ১১।৫-৬,১০-১৪,১৫-৩০

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্—এই অদ্বৈতবাদ বুঝা বা ধারণা করা অতিশয় কঠিন। জনসাধারণের নিকট ইহা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক ; এমনকি বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষেও সুকঠোর অনুশীলন ব্যতিরেকে ইহার উপলব্ধি করা অসম্ভব। এই অধ্যায়ে মহাভারতকার শ্রীকৃষ্ণের নিজের এবং পরে সঞ্জয় ও অর্জ্জুনের মাধ্যমে যাহা অসম্ভব ও সুদুষ্কর তাহা সম্ভবপর ও সুখবোধ্য করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। মহাভারতকারের সুপরিকল্পিত এই আলেখ্য দর্শনে জনসাধারণ এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ আভাষ পাইলেও পাইতে পারে। প্রয়োজন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, তাহা হইলে অর্জ্জুনের ন্যায় তাহারাও দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া এই মহান্ ও অলৌকিক আলেখ্য দেখিতে এবং কৃষ্ণবাসুদেবের অঘটন-ঘটন সামর্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে।

১১.২ বিশ্বরূপ বর্ণন

১১.২.১ সঞ্জয়ের বিবরণ

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ – ততঃ, রাজন্, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস। অনেকবক্ত্রনয়নম্, অনেক-অদ্ভুত-দর্শনম্, অনেকদিব্য-আভরণং, দিব্য-অনেক-উদ্যত-আয়ুধং, দিব্যমাল্য-অম্বর-ধরং, দিব্য-গন্ধ-অনুলেপনম্, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ম্, অনন্তং বিশ্বতোমুখং দেবম্। যদি দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ (তর্হি) সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ। তদা তত্র পাণ্ডবঃ দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ একস্থম্ অপশ্যৎ। ততঃ সঃ ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা (সন্) শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) দেবম্ অভাষত।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন, – তারপর হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র), মহাযোগেশ্বর হরি এই প্রকার বলিয়া পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন। অনেক বক্ত্রনয়ন, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য উদ্যত আয়ুধ (এই সকল সমন্বিত), দিব্যমাল্য-অম্বরধারী, দিব্যগন্ধ-অনুলেপিত, সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্যময়, অনন্ত, বিশ্বতোমুখ (সর্ব্বত্র মুখ-বিশিষ্ট) দেব। যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ উত্থিত হয়, তবেই তাহা সেই মহাত্মার প্রভাব সদৃশ হইতে পারে। তখন ধনঞ্জয় দেবদেবের শরীরে বহুধা বিভক্ত সমস্ত জগৎ একস্থ দেখিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় অতিশয় বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া নতশিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দেবকে বলিলেন।

ব্যাখ্যা—পরমং রূপমৈশ্বরম্—যোগের অসাধারণ ঐশ্বর্য্যের

সম্বন্ধে কৃষ্ণবাসুদেব একটু আগেই নিজেই বলিলেন "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্," "আমার অলৌকিক যোগশক্তি দেখ।"

শ্রীকৃষ্ণের এই যোগশক্তি সম্বন্ধে এখন সঞ্জয়ের অপূর্ব্ব বিবরণ :১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥

যদি আকাশে এককালে সহস্রসূর্য্য যুগপৎ সমুদিত হয়, তাহা হইলে সেই মহাত্মার (কৃষ্ণবাসুদেবের) তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে।

এই উপমা অনেকেই অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করেন এবং ইহাকে কবির উদ্ভট ও উৎকট কল্পনা বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ইহা যে বাস্তব, তাহা সাম্প্রতিক কালে আমেরিকায় Laser Beam, লেশার আলোক রশ্মি আবিষ্কার ও তৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্প্রসারণে "দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ" নভোমণ্ডলে একই কালে সহস্র সূর্য্য যুগপৎ সমুদিত প্রভাব সম্বন্ধে স্থূল জ্ঞান সম্ভব হইয়াছে। লেশার আলোক সম্বন্ধে নোবেলপুরস্কার প্রাপ্ত Charles Towens প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অভিমত, "with the invention of the laser, light has become something not only to look with, but also tangible force to be reckoned with. Laser Beam, specially those produced as bursts rather than continuous beams, can be extraordinarily bright as much as 10 billion times brighter than the Sun as seen from the earth. They can be concentrated into a spot measuring no more than 5/100,000ths of an inch where the temperature would

১। ১১।১২

rise instantly to a degree higher than that at the Sun's surface. Even without focussing, a powerful laser can concentrate 750 trillian watts on an area smaller than the face of a sugar cube It is like squirting Niagra Falls through a water pistal in one shot."[১]

আর সীমিত ক্ষেত্রে, এই উপমা আণবিক বোমার পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, Dr. J. Robert Oppenheimer-কে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। প্রায় পঁচিশ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে ১৯৪৫ সালে, নিউ মেক্সিকোয় Alamogordoএ এই বিশেষ আণবিক যুগের সৃষ্টি। প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের আলেখ্য চিত্রণ করিয়া তদানীন্তন New York Timesএ প্রত্যক্ষদর্শী William L. Laurence যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই রোমাঞ্চকর; এবং তাহা হইতে এই উপমার বাস্তবতার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে মহাভারতকার একটী সূত্রে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, Laurence তাহাই বিশদ-ভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "Just at that instant there rose from the bowels of the earth a light not of this world, the light of many suns in one. It was a sun rise such as the world had never seen, a great, green Super Sun climbing in a fraction of a second to a height of more than 8000 feet, rising ever higher until it touched the clouds, lighting up the earth and the sky all round with a dazzling luminosity.

১। Span May 1970 P. 48.

"It went a great ball of fire about a mile in diameter, changing colours as it kept shooting upwards, from a deep purple to orange, expanding growing bigger, rising as it was expanding as an elemental force freed from its bonds after being chained for billion of years.

"For a fleeting instant, the colour was unearthly green, such as one sees only in the corona of the Sun during a total eclipse. It was as though the earth had opened and the sky had split.

"One felt as though he had been privileged to witness the birth of the world - to be present at the moment of creation when the Lord said : "Let there be light."[১]

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা—পুনরায় অদ্বৈতবাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অর্জ্জুন দেবাদিদেবের শরীরে বহু প্রকারে বিভক্ত সমগ্র বিশ্ব একস্থ দেখিলেন। এই আলেখ্যে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে যাহা কিছু ভিন্ন ভিন্ন তাহা সবই এক ও অভিন্ন। "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"।[২] ইহাই অদ্বৈত, ইহাই অদ্বয়, ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"বাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংশয়হীন ব্যাখ্যা ও প্রমাণ।

১। The Stateman, Calcutta Ed. July, 1970

২। ঋগ্বেদ ১-১৬৪-৪৬

১২.২.২ অর্জ্জুনের বিবরণ

অর্জ্জুন উবাচ—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥১৫॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥১৬॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥১৭॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মত মে॥১৮॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥১৯॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥২০॥
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥২১॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥২২॥
রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥২৩॥
নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥২৪॥
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥২৫॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরাবিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥২৮॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—দেব। তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্, তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ দিব্যান্ ঋষীন্ সর্ব্বান্ উরগান্ চ (সর্পান্), ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং চ পশ্যামি। বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ। ত্বাম অনেকবাহু-উদরবক্ত্রনেত্রম্, অনন্তরূপং সর্ব্বতঃ পশ্যামি। তব ন আদিং, ন মধ্যং, (ন) অন্তং পুনঃ পশ্যামি। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং, দুর্নিরীক্ষ্যং, দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ অপ্রমেয়ং চ ত্বাং সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) পশ্যামি। ত্বং বেদিতব্যং পরমম্ অক্ষরম্, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং, ত্বম্ অব্যয়ঃ, শাশ্বত-ধর্মগোপ্তা, ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ (ইতি) মে মতঃ। অনাদি-মধ্য-অন্তম্, অনন্তবীর্য্যং, অনন্তবাহুং, শশিসূর্য্যনেত্রং, দীপ্তহুতাশবক্ত্রং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি। দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরং হি চ সর্ব্বাঃ দিশঃ একেন ত্বয়া ব্যাপ্তম্। মহাত্মন্! তব ইদম্ অদ্ভুতম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্। অমী সুরসঙ্ঘাঃ হি ত্বাং বিশন্তি, কেচিৎ ভীতাঃ (সন্তঃ) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ) গৃণন্তি (প্রার্থয়ন্তে)। মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ "স্বস্তি"-ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ (উৎকৃষ্টাভিঃ) স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি। রুদ্র-আদিত্যাঃ, বসবঃ, যে চ সাধ্যাঃ বিশ্বে, অশ্বিনৌ, মরুতঃ, উষ্মপাশ্চ (পিতরঃ), গন্ধর্ব্বযক্ষ-অসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ (সন্তঃ) ত্বাং বীক্ষন্তে। মহাবাহো! তে বহুবক্ত্রনেত্রং, বহুবাহূরুপাদম্ বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং তে মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ তথা অহং প্রব্যথিতাঃ। বিষ্ণো! নভস্পৃশং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং ব্যাত্ত-আননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা অহং প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা (অস্মি), ধৃতিং চ শমং ন বিন্দামি। দংষ্ট্রাকরালনি চ কালানলসন্নিভানি তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব দিশঃ ন জানে, শর্ম্ম (সুখং) চ ন লভে। দেবেশ, জগন্নিবাস! প্রসীদ। অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ, তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ) চ অস্মদীয়ৈঃ অপি যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বাং ত্বরমাণাঃ (ধাবন্তঃ) (সন্তঃ) তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি; (তেষাং মধ্যে) কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (উপলক্ষিতাঃ) দশন-অন্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে। নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ যথা সমুদ্রম্ এব অভিমুখাঃ (সন্তঃ) দ্রবন্তি, তথা অমী নরলোকবীরাঃ অভিতঃ জ্বলন্তি তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। পতঙ্গাঃ যথা নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি, তথা এব লোকাঃ অপি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ (অশেষান্) লোকান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) লেলিহ্যসে। বিষ্ণো! তব উগ্রাঃ ভাসঃ (দীপ্তয়ঃ) সমগ্রং জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য্য প্রতপন্তি। আখ্যাহি মে, কঃ ভবান্ উগ্ররূপঃ? তে নমঃ অস্তু; দেববর! প্রসীদ। আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি। "হি" তব প্রবৃত্তিং ন প্রজানামি।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব! তোমার দেহে সমস্ত দেবগণ, তথা বিভিন্ন প্রাণিসঙ্ঘ, কমলাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মা, এবং সর্ব্ব ঋষিগণ ও দিব্য উরগগণ (সর্পগণ) দেখিতেছি। তোমাকে অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রশালী, অনন্তরূপ, সর্ব্বত্র দেখিতেছি। হে বিশ্বরূপ! (কিন্তু) তোমার আদি অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কীরীটী, গদাধারী, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্ তেজঃপুঞ্জ, দুর্নিরীক্ষ্য দীপ্ত-অনল-সূর্য্য-সম দ্যুতিমান্, অপ্রমেয়, তোমাকে সর্ব্বদিকে দেখিতেছি। তুমি জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি অব্যয়, শাশ্বতধর্ম্মপালক, তুমি সনাতন পুরুষ—এই আমার ধারণা। আদি-মধ্য-অন্তহীন, অনন্তবীর্য্য, অনন্তবাহু, শশিসূর্য্যনেত্র, জ্বলন্তবহ্নিস্বরূপ-বদন, স্বীয় তেজে এই বিশ্বতাপনকারী তোমাকে দেখিতেছি। স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে এমনকি সর্ব্বদিকে একাই তুমি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। হে মহাত্মন্! তোমার এই অদ্ভুত উগ্ররূপ দেখিয়া ত্রিভুবন অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছে। ঐ সুরসঙ্ঘ (দেবগণ) তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ "স্বস্তি" এই বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তোত্র সকল দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। (ঐ সকল) একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু এবং যাঁহারা সাধ্য, দেবগণ, অশ্বিনীদ্বয় মরুদ্গণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-অসুর ও সিদ্ধসঙ্ঘ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে মহাবাহো! তোমার বহুমুখ ও নেত্রযুক্ত, বহু বাহুবিশিষ্ট, বহু উরু ও পদবিশিষ্ট, বহু উদরযুক্ত ও বহু ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট তোমার মহান্ রূপ দেখিয়া লোক সকল ও আমি ভীত হইয়াছি। হে বিষ্ণো! গগনস্পর্শী দীপ্ত, অনেকবর্ণ বিবৃত মুখ (হাঁ করা মুখ) দীপ্তবিশাল নেত্রবিশিষ্ট তোমাকে দেখিয়া আমি আকুলচিত্ত হইয়াছি, ধৈর্য্য ও শান্তি পাইতেছি

না। ভীষণ দন্তযুক্ত প্রলয়াগ্নি-সদৃশ তোমার মুখ সকল দেখিয়া আমি দৃগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি এবং মনে সুখ পাইতেছি না। হে দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। (এবং আমি দেখিতেছি) সমুদয় রাজগণ সহ ঐ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন প্রভৃতি এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ আমাদের যোদ্ধৃগণের সহিত ধাবমান হইয়া দ্রুতবেগে তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চূর্ণিত মস্তকে তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। যেমন নদী সমূহের অসংখ্য জলপ্রবাহ সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোক বীরগণ তোমার সর্ব্বদিকে জ্বলন্ত মুখসকলে প্রবেশ করিতেছে। পতঙ্গগণ যেমন নাশের জন্যই সমৃদ্ধবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোক সকল মরণের নিমিত্তই মহাবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। জ্বলন্ত বদনসকল দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ। হে বিষ্ণো! তোমার তীব্র প্রভাসমূহ তেজ দ্বারা সমস্ত জগৎ পূরিত করিয়া সন্তপ্ত করিতেছ। উগ্রমূর্তিধারী তুমি কে; তাহা আমাকে বল। আমি তোমাকে নমস্কার করি; হে দেবেশ, প্রসন্ন হও। আদিস্বরূপ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার কার্য্যকরণ (প্রবৃত্তি, চেষ্টা) জানিতে পারিতেছি না।

ব্যাখ্যা – শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ সঞ্জয় ও অর্জ্জুন বর্ণনা করিয়াছেন। গীতাকারের বলিবার ভঙ্গিমায় একটী অপূর্ব্ব ও অত্যদ্ভুত আলেখ্য চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট, রচনাশৈলীতে বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণ বজায় রাখা হইয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যে মহাভারতের অন্যান্য অনেক অলৌকিক উপাখ্যানের ন্যায় গীতাকার

মহাভারতের সাধারণ ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। এ কারণ, অনেক আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন যে "গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের মুখে তত্ত্বকথা শোনাবেন বলেই যে শ্রীকৃষ্ণের চার হাত এবং অন্যান্য পৌরাণিক অলঙ্কার ছেঁটে ফেলবেন এমন আশা করা যায় না।··· গীতাকার তাঁর দুরূহ প্রসঙ্গের অবকাশে মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণমহাত্ম্য পৌরাণিক রীতিতেই কীর্ত্তন করেছেন।"[১]

আমরা আধুনিক বুদ্ধিজীবীদিগের এইরূপ সমালোচনা অঙ্গীকার করিতে রাজী নহি। গীতার অন্যতম বিষয়বস্তু : অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা। শুধু মাত্র কথার দ্বারা বিচার করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, কারণ জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বৈতভাব থাকিয়া যায়। বিস্তৃত জগৎসৃষ্টি বাহ্যজগতে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে ; ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন পদার্থপুঞ্জ আমাদের অদ্বয় ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পিতার পুত্র, মাতার কন্যা, এমন কি যমজ ভাই বোন সমপ্রকৃতির নহে। আম, জাম, নারিকেল, তাহাদের এক একটী species-এ in all essential characteristics-এ সমপ্রকৃতির হইলেও স্বাদে ও আকৃতিতে একই species-এর একটী অপরটী হইতে ভিন্ন। অতএব অদ্বৈতবাদ বুঝা ও তাহার ধারণা করা অতিশয় কঠিন। দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা যে ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ করা যায় না, বাক্যের দ্বারা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। সে কারণ বর্ত্তমান আলেখ্যে একটী বিরাটত্বের ঘণত্ব আরোপ করিয়া অতি বিস্তীর্ণ একটী canvass-এ অতিকায় এক ছবি আঁকা হইয়াছে। শিল্পী জানেন যে ইহা তাঁহার ব্যর্থ চেষ্টা! ব্রহ্ম উপলব্ধির বিষয়। তবে আকারে ইঙ্গিতে যতটা বুঝান যায় গীতাকার তাহাই

১। রাজশেখর বসু—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভূমিকা।

করিয়াছেন। আমরা জগন্নাথের মূর্ত্তি নির্ম্মাণে শিল্পীর এই ব্যর্থ চেষ্টার একটী পরিষ্কার অভিব্যক্তির উদাহরণ পাই। আমরা জানি যে জনসাধারণের নিকট ব্রহ্ম সত্যই "অবাঙ্‌মনসোঽগোচরং"; ইনি তাহাদিগের সর্ব্বাবগতির বাহিরে। তথাপি মহাভারতকারের সুপরিকল্পিত এই আলেখ্য দর্শনে জনসাধারণ এ বিষয়ের, তাঁহার বিরাটত্বের কথঞ্চিৎ আভাষ পাইলেও পাইতে পারে। সেই মহতো মহীয়ানের ক্ষুদ্রতম একটী sample, একটী নমুনা দেখিয়া তাঁহার বিরাটত্বের ধারণা করিতে সক্ষম হয়। এই জন্যই এইরূপ বর্ণন—বিশ্বরূপ দর্শন! এই আলেখ্যে দেখা যায় পরস্পর বিরোধী বিষয়-বস্তু, তাহাদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, একই পরমবস্তুতে লয় পাইতেছে, সেই পরমবস্তুই তাহাদের সকলেরই চরম ও শেষ আশ্রয়! এই আলেখ্যে তাই চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে যাহা কিছু ভিন্ন ভিন্ন তাহা সবই এক ও অভিন্ন। ইহাই অদ্বৈত, ইহাই অদ্বয়; আর কৃষ্ণবাসুদেব এই বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-বাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংশয়হীন ব্যাখ্যা ও প্রমাণ দিলেন।

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা—অর্জ্জুন এখন অঙ্গীকার করিলেন যে তাঁহার সখা ও সারথি শুধু মাত্র যে জ্ঞাতব্য পরম অক্ষর, বিশ্বের পরম নিধান এবং অব্যয় ও সনাতনপুরুষ, তাহা নহে; তিনি শাশ্বত ধর্ম্মপালক। অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে[১] সামাজিক বিধি নিষেধের উল্লেখ করিয়া, নানাবিধ তর্কবিতর্কান্তে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশানুযায়ী যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক রথে বসিয়াছিলেন। তাঁহার মতে যদিও লোভে অভিভূত হইয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতকতা

১। ১।৩৬-৪৪

বিচার করিতেছে না, তথাপি এতাদৃশ দোষ দেখিয়াও এই পাপ হইতে কেন নিবৃত্ত হইবার জন্য পাণ্ডবদিগের জ্ঞান হইবে না। এ কারণ অর্জ্জুন মনে করিয়াছিলেন তাঁহার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুমোদিত ও সৎধর্ম্মানুযায়ী এবং সে কারণ দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করিয়াছিলেন "যদি যুদ্ধে সশস্ত্র ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ প্রতিকারপরাঙ্মুখ ও অশস্ত্র আমাকে বধ করে, আমার পক্ষে তাহা অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে।"[১]

অর্জ্জুনের ধারণা, এই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে পরিণত হইয়া গণহত্যা ও বিশ্বব্যাপী ক্ষয়ক্ষতির কারণ হইয়া তদানীন্তন মানব সমাজের এক বিরাট সমস্যার রূপ লইবে; একারণ তিনি সমাজ ও রাষ্ট্ররক্ষক হিসাবে এই মহা অনর্থের কারণ হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিতে convinced হইয়া স্বীকার করিলেন কৃষ্ণবাসুদেবই পরম নিধান এবং শাশ্বত ধর্ম্মরক্ষক এবং তাঁহার নির্দ্দেশই শাণিত ক্ষুরধার ন্যায় (logic) ও তাঁহার ব্যাখ্যাত ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ – এই ছবিতে অর্জ্জুন দেখিলেন যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সমুদয় রাজগণ সহ এবং তাঁহাদের মুখ্য যোদ্ধগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবমান্ হইতেছেন। এই দৃশ্যে অর্জ্জুন পরিষ্কার উপলব্ধি করিলেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাঁহার বিচার,[২] যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি যুদ্ধে বিরত থাকিতে চাহিয়াছিলেন – কত বালসুলভ! উহা পরিণত মস্তিষ্কের নিদিধ্যাসন নহে।

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং – এই প্রসঙ্গে একটী বিশেষ বস্তু লক্ষ্যণীয়: সঞ্জয়ের বিবরণে[৩] শ্রীকৃষ্ণ দিব্যমাল্যাম্বরধারী দিব্য-

---

১। ১।৪৫ ২। ১।৩৩-৪৭, ২।৪-৮ ৩। ১১।১১

গন্ধানুলেপিত, সর্ববিধ আশ্চর্য্যময়, অনন্ত বিশ্বতোমুখ। আর এখন তাঁহার আর একরূপ অর্জ্জুন describe করিলেন "তুমি জ্বলন্ত বদন সকল দ্বারা সর্ব্বদিক হইতে সমগ্র লোক গ্রাস করিতে লেহন করিতেছ, তোমার উগ্রপ্রভা সমগ্র জগৎ তেজে পূরিত করিয়া দগ্ধ করিতেছে। 'এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে?'" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে সংক্ষেপে এই বিরাট পুরুষের শক্তির প্রধান প্রধান অভিব্যক্তির ছবি দেখান হইয়াছে। সমগ্র ব্যাপারটী আধুনিক কালের সিনেমা জাতীয় একটী ছবি; একের পর এক রূপ দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত হইয়া বলিলেন,

নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ – তোমাকে নমস্কার; হে দেবেশ, প্রসন্ন হও।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যম্ – অর্জ্জুন ভয় পাইয়া, তাঁহার সখা যে কী বস্তু, তাহা জানিবার জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করিলেন, "আদিস্বরূপ তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার প্রবৃত্তি, তোমার কার্য্য ও চেষ্টা জানিতে পারিতেছি না।" ইহার পর,

১১.৩ এই বিরাটরূপে কৃষ্ণবাসুদেব কে তাহা নিশ্চিত করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন এবং অর্জ্জুনকে তাঁহার কর্ত্তব্য করিতে নির্দ্দেশ দিলেন

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—অহং লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি ; লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ। প্রতি-অনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ, ত্বাং ঋতেঽপি (তে) সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি। তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ, যশঃ লভস্ব, শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব। এতে ময়া এব পূর্ব্বং এব নিহতাঃ ; সব্যসাচিন্, নিমিত্তমাত্রং ভব। ময়া হতান্ দ্রোণং চ ভীষ্মং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণং তথা অন্যান্ যোধ-বীরান্ অপি ত্বং জহি। মা ব্যথিষ্ঠাঃ, রণে সপত্নান্ জেতাসি ; যুধ্যস্ব।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ (মহা) কাল ; লোকসমূহ সংহার করিতে এখানে এই সময়ে প্রবৃত্ত আছি। প্রতি সৈন্যবাহিনীতে যে যোদ্ধগণ অবস্থিত আছে, তুমি বিনাও (তুমি না মারিলেও) তাহারা সকলেই কেহ ভবিষ্যতে থাকিবে না। অতএব তুমি উঠ, যশলাভ কর, শত্রুদের জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। এরা আমার দ্বারাই পূর্ব্বে নিহত হইয়াছে, হে সব্যসাচিন্ তুমি নিমিত্তমাত্র হও। আমার দ্বারা হত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধাকেও তুমি মার। ব্যথিত হইও না, রণে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুমি জয় করিবে। যুদ্ধ কর।

ব্যাখ্যা—কৃষ্ণবাসুদেব এখানে তাঁহার অলৌকিক শক্তির অভিজ্ঞানস্বরূপ বিশ্বরূপদর্শনে দেখাইয়া দিলেন যে সমুদয় রাজগণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ তাঁহাদের

যোদ্ধবর্গ সহ ধাবমান হইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দংষ্ট্রা-করাল ভীষণ মুখসমূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই উগ্রমূর্ত্তি-ধারী কে ? অর্জ্জুন তাহা জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

কালোঽস্মি – আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল, মহাকাল ;

ঋতেঽপি ত্বাং – তুমি বিনাও (অর্থাৎ তুমি না মারিলেও) তাহারা সকলেই কেহ ভবিষ্যতে থাকিবে না। কৃষ্ণার্জ্জুন-সংলাপের প্রারম্ভে,[১] অর্জ্জুন এই সকল আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু ও গুরুব্যক্তিকে হনন করিতে অস্বীকার করেন, তজ্জন্য যুক্তিও দেন। অর্জ্জুনের সেই সকল যুক্তির উত্তর শ্রীকৃষ্ণ এখন দিলেন আর তত্ত্বের দিক দিয়া "কে কর্ম্ম করে" তাহার শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন। পূর্ব্বে[২] মন্তব্য করিয়াছিলেন,

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

অতএব,[৩] "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশী-র্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥" আর এখন অনুজ্ঞা,

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ – তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও। এঁরা,

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব – আমার দ্বারাই পূর্ব্বে নিহত হইয়াছেন। অতএব,

ময়া হতাংস্ত্বাং জহি মা ব্যথিষ্ঠা – আমার দ্বারা হত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীর যোদ্ধাকেও তুমি বধ কর। ইতিপূর্ব্বে

১। ১।৩১। ২। ৪।৪২, ৩।২৭ ৩। ৩।৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে করিয়াছিলেন,[১]

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥

কৃষ্ণবাসুদেব এখন সেই appeal, সেই আবেদনের উত্তর দিলেন। ব্যথিত হইও না, আর,

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ – যুদ্ধ কর, রণে প্রতিদ্বন্দীদের তুমি জয় করিবে। তোমার স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম পালন কর তাহাই শ্রেয়স্কর; তাহাই চরম কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম।

এই প্রসঙ্গে অনেক বুদ্ধিজীবীরা মন্তব্য করেন, অবতারেরা নিজেরাই প্রয়োজন হইলে সক্রিয় হন। শ্রীকৃষ্ণ ত সনাতনধর্ম্মাশ্রিত সমাজে অবতার বলিয়া স্বীকৃত, তাহা হইলে এস্থলে ব্যতিক্রম কেন? কেনই বা তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিতে এত প্রয়াস করিতেছেন? ইহার কারণ উদ্যোগপর্ব্বে[২] শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন দুজনেই দ্বারকায় গমন করেন এবং নিজ নিজ পক্ষে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি এঁদের দুজনকেই option দেন – একদিকে সমর-পরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র কৃষ্ণ, অপর পক্ষে তাঁহার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদগোপের সৈনিকপদ – ইহাতে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এবং দুর্য্যোধন নারায়ণী সেনা গ্রহণ করেন। একারণ, শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইঁহাদের বধ করেন নাই; পাছে সত্যভঙ্গ হয়। অর্জ্জুনের দ্বারা করাইতে চাহিয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অর্জ্জুন তাহাই করিয়াছিলেন।

১। ২।৪ ২। ৬৪ অধ্যায়ে

১১.৪ অর্জ্জুন ইহার পর ভীত হইয়া কৃষ্ণকে প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করিলেন

সঞ্জয় উবাচ—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎতৎপরং যৎ ॥৩৭॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত্র এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম ॥৪২॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ—কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কিরীটী কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) প্রণম্য কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা ভীতভীতঃ সগদ্‌গদং ভূয়ঃ এব আহ।

অর্জ্জুন উবাচ—হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন) জগৎ প্রহৃষ্যতি চ অনুরজ্যতে, রক্ষাংসি ভীতানি (সন্তি) দিশঃ দ্রবন্তি, চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি—(ইতি) স্থানে। মহাত্মন্! ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে আদিকর্ত্রে তে কস্মাৎ চ ন নমেরন্? অনন্ত, দেবেশ, জগৎ-নিবাস, ত্বং সৎ-অসৎ, তৎপরম্ যৎ অক্ষরং (তৎ অপি ত্বম্)। ত্বম্ আদিদেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং; বেত্তা অসি চ বেদ্যং, চ পরং ধাম; অনন্তরূপ, ত্বয়া বিশ্বং ততম্। ত্বম্ বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিঃ চ প্রপিতামহঃ। তে সহস্রকৃত্বঃ নমোনমঃ অস্তু; পুনশ্চ, ভূয়ঃ অপি তে নমোনমঃ। তে পুরস্তাৎ নমঃ, অথ পৃষ্ঠতঃ সর্ব্ব, তে সর্ব্বতঃ এব নমঃ অস্তু। অনন্তবীর্য, অমিতবিক্রম, সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততঃ ত্বং সর্ব্বঃ অসি। তব ইদং মহিমানম্ অজানতা ময়া প্রসাদাৎ বা প্রণয়েন অপি সখা ইতি মত্বা—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে—ইতি যৎ প্রসভং উক্তং, হে অচ্যুত! বিহারশয্যা-আসনভোজনেষু একঃ অথবা তৎসমক্ষম্ অপি অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি, অপ্রমেয়ং ত্বাম্ অহং তৎ ক্ষাময়ে।

অপ্রিতমপ্রভাব, ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা অসি, চ পূজ্যঃ, গুরুঃ, গরীয়ান্। লোকত্রয়ে অপি তৎসমঃ ন অস্তি, অভ্যধিকঃ অন্য কুতঃ ? তস্মাৎ কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যম্ ঈশং ত্বাম্ অহং প্রসাদয়ে। দেব ! পুত্রস্য (অপরাধং) পিতা ইব, সখ্যুঃ সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ঃ (ইব, ত্বং) সোঢ়ুম্ অর্হসি। অদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি, চ ভয়েন মে মনঃ প্রব্যথিতম্। দেব ! মে তৎ রূপং দর্শয়। দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসীদ। অহং ত্বাং তথা এব কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। সহস্রবাহো বিশ্বমূর্ত্তে ! (ইদং রূপম্ উপসংহৃত্য) তেন চতুর্ভুজেন রূপেন এব ভব।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন - কেশবের এই বচন শুনিয়া কম্পমান কিরীটী (অর্জ্জুন) কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভয়ে ভয়ে গদ্‌গদ্ স্বরে পুনর্ব্বার বলিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন—হে হৃষীকেশ ! তোমার মহিমা কীর্ত্তনে জগৎ প্রহৃষ্ট হয় এবং অনুরাগান্বিত হয়, রাক্ষসগণও ভীত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হয় এবং সিদ্ধসঙ্ঘ নমস্কার করেন – ইহা সকলই সত্য। হে মহাত্মন ! ব্রহ্মার অপেক্ষা গরীয়ান্, আদিকর্ত্তা তোমাকে সকলে কেনই বা নমস্কার না করিবে ? হে অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস ! তুমি সৎ ও অসৎ, তারপরেও যে অক্ষর, তাহা ও তুমি। তুমি আদি দেব, পুরাণ-পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান ; বেত্তা ও বেদ্য (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়) এবং পরমধাম ; হে অনন্তরূপ। তোমার দ্বারা বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রমা, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ, তোমাকে নমস্কার ; পুনরায় নমস্কার, তোমাকে সহস্রবার নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্ ! তোমার সম্মুখভাগে ও পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, তোমার সকল দিকেই নমস্কার করি ; অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম তুমি সমস্তই ব্যাপিয়া

আছ, অতএব তুমি সর্ব্বস্বরূপ। তোমার এই মহিমা না জানিয়া আমি প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে সখা মনে করিয়া—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে—এই প্রকার যাহা হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছি; এবং হে অচ্যুত, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে একাকী বা অপরের সমক্ষে উপহাসের জন্য তুমি যে অবজ্ঞাত হইয়াছ; অপ্রমেয় তোমার নিকট আমি সেজন্য ক্ষমা চাহিতেছি। হে অপ্রতিমপ্রভাবশালিন্! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা; তুমি পূজ্য এবং গুরু অপেক্ষাও গুরু, ত্রিলোকে তোমার সমান কেহ নাই, তোমার অপেক্ষা বড় কে থাকিতে পারে? সেজন্য কায় নত করিয়া (হেঁট হইয়া) প্রণাম করিয়া স্তবনীয় ঈশ্বর তোমাকে আমি প্রসন্ন করিতেছি। হে দেব! পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের এবং প্রিয়ার অপরাধ প্রিয় যেমন সহ্য করেন, তুমিও সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমি রোমাঞ্চিত হইয়াছি; ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইতেছে; অতএব তোমার পূর্ব্বের রূপ আমায় দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও। আমি পূর্ব্বে তোমার যে রূপ দেখিয়াছি, সেইরূপই কিরীটধারী, গদাধারী ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি এক্ষণে সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও।

ব্যাখ্যা—বিরাটরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন হতভম্ব হইয়া পড়েন এবং অত্যন্ত ভয় পান। অর্জ্জুন অসাধারণ যোদ্ধা ও রাষ্ট্রশাসক হইলেও এরূপ মূর্ত্তি চাক্ষুষ দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। আর এই স্তবে শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্ম অধ্যাস করিয়া তাঁহাকে তদ্রূপ স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরম্—হে অনন্ত, দেবেশ,

জগন্নিবাস ; তুমি সৎ ও অসৎ (প্রকৃত সত্ত্ব ব্রহ্ম এবং মায়াকৃত অসৎ জগৎ), তাহার পরে যে অক্ষর তাহাও তুমি ; শুধু তাহাই নহে, তুমি,

ততোঽসি সর্ব্বঃ—অনন্তবীর্য্য অতিবিক্রম সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া আছ, অতএব তুমি সর্ব্ব। বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই মনোভাব অর্জ্জুনের ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের সত্যস্বরূপ এখন জানিতে পারিয়া পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সখা ও সারথি জ্ঞানে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন, নানাভাবে তাঁহার উপর advantage লইয়াছিলেন—এই বোধ হওয়ায় অর্জ্জুন অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্—হে অচ্যুত! বিহার, শয্যা, আসন কিংবা ভোজনে একাকী বা অপরের সমক্ষে উপহাসের জন্য তুমি যে অবজ্ঞাত এবং চাই কি লাঞ্ছিত হইয়াছ ; অপ্রমেয়, তোমার নিকট আমি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং

প্রণিধায় কায়ম্—কায় নত করিয়া (হেঁট হইয়া) প্রণাম করিয়া স্তবনীয় ঈশ্বর তোমাকে আমি প্রসন্ন করিতেছি ;

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্—আর হে দেব! পুত্রের অপরাধ পিতা যেমন, সখার অপরাধ সখা যেমন, প্রিয়ার অপরাধ প্রিয় যেমন সহ্য করেন, তুমিও সেইরূপ আমার অপরাধ সহ্য করিতে পার।

অর্জ্জুন এই বিরাটরূপ আর অধিক কাল সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণবাসুদেবকে কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন,

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে—তোমার এই বিরাটরূপ দর্শনে ভয়ে আমার মন প্রব্যথিত হইয়াছে। হে দেব! তুমি

তদেব মে দর্শয় দেব রূপম্—আমাকে সেই পূর্ব্বের কিরীটধারী, গদাধারী চক্রহস্ত রূপ দেখাও। হে,

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে—সহস্রবাহো বিশ্বমূর্ত্তে, সেই চতুর্ভুজ রূপেই পুনঃ আবির্ভূত হও।

১১।৫ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরূপ দেখাইতে অর্জ্জুনকে তাঁহার আশ্বাস

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরম্ দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে **ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্** ॥৪৮॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—অর্জ্জুন! আত্মযোগাৎ প্রসন্নেন ময়া তব ইদং পরম্ অনন্তং আদ্যং তেজোময়ং বিশ্বং রূপং দর্শিতং, **মে যৎ রূপং ত্বদন্যেন** (ত্বৎসদৃশ্যাৎ ভক্তাদন্যেন) **ন দৃষ্টপূর্ব্বম্**। কুরু প্রবীর! ন বেদযজ্ঞ-অধ্যয়নৈঃ, ন-দানৈঃ, চ ন ক্রিয়াভিঃ, ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ—**এবং রূপঃ অহং নৃলোকে ত্বৎ-অন্যেন দ্রষ্টুং শক্যঃ**। মম ইদম্ ঈদৃক্ ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা (অস্তু), বিমূঢ়ভাবঃ চ মা (অস্তু)। ত্বং ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ (সন্) পুনঃ ইদং মে তৎ রূপং এব প্রপশ্য।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হওয়ায় (আমার) আত্ম-যোগবলে তোমার এই পরম, অনন্ত, আদ্য, তেজোময় বিশ্বরূপ দর্শন

হইল,—যাহা তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, (অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া বা চান্দ্রায়ণাদি) উগ্র তপস্যা করিয়াও আমার এইরূপ তুমি ভিন্ন অন্য কেহই মনুষ্যলোকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আমার ঈদৃশ ঘোর রূপ দেখিয়া তোমার যে ভয় ও বিমূঢ়তা জন্মিয়াছে, তাহা দূর হোক। তুমি নির্ভীক ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় আমার সেই (পূর্ব্ব) রূপ দর্শন কর।

ব্যাখ্যা—যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্—যাহা তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই। পূর্ব্বেই আমরা এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি; গীতার পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রে পূর্ণব্রহ্মসনাতনের মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া জগতে আবির্ভাব হইবার উল্লেখ নাই। গীতায় ইহাই The Phenomenon, আর

দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর—এই রূপে আমায় তুমি ভিন্ন কেহই মনুষ্যলোকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। এখানেও ওই পূর্ব্ব-ঘোষণা। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"[১] শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জ্ঞাত হইবার উপায় আলোচনার সময় উপনিষদের এই মন্ত্রের একাধিক বার[২] উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং—তুমি বিগতভয় ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় আমার সেই পূর্ব্বরূপ দেখ। বিরাটরূপ দর্শন অধিকক্ষণ দেখা জীবের পক্ষে সম্ভব নহে, তাহা তাহার পক্ষে অসহনীয়।

১। মুণ্ডক ৩।২।৩ ২। ১১।৪৮, ৫৩

১১.৬ সঞ্জয় কর্তৃক সংবাদ পরিবেশন : অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০॥

অর্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

অন্বয়— সঞ্জয় উবাচ – অর্জুনম্ ইতি উক্ত্বা তথা মহাত্মা বাসুদেবঃ ভূয়ঃ স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ; সৌম্যবপুঃ ভূত্বা ভীতম্ এনং পুনঃ আশ্বাসয়ামাস চ।

অর্জুন উবাচ—জনার্দন ! তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীম্ অহং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি ; প্রকৃতিং চ গতঃ।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, বাসুদেব অর্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় স্বীয় মূর্তি দেখাইলেন। তখন শান্তমূর্তি হইয়া মহাত্মা (বিরাটরূপ) ভীত অর্জুনকে পুনর্বার আশ্বস্ত করিলেন।

অর্জুন কহিলেন, হে জনার্দন ! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া আমি এখন সুস্থির, সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হইলাম।

ব্যাখ্যা—মহাত্মা – তখন শান্তমূর্তি হইয়া মহান্ আত্মা (অর্থাৎ বিরাটরূপ) ভীত অর্জুনকে পুনরায় আশ্বস্ত করিলেন। এই প্রসঙ্গে

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের মানুষমূর্ত্তি পুনর্দ্দর্শনে অর্জুনের জিজ্ঞাসায় (প্রশ্নে) কৃষ্ণবাসুদেব তাঁহার এই মানুষীতনু সম্বন্ধে তাঁহার নিজের comments, নিজের ভাষ্য (মন্তব্য) জানাইলেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস পরমাত্মা জীবের মধ্যে নিরন্তর বাস করিলেও, তাঁহাকে বাস্তবভাবে মানুষচক্ষে দেখা অসম্ভব; তপস্যা দ্বারা, যোগবলে ইঁহাকে উপলব্ধি করিলেও, সাধারণের একজন বলিয়া, একেবারে নিজেদেরই একজন পরমাত্মীয় ভাবে সেই পরমপুরুষকে অনুভব করা প্রায় অলীক। লৌকিক ভাবে কৃষ্ণবাসুদেব অর্জ্জুনের সম্বন্ধী, সুভদ্রার অগ্রজ; কিন্তু তিনিই যে পরমাত্মা বিরাটপুরুষ, এতকাল অর্জ্জুনের তাহা সম্যক্ জ্ঞান ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ একজন অসাধারণ ক্ষত্রিয়পুরুষ—পাণ্ডবজননী কুন্তী তাঁহার পিতৃস্বসা—ইহাই পাণ্ডবদিগের জ্ঞান। কিন্তু বিরাটরূপধারীই কৃষ্ণবাসুদেব যে তাঁহাদের আত্মীয় ও সখা, অর্জ্জুন তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিলেও অধিককাল সহ্য কারতে অপারগ হইয়া সৌম্য মানুষরূপ দেখিতে প্রার্থনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ মন্তব্য করিলেন,

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপম্—আমার এই চতুর্ভুজ রূপ দুর্লভদর্শন রূপ। সুদুর্দ্দর্শ কেন? না, পরমব্রহ্ম মানুষীতনুতে স্বপ্রকাশ—ইহা ত আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক!

দেবা অপ্যস্য রূপস্য—মহাযোগী দেবগণও এইরূপ দর্শনের অভিলাষী। তাঁহারা যোগ বলে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিলেও, নিজেদের একজন হিসাবে নিজেদের মধ্যে তাঁহার সাযুজ্য ও সঙ্গ পাইতে নিত্য আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু সফলকাম হন না; কারণ

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া—এই চতুর্ভুর্জ রূপ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দান কিংবা যজ্ঞের দ্বারা

দর্শনসাধ্য হন না। দেবতাদিগের মূলধন—বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিচারে এই মূলধনে এই বস্তু লাভ করা যায় না। তবে এই অসম্ভব সম্ভব হয় কি করিয়া?

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ—অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমি এই প্রকারে,

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ—তত্ত্বত (যথার্থত অর্থাৎ আমায় ঠিকভাবে সমগ্রভাবে জানিতে) জ্ঞানের ও দৃষ্টির এবং পরিশেষে আমাতে প্রবেশের (অর্থাৎ আমাতে বিলীন হইতে) সাধ্য হই। (অর্থাৎ ভক্তেরা যথার্থ আমাকে দেখিতে ও জানিতে সমর্থ হয়)।

ইহা জগতে বাস্তবভাবে সম্ভব হইয়াছিল; ব্রজে শান্ত ভক্তের উদাহরণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ। দাস্যভক্তি সাধনা করিয়াছিলেন—নন্দালয়ের বক্ৰথপাদি সেবকবৃন্দ। ব্রজের শ্রীদামাদি রাখালগণ সখ্যভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। বাৎসল্যের উদাহরণ, যশোদামায়ের আদরের দুলাল গোপাল। মাটী খাইয়াছে; দুধের বালকের শারীরিক অসুস্থতার ভয়ে তিরস্কার করিয়াছিলেন জননী যশোদা। ভয়ে ভয়ে গোপাল হাঁ করিয়াছে মুখখানি। অকস্মাৎ যশোদা দেখেন "বদনে ব্রহ্মাণ্ড"। আর সম্ভব হইয়াছিল ব্রজের গোপীভাবে। এই গোপীগণ সংসার, সমাজ, স্বজন, গেহ, দেহ, ধৈর্য্য, লজ্জা প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণচরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন। ইহাই "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া।"

"সহায়ঃ গুরবো শিষ্যাভুজিস্যা বান্ধবস্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্য কিং মে ভবান্তনঃ॥

ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই নিজমুখের উক্তি।

১। ৭।১

তাহা হইলে এই অদ্বিতীয় ও অপার্থিব জ্ঞানলাভের নিরঙ্কুশ, faultless পদ্ধতি কি ? what is that Grand Method ? পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সেই অপূর্ব্ব পদ্ধতির সূত্রাকারে ব্যাখ্যান করিলেন।

১১.৮ কৃষ্ণবাসুদেবতনুতে পরমাত্মার অনুভূতি (উপলব্ধি) লাভের পদ্ধতি :

The Grand Method

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

অন্বয়—পাণ্ডব ! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমঃ, মদ্ভক্তঃ, সঙ্গবর্জ্জিতঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ, স মাম্ এতি।

অনুবাদ—হে পাণ্ডব ! যিনি আমার কর্ম্ম করেন (আমাকে ফল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন) যিনি মৎপরায়ণ, মদ্ভক্ত, অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে বৈরভাবহীন (অর্থাৎ সমদর্শী) তিনিই আমাকে পাইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—এই শ্লোকে কৃষ্ণবাসুদেবতনুতে পরমাত্মার অনুভূতি ও উপলব্ধি লাভের উপায় বিচার করা হইয়াছে। কি সেই পদ্ধতি—একই, না ভিন্ন ভিন্ন ? গীতাকার পূর্ব্বে[১] এ সম্বন্ধে এক সঙ্কেত করিয়াছিলেন এখন তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। অনেকে মনে করেন যে এখানে যে পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকটী পথ বা উপায় অন্যটী হইতে পৃথক। অপর পক্ষে এমন অনেকে

১। ৯।৩৪

আছেন, যাঁহারা এই সকল পৃথক পৃথক পদ্ধতি জীবের অধিকারভেদে, প্রকৃতিভেদে প্রযোজ্য বলিয়া মনে করেন। আসলে সবই এক ও অনন্য – বিরাট এক সমন্বয়।

সঙ্গবর্জ্জিতঃ – জ্ঞানী আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্ট; অতএব তাঁহার বিচারে কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ পক্ষে আত্মাই আমি। আমার দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় কেহই "আমি" নহি। আমি যাহা নহি, পুনঃ পুনঃ বিচার পূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিলেই "প্রকৃত আমি" স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়। এই বিচারের নাম "নেতি নেতি" বিচার। শ্রীকৃষ্ণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"[১] কিন্তু গীতাকারের মতে কর্ম্মবর্জ্জন করিয়া কেবল জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধিলাভ সুদুষ্কর। মানুষ কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, সেজন্য গীতাকার কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে রুদ্ধ না করিয়া সমস্ত চেষ্টাকেই সাধনার অঙ্গ করিতে বলিয়াছেন। কিরূপে?

মৎকর্ম্মকৃৎ – এই কর্ম্মসাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলিলেন, "আমারই জন্য কর্ম্ম করো, নিষ্কাম কর্ম্ম।" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কর্ম্ম করা লক্ষ্যহীন হইতে পারে না, "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে।" তাহা হইলে লক্ষ্য কি?

নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু – লক্ষ্য হইতেছে কর্ম্ম করা – সর্ব্বজীবে প্রীতিভাবাপন্ন হইয়া, সর্ব্বভূতহিতায়, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করা। আর এই সর্ব্বভূতের প্রতিনিধি পরমাত্মার জন্য কর্ম্ম করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মফল উৎসর্গ – ইহাই সনাতনধর্ম্মপুষ্ট সমাজের আদর্শ। ইহা এখনো হিন্দুসমাজে দেখা যায়; পুরোহিত মহাশয় পূজার প্রারম্ভে

১। ৪।৩৩

গৃহস্থের নামে সঙ্কল্প করিয়া পূজা সমাপান্তে আকুলভাবে প্রার্থনা করেন, "ময়া যদিদং কর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বং ভগবচ্চরণে সমর্পিতুমস্তু।" এইরূপে কর্ম্ম করাই অত্যুত্তম কর্ম্মপন্থা, ইহাতে কর্ম্মের বিষ দাঁত একেবারে ভোঁতা হইয়া যায়। কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে তাহার আঘাত করিবার ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়, এবং কর্ম্মফলজনিত জয় পরাজয়ের প্রভাব জীবের বুদ্ধিসঙ্কট ঘটাইয়া তাহার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করিতে পারে না। আর ইহা স্থূলভাবে জীবের কর্ম শক্তির ক্ষয় ক্ষতি কিংবা অপচয় করিতে অসমর্থ হয় এবং সংসারে ও সমাজে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে জীবের কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সম্ভব হয় – optimisation of human actions is fully guaranteed। কিন্তু এইরূপ ভাবে কর্ম্মকরা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা সম্ভব হয় তখনই, যখন কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা গীতাধর্ম্মের ব্যাখ্যাতার উপর অবিচলিত আস্থা রাখে। ইহাই The Grand method।

মৎপরমো মদ্ভক্তঃ— যদিও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ জ্ঞানমূলক, ভক্তিকেও তিনি উচ্চস্থান দিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে জ্ঞান লাভের ক্ষমতা সকলের নাই। সমস্ত বুঝিয়া উপদেশ পালন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু যদি বুঝিবার ক্ষমতা না থাকে তবে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপদেশ মানিয়া চলিলেও ফল হয়।[১] চিকিৎসকের ব্যবস্থিত ঔষধের গুণাগুণ বুঝিয়া নিয়া তারপর ঔষধ সেবন করা সকল রোগীর সাধ্য নহে। চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা বা ভক্তির বশেই সাধারণ রোগী ঔষধ সেবন করে। ব্যবস্থার কারণ যে বুঝিতে চায় তাহার ও শ্রদ্ধা ও অনসূয়া আবশ্যক, নতুবা বুঝিবার সামর্থ্যই আসিবে না। এই জন্যই গীতায় বারংবার ভক্তি শ্রদ্ধার অবতারণা করা হইয়াছে; আর

১। ১৩।২৬

গীতাকার সম্পূর্ণ একটী অধ্যায়ে[১] শ্রদ্ধার গুরুত্ব সম্বন্ধে বিচার করিয়া শেষ মন্তব্য করিয়াছেন :

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥

যিনি জ্ঞান চান, শ্রদ্ধা তাঁহার সহায়, এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পাইবে। যাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, তিনি শ্রদ্ধার দ্বারাই নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। ভক্তি বা শ্রদ্ধার অবলম্বন চাই, গীতাকার ধর্ম্মব্যাখ্যাতা পুরুষোত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সেই অবলম্বন বলিয়াছেন।[২]

যঃ স মামেতি পাণ্ডব—শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্বাস বাক্যে নর নরোত্তম, পুরুষ পুরুষোত্তম নিশ্চয়ই হইতে পারিবে। তিনি এই অঙ্গীকার বাক্য পূর্ব্বে[৩] স্বীকার করিয়াছিলেন, এখানে পুনরুক্তি করিলেন। আর যিনি এই কৃষ্ণবাসুদেবরূপ মানুষীতনুর আশ্রয়ের অত্যুত্তম ঘটনা উপলব্ধি করেন, তিনিও "ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন"[৪] অর্থাৎ নিজের জীবনে নিজেও নরোত্তম হন। ইহাই the Grand Phenomenon – ইহা অনন্য ও অসাধারণ !

১। ১৭শ অধ্যায় ২। রাজশেখর বসু-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভূমিকা
৩। ৯।৩৪ ৪। ১৫।১৯

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

১২.০ অর্জ্জুনের প্রশ্ন :

শ্রেষ্ঠ যোগী কাঁহারা ?

অর্জ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—এবং সততযুক্তাঃ (সন্তঃ) যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে, যে চ অপি অব্যক্তম্ অক্ষরং (পর্য্যুপাসতে) তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ?

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, এইরূপে সততযুক্ত হইয়া যে সকল ভক্তগণ তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা কেবল অব্যক্ত অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী ?

ব্যাখ্যা—তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ—অর্জ্জুন কৃতবিদ্য। পরাবিদ্যায় পারদর্শী ; জ্ঞানের সদৃশ আর কিছুই নাই, ইহা ভাল ভাবে জানেন এবং জ্ঞানযোগ আলোচনা কালে এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মন্তব্য[১] তাঁহার মনে ছিল।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

১। ৪।৩৮-৩৯

আর এখন বিশ্বরূপ দর্শন করিবার পর, গত অধ্যায়ের শেষে শ্লোকদ্বয়ে কৃষ্ণবাসুদেবের উক্তিতে[২] অর্জ্জুনের মনে এক প্রশ্ন জাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিত্যযুক্ত যে ভক্তগণ তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা কেবল অক্ষয় ও অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কাঁহারা?"

অর্জ্জুনের সরলভাবে প্রশ্ন। এখনকার সুর পূর্ব্ব প্রশ্নের সুর অপেক্ষা অনেক নরম, ভিন্ন প্রকৃতির; ইহা উপনিষদোক্ত "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"[৩] সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বদর্শী আচার্য্যের সমীপে উপদিষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্ববিষয়ে যে বুদ্ধি দৃঢ়ীকৃত হয়, তাহা তর্কের দ্বারা অপনীত হইবার নহে। এখানে অর্জ্জুন সর্ব্ববেত্তা কৃষ্ণবাসুদেবের নিকট তত্ত্ববোধার্থক সদ্বিচার প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও আর অন্য কোনরূপ আলোচনার মধ্যে না গিয়া পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় সুনিশ্চিত করিয়া নির্দ্দেশ দিলেন।

১২.১ শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

১২.১.১ ভক্তিযোগ ব্যখ্যান

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, – ময়ি মনঃ আবেশ্য নিত্যযুক্তাঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ যে মাম্ উপাসতে, তে যুক্ততমাঃ মে মতাঃ।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন – আমাতে মন স্থাপন করিয়া,

২। ১১।৫৪-৫৫ ৩। কঠো ১।২।৮-৯

আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, সেই ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠযোগী ও আমার মনোমত।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ জ্ঞানমূলক। কিন্তু জ্ঞানলাভের ক্ষমতা সকলের নাই। সমস্ত বুঝিয়া উপদেশ পালন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু যদি বুঝিবার ক্ষমতা না থাকে তবে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপদেশ মানিয়া চলিলেও ফল হয়। এইজন্যই গীতায় বারংবার ভক্তিশ্রদ্ধার অবতারণা হইয়াছে। ভক্তি বা শ্রদ্ধার অবলম্বন চাই; গীতাকার ধর্ম্মব্যাখ্যাতা পুরুষোত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সেই অবলম্বন বলিয়াছেন। আর এই কারণেই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভক্তিযোগের ব্যাখ্যান করা হইয়াছে। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ জীবের পক্ষে, একটী অবলম্বন ব্যতীত, শুদ্ধমাত্র বিচার ও ন্যায় ভিত্তিতে আলোচনা চলিতে পারে কিন্তু ভক্তিবাদের আলোচনা মানুষীতনুর অবলম্বন ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। এই জন্য ভক্তিযোগের আলোচনা বর্ত্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মন্তব্য—শ্রীকৃষ্ণে চিত্তস্থাপন। জীবের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট থাকিলে মানসিক ভারসাম্যের কোন ইতরবিশেষ হইবে না। "মেড়া লড়ে খুঁটোর জোরে।" কিন্তু বহু বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন এই অনুষ্ঠান সত্যই সুকঠিন। কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির উপর পরম নির্ভরশীল হওয়া বর্ত্তমান কালের বাস্তবধর্ম্মী আত্মপ্রত্যয়ীর পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি বা কিয়দংশ শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট আত্মনিবেদনে অভ্যস্ত হয়, ইহারা "কর্ত্তাভজার" দল বলিয়া অবখ্যাত হয় এবং তাহাদের স্বকীয় যুক্তি ও বুদ্ধির প্রকাশহীনতায় এই সকল বুদ্ধিজীবীরা ক্ষোভ ও দুঃখ বোধ করেন। যুক্তি সহকারে কোন এক বিশেষ মতবাদ গ্রহণ করিয়া সেই মতবাদের পক্ষপাতিত্বে ইঁহারা কোন

দোষ দেখেন না, কিন্তু কোনও বিশেষ ব্যক্তির উপর সম্যক্ নির্ভরতা irrational ও অযৌক্তিক মনে করেন এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ আচরণ সত্যই হাস্যকর বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহারা নিজেদের বাস্তবধর্ম্মী বলিয়া ঘোষণা করিলেও বাস্তব ও ইতিহাসকে অস্বীকার করেন। ইতিহাসে দেখি, পূর্ণব্রহ্মসনাতন মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া সংসার ও সমাজে যখন ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার এই পুরুষরূপে চিত্ত স্থাপন করিয়া অতীতের সকল অবলম্বন পরিত্যাগ করে। উদাহরণ, ভগবান্ বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, কন্‌ফিউসিয়াস্ প্রভৃতি।

নিত্যযুক্তাঃ—নিত্য অনুরক্ত অর্থাৎ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রার্থনা করিতে সমর্থ হন যে,

প্রাতরুত্থায় সায়ান্তং সায়মারভ্য পুনঃ প্রাতঃ।
যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব পূজনং তব॥

এবং প্রত্যেকটী নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানান্তে "তৎ সর্ব্বং ভগবচ্চরণে সমর্পিতমস্তু" এই বাক্য স্বতঃই প্রাণের মধ্য হইতে উচ্চারণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজন,

শ্রদ্ধয়া পরয়া—পরমা নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ মানুষের কর্ত্তব্য-করণে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধিত হইলে সাধারণ মানুষ তাহার কর্ম্মশক্তির পরাকাষ্ঠা সাধনে সমর্থ হয় এবং সমাজে optimum production is guaranteed। আধুনিক কালে আমরা "নিয়ম মাফিক" কাজে অভ্যস্ত। work is worhip এই প্রাচীন বচন বিস্মৃত হইয়াছি। ফলে সংসার ও সমাজে প্রত্যহ যে কত কোটি কোটি টাকা লোকসান হইতেছে, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

মে যুক্ততমাঃ মতাঃ—সেই ব্যক্তিগণ আমার মতে যুক্ততম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগী) বলিয়া গণ্য। এই সূত্র[১] পরে আরো বিশদভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং পরিশেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাঁহার প্রখ্যাত মোক্ষম নির্দেশ দিয়াছেন,[২]

> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এতদ্ সত্ত্বেও কৃষ্ণবাসুদেব জ্ঞানই যে উত্তম "দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ,"[৩] অর্থাৎ আড়ম্বরবহুল যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানচর্চ্চাই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানই সাধনার উচ্চতম সোপান, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে",[৪] সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানেতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং ভক্তির পরেও বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়,[৫] তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে নিশ্চিত করিয়াছিলেন;

> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

ইহাই পুনরায় এখানে ভক্তিবাদ প্রচার প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সহিত মন্তব্য করিলেন।

১২.১.২ পুনরায় অক্ষর যোগ ব্যাখ্যান

> যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
> সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩॥

১। ১২।৮-১১ ২। ১৮।৬৬ ৩। ৪।৩৩ ৪। ৪।৩৩
৫ ১০।১০

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫॥

অন্বয়—সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য অনির্দ্দেশ্যম্ অব্যক্তং সর্ব্বত্রগম্ অচিন্ত্যং কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্ অক্ষরং পর্য্যুপাসতে, সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ তে মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি। অব্যক্তাসক্তচেতসাং তেষাম্ অধিকতরঃ ক্লেশঃ (ভবতি); হি, দেহবদ্ভিঃ অব্যক্তা গতিঃ দুঃখম্ অবাপ্যতে।

অনুবাদ—সর্ব্বত্র যাঁহারা সমদৃষ্টিসম্পন্ন আর যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া অনির্দ্দেশ্য (ইন্দ্রিয়াতীত) অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্তনীয়, কূটস্থ, অচল ধ্রুব অক্ষরের (পরম ব্রহ্মের) উপাসনা করেন, সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিরত সেই ব্যক্তিগণই আমাকে প্রাপ্ত হন। (কিন্তু) অব্যক্তব্রহ্মে আসক্তমনা সেই ব্যক্তিগণের অধিকতর কষ্ট হয়; কারণ দেহধারিগণের অব্যক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ সহজে হয় না।

ব্যাখ্যা—তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব—তাঁহারও আমাকে প্রাপ্ত হন। কাঁহারা? যাঁহারা

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ—সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বত্র যাঁহারা সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, যাঁহাদের কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই, যাঁহারা "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ—যাঁহারা সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিরত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে পুনরায় মনে করিয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষ কেবল আপনার বা স্বজনের হিতার্থ কর্ম্ম করে। কর্ম্মযোগী

সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মা হইয়া নিষ্কামভাবে সর্ব্বভূতের হিত লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক স্বভাববিহিত স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাবদত্ত স্বকীয় কর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। এইরূপ কর্ম্মযোগ চর্চ্চার ফলে তাঁহার সাধনার অন্যান্য অঙ্গও (জ্ঞান, ভক্তি) উৎকর্ষ লাভ করে। গীতাকারের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ মত – কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ সুদুষ্কর। এ কারণ, এই প্রসঙ্গে "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" বচন ব্যবহার করিলেন।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং – সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরোধ করতঃ ভ্রূমধ্যে প্রাণকে রাখিয়া আত্মস্থৈর্য্যে অবস্থিত হইয়া,

অনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবমক্ষরং পর্য্যুপাসতে – অনির্দ্দেশ্য (অর্থাৎ নিরুপাধি) অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্তনীয় এবং কূটস্থ, অচল, ধ্রুব অক্ষর ব্রহ্মকে উপাসনা করেন।

এরূপ ধ্যানের মাধ্যমে "একমেবাদ্বিতীয়মের" উপলব্ধি অত্যন্ত কঠিন। পূর্ণব্রহ্মসনাতন মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন - যাঁহারা, ইহা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের জন্য এইরূপ উপায় বিস্তৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার ও পষ্ট করিয়া একাধিক বার তাঁহার মত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। আর এখানে এমন ইহাই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে,

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ – সেই অব্যক্তসাধকের ক্লেশ অধিকতর, কারণ

গতির্দুঃখম্ দেহবদ্ভিরবাপ্যতে – দেহধারী মনুষ্যগণ দ্বারা

অব্যক্তে গমন (অব্যক্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি) কষ্টে প্রাপ্য হয়। একারণ বাস্তববাদী কৃষ্ণবাসুদেব বিকল্প উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন ;

১২.১.৩ মদেকচিত্তের সুযোগ ও সুবিধা

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥৮॥

অন্বয়—যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ (সন্তঃ) অনন্যেব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে, পার্থ! অহং ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ন চিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি। (অতঃ) ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ; অতঃ ঊর্দ্ধ্বং ময়ি এব নিবসিষ্যসি – অত্র ন সংশয়ঃ।

অনুবাদ—কিন্তু যাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম আমাকে সন্ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য যোগে আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমাতে আবেশিতচিত্ত সেই ব্যক্তিগণকে আমি অচিরে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। (অতঃপর) আমাতেই মন স্থাপিত কর ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলে তাহার পর (অনন্তর) আমাতেই নিবাস করিবে – ইহাতে সংশয় নাই।

ব্যাখ্যা—অর্জ্জুনের মনে তুলনামূলক প্রশ্নের উদয় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অক্ষর যোগের কাঠিন্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্তির বিকল্প হিসাবে তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহাতে সর্ব্ব কর্ম্মফল ন্যস্ত

করিয়া তন্-মন্-ধন্ দিয়া তাঁহার নির্দ্দেশে জীবন যাপন পূর্ব্বক অন্তে সংসারসাগর অতিক্রম করা অনেক সহজ—ইহা নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রথম সর্ত্ত,

ময়ি সংন্যস্য—সর্ব্ব কর্ম্ম আমাকে সন্ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হওয়া এবং পরে ;

অনন্যেনৈব যোগেন—অনন্য যোগে, একান্তে আমার ধ্যান করিয়া উপাসনা। তাহা হইলে,

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা—আমি তাহাদিগকে (আমাতে নিবিষ্ট-চিত্ত পুরুষগণকে) অচিরে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিব। অতএব ইহার operative part হিসাবে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন,

ময্যেব মন আধৎস্ব—আমাতেই মন সমাহিত কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর (অর্থাৎ আমি যেমন সুখ দুঃখের অতীত, তুমি ও সেইরূপ দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিতে থাক) তাহা হইলে অনন্তর আমাতেই বাস করিবে—ইহাতে সংশয় নাই।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মন্তব্য বিশেষ ভাবে বিরূপ। তাঁহাদের মন্তব্য, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণবাসুদেবরূপে স্বয়ং অর্জ্জুনের সারথি হইয়া রথ চালনা করিতেছেন এবং অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে নানাভাবে উদ্দীপনা দিতেছেন। অর্জ্জুন যতক্ষণ তাঁহার সখা ও সারথিকে স্বয়ং শ্রীভগবান্, তাহা জানিতে পারেন নাই, ততক্ষণ তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিয়াছেন, "আমার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল হও" কৃষ্ণবাসুদেবের দ্বারা এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়াও অর্জ্জুন তাঁহার উপর পূর্ণ আস্থা রাখিতে পারেন নাই বা চাহেন নাই। কৃষ্ণবাসুদেব তাঁহার বিবিধ বিভূতির বিষয় উল্লেখ করিলেন, এমন কি অর্জ্জুনকে

তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন,[১] "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল ; লোক সকলের সংহার করিবার জন্য এই সময়ে এখানে প্রবৃত্ত রহিয়াছি ; তুমি হত্যা না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্য সকল যাহারা অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের কেহই বাঁচিবে না ; অতএব তুমি যুদ্ধ কর। আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বেই হত্যা করিয়াছি ; হে সব্যসাচিন্ তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও।" তথাপি অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন,[২] যে "অব্যক্ত ব্রহ্মোপাসক ও তোমার ভক্ত – এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কে যোগবিত্তম ?" ইহা হইতে বুঝা যায়, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ জানিয়াও আত্মবোধজ্ঞান সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া কৃষ্ণবাসুদেবের চরণে সম্যক্ আত্মনিবেদন করিতে সংশয় করিতেছেন ; কৃষ্ণবাসুদেব সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ইহাই যদি অর্জ্জুনের অবস্থা হয় ত "কা কথা অন্যেষাম্।" ইহার পরও অর্জ্জুন কৃষ্ণবাসুদেবকে নানা প্রশ্ন করিয়াছেন, বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; কিন্তু তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশমত যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয়, অর্জ্জুন এই মত ব্যক্ত করেন নাই। পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ উষ্মার সহিত মন্তব্য করিলেন, "অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া) 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই যে ভাবিতেছ, ইহা তোমার মিথ্যা সঙ্কল্প। প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধ নিয়োগ করিবে। সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, তুমি শোকাকুল হইও না।" তখনই অর্জ্জুন "করিষ্যে বচনং তব" বলিয়া কৃষ্ণবাসুদেবের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদন করিলেন।[৩]

এই সকল বুদ্ধিজীবীদিগের আর এক প্রশ্ন : শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দিষ্ট

১। ১১।৩২-৩৩ ২। ১২।১ ৩। ১৮।৫৯,৬৬

উপায়ে জনসাধারণের জীবনে ভক্তির স্থান হওয়া প্রায় অসম্ভব— অতীব দুষ্কর। ভক্তিবাদ কর্ম্মযোগ কিংবা জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কোন মতেই সহজসাধ্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণ বাস্তববাদী; তিনি ইহা জানিতেন। সক্রিয় আনুষ্ঠানিক ভাবে, operationally, আত্মসমর্পণ কতদূর সম্ভব? মানুষের মন বলিয়া একটী পদার্থ আছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধি ও অহংকার। ইহাদের সম্পূর্ণভাবে গৌণ রাখিয়া অন্য একজনের বুদ্ধি ও বিবেচনাকে মুখ্য করিয়া জীবন পথে চলা বড় সহজ কাজ নহে। ইহাও অক্ষরযোগ অভ্যাসের ন্যায় সুদুষ্কর। কৃষ্ণবাসুদেব ইহা জানিতেন। সে কারণ নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোকে ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানের দিকটী আলোচনা করিলেন।

১২.১.৪ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানের (Operation-এর) বিশ্লেষণ

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১॥

অন্বয়—ধনঞ্জয়! অথ ময়ি চিত্তং সমাধাতুং (ধারয়িতুং) ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ। অভ্যাসে অপি (তর্হি) মৎকর্ম্মপরমঃ ভব; মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিম

অবাপ্ত্যাসি। অথ এতদপি কর্ত্তুম্ অসক্তঃ অসি, ততঃ মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ যতাত্মবান্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু।

অনুবাদ—আর যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে না পার, হে ধনঞ্জয়, তবে অভ্যাস যোগদ্বারা (৬।২৪-২৬ শ্লোকোক্ত) আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও; আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি পাবে। আর যদি আমাতে যুক্ত হইয়াও তাহা করিতে অসক্ত হও, তবে সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ কর।

ব্যাখ্যা—সামান্য একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভক্তি-অনুষ্ঠানের কয়েকটী ধাপ আছে। অনুষ্ঠান ব্যাপারে ধাপগুলির সর্ব্বনিম্ন ধাপ হইতে জীবের অবস্থানুযায়ী পর পর উঁচুর দিকে প্রথম ধাপ লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহা হইলে ভক্তিযোগ সাধনা সম্ভব ও সফল হইবে।

প্রথম ধাপ : শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত স্থাপন;

দ্বিতীয় ধাপ : তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুস্মরণরূপ অভ্যাস যোগ;

তৃতীয় ধাপ : তদভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ ব্রত, পূজা প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মানুষ্ঠান; এবং

চতুর্থ ধাপ : তদভাবে শ্রীকৃষ্ণে যুক্ত হইয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া সংযত চিত্তে সকল কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক স্বভাববিহিত স্বধর্ম্মপালন।

এই বিশ্লেষণে দেখা যাইবে যে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভক্তির অবলম্বন পাওয়া যায় না। গীতাকার সে কারণ ধর্ম্মব্যাখ্যাতা পুরুষোত্তমরূপ কৃষ্ণবাসুদেবকে সেই অবলম্বন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা মন্তব্য করেন যে তাঁহাদের পক্ষে ত কৃষ্ণবাসুদেবরূপ পুরুষোত্তম অবলম্বন সম্ভব নহে। তাঁহারা সে কারণ স্বীয় বুদ্ধির আশ্রয়ে জীবন দর্শন বিচার পূর্ব্বক চলার পথে চলিতে থাকেন। তাঁহাদের মতে আধুনিককালে গীতোক্ত ভক্তির স্থান ও অনুশীলন একরূপ অসম্ভব।

গভীর মনোনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইঁহাদের এই যুক্তি অত্যন্ত superficial, ভাসাভাসা। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। যদি ইঁহাদের মনে এইরূপ চিন্তা হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের মনে কি এই সকল চিন্তার উদয় হয় নাই? তিনি এই সকল অসুবিধার বিষয় অবহিত ছিলেন; সে কারণ পড়ে দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেন[১] যে,

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

কেহ ধ্যানযোগে নিজের মধ্যে নিজের চেষ্টায় আত্মাকে দেখিতে পান; কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা, অপর কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা। আবার অন্যে এইরূপে না জানিয়া অন্যের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন; শ্রুতিপরায়ণ সেই ব্যক্তিগণও মৃত্যুর অতীত হন। অর্থাৎ কৃষ্ণবাসুদেবনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানযোগ কিংবা কর্ম্মযোগ যে কী বস্তু সে সম্বন্ধে জনসাধারণের পক্ষে স্বকীয় চেষ্টায় হৃদয়ঙ্গম করা প্রায় অসম্ভব। সে কারণ, এই সব গূঢ়তত্ত্ব অপরের নিকট বোধগম্য সহজভাষায় শুনিয়া

১। ১৩।২৪-২৬

তৎসম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী উপাসনার ফলে মুক্তিলাভ জনসাধারণের পক্ষে সুলভ হয়। ইহাই সাধারণ সমাজে গুরুবাদ বলিয়া খ্যাত। এই সকল ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাঁহাদের আরাধ্য গুরুর সাজুয্যে আসিয়া গুরুকে পরমব্রহ্ম জ্ঞানে **তাঁহারই** সাজুযালাভ সুলভ হয়। এই কারণে হিন্দুসমাজে ও তৎপ্রভাবিত অন্যান্য সমাজে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গুরুবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে চলিতে থাকিবে। এই গুরুবাদের মাধ্যমে গুরুকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিযোগ সাধ্য হইতেছে ও হইবে। ইঁহাদের নিকট,

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুরেব মহেশ্বরঃ।
গুরুদেবঃ পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আর গুরু নমস্কার মন্ত্র—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মৎকর্ম্মপরমো ভবঃ—শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ ব্রত, পূজা প্রভৃতি যজ্ঞকর্মানুষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"।[১] তাহা হইলে কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা "তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচারঃ", কারণ "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।"

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি—ষষ্ঠ অধ্যায় বর্ণিত অভ্যাস[২]যোগ দ্বারা আমাকে পাইতে প্রয়াস কর, যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্ম পরায়ণ হও।

১। ৩।৫,৯ ২। ৬।২৪-২৬

মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি – আমার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি পাবে অর্থাৎ সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া মদর্থে কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি সুলভে করতলগত হইবে।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে সাধারণ জীবের মধ্যে যাঁহারা এই উপদেশের সুযোগ লইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপোক্ত অনুষ্ঠানই সাধ্যায়ত্ত করিতে অভ্যাস করিলে অগ্রসর সম্ভবপর। কিন্তু ইহাতেও দীর্ঘকাল অভ্যাসের প্রয়োজন। তবেই সেই বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি সম্ভব হয়, যাহাতে জীব প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা করিতে সমর্থ হয় যে,

"প্রাতরুত্থায় সায়ান্তং সায়ামারভ্য পুনঃ প্রাতঃ।
যৎকরোমি জগন্নাতস্তদেব পূজনং তব॥"

এবং প্রত্যেকটী নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানান্তে "তৎ সর্ব্বং ভগবচ্চরণে সমর্পিতুমস্তু" এই বচন স্বতঃই প্রাণের মধ্য হইতে উচ্চারণ করিতে পারে। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে এই প্রকার অভ্যাস ও পরে তদভ্যাসজনিত মানসিক প্রস্তুতি দুষ্কর হইলেও সুদুষ্কর নহে। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে এই উপদেশানুযায়ী অনুষ্ঠানদ্বয় পালন করিলে এই দুইটী ধাপ অতিক্রম করা সম্ভব হয়।

অথ চিত্তং সমাধাতুম্ – এই অনুষ্ঠান সত্যই সুকঠিন। কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির উপর পরম নির্ভরশীল হওয়া আধুনিক কালের বাস্তবধর্ম্মী আত্মপ্রত্যয়ীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ কালের সামাজিক চিন্তাধারার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য, সকল মানুষই সমান – সুযোগের পার্থক্যে পরবর্ত্তী কালে জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ-স্ফুটন। কোটীতে গুটী নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতি ও উপচয়ে বিশ্বাস করে। বাদবাকী সকলেই জন্মকালীন পরিবেশ ও

অপেক্ষাকৃত অধিক সুযোগ ও সুবিধার অভাবকেই স্ব স্ব জীবনের পূর্ণস্ফুটনের প্রধান বাধা বলিয়া মনে করে। ফলে সমস্ত সংসার ও সমাজ ঘেরিয়া এক বিরাট অসন্তোষ ও তিক্ততা এবং তজ্জনিত খেদ ও মানুষের প্রতি অপর একজন মানুষের অসূয়া। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে আধুনিক মানুষের অহঙ্কার ও লোভ শিখরচুম্বী।

এই পরিবেশে আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে বিশেষ এক শ্রেণীর সাধকের কিয়দংশ তাঁহাদের সাধনার ফলে সামান্য শক্তির অধিকারী হইয়া নানা প্রকার সিদ্ধাইর দ্বারা এই সকল তথা-কথিত আত্মপ্রতারী কিন্তু লোভী জীবের, তাহাদের দুর্ব্বলতার advantage লইয়া, সুযোগ লইয়া নিজেদের গোষ্ঠী সৃষ্টি করিতেছেন। আর এই গোষ্ঠীগত গুরু তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট – পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, স্বয়ং ভগবান! এইরূপ অবস্থায়েও সমাজের ও সংসারের বিশেষ ক্ষতি হইত না যদি ইহাঁরা তাঁহাদের ক্ষমতাগত সিদ্ধাইর প্রতি আকৃষ্ট না করিয়া শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান শাস্ত্রানুমোদিত আচারের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া এই সকল জনসাধারণের বিশ্বাসকে ভাস্বত জ্ঞানদীপের দ্বারা অত্যুজ্জ্বল, স্বকীয় যুক্তির দ্বারা শাণিত করিয়া প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞানের পরিবর্তে স্বচ্ছ প্রজ্ঞার দ্বারা অজ্ঞানজ-তম নাশ করিতেন। ইহাই করিয়াছিলেন কৃষ্ণবাসুদেব, ভগবান্ বুদ্ধ, কন্‌ফিউসিয়াস্, যিশু ও মহম্মদ।

ইহা মানিতেই হইবে যে মানুষ নিগুর্ণ অশরীরী শ্রীভগবানের চরণে নিজেকে নিবেদন করিতে অসমর্থ। সে একটী অবলম্বন চাহে। এ কারণ বিশেষ এক শক্তিশালী ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল হয় এবং তাঁহাতে পূর্ণব্রহ্মসনাতনত্ব অধ্যাস করে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সকল মানুষীতনু আশ্রিত ব্যক্তি "সর্ব্বব্যাপী সঃ সর্ব্বগতঃ", "সর্ব্বভূতাধিবাসঃ" ও "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশম্" না হইয়া সিদ্ধাইশক্তিসম্পন্ন

সাধক বিশেষ। অর্জ্জুনের অবলম্বন ছিলেন বিরাটরূপী কৃষ্ণবাসুদেব আর আধুনিক জীবের অবলম্বন সিদ্ধাই প্রাপ্ত সাধক শ্রেণী!

এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় পরিষ্কার করার প্রয়োজন। স্বাভাবিক ও সাধারণ অবস্থায়, under normal circumstances, যে তৃষ্ণার্ত্ত, সে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের অন্বেষণ করিবে এবং জলাশয় কিংবা "পিঁআও" খুঁজিয়া নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করিবে। জীবনে ঠিক এই ভাবেই শিষ্য "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্"[১] এর একজন হইয়া তাহার গুরুকে খুঁজিয়া বাহির করে—অন্তরের তাড়নায়, ভিতরকার প্রেরণায়। সদ্‌গুরু কখনো নিজেকে প্রকাশ করেন না, পরন্তু কূর্ম্মের ন্যায় সর্ব্বদাই নিজ গুহাহিত থাকিয়া এমনভাবে জীবন যাপন করেন যে বাহিরের সাধারণ মানুষ তাঁহার হদ্দিশ করিতে পারে না। পরন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত সাধনোদীপ্ত প্রকৃতি হইতে এমন একটী বিশেষ বস্তু বিকীরিত হয় যাহা Radio-Active Elements এর ন্যায় সন্নিহিত স্থানে ত নিশ্চয়ই, বহু দূর দূর অঞ্চলেও বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এবং ইহাঁরা উপনিষদের যুগের ন্যায় "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্"[২] শিষ্য অঙ্গীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অনুরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন, "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।"[৩] এই অবস্থার সহিত বর্ত্তমান আধুনিক কালের পার্থক্য লক্ষণীয়! সে কারণ, জিজ্ঞাসুর বিরাট জিজ্ঞাসা: আধুনিক কালে গীতোক্ত আত্ম-নিবেদনের স্থান কোথায়?

অতএব,

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্—যদি আমাতে

১। ৭।১৬ ২। কঠো, ১।২।২৩ ৩। ১১।৫৩-৫৪

যুক্ত হইয়া আমার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে অসক্ত হও, তবে সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ কর অর্থাৎ আসক্তি বর্জ্জন করিয়া নিষ্কাম ভাবে সকল কর্ম্ম কর; তোমার নিজের স্বার্থ না থাকিলেই সেই কর্ম্ম "মৎকর্ম্ম" হইবে। আর জীবের এই,

১২.১.৫ ত্যাগের পর শান্তি আসে

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২॥

অন্বয়—অভ্যাসাৎ হি জ্ঞানং শ্রেয়ঃ; জ্ঞানাৎ ধ্যানম্ বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ।

অনুবাদ—কারণ, অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান বিশিষ্টকর (সুসাধ্য), ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ সুসাধ্য; ত্যাগ হইতে অবিলম্বে শান্তি আসে।

ব্যাখ্যা—মানুষের সকল চেষ্টাই, কি পার্থিব কি আধ্যাত্মিক, সুখ ও শান্তি প্রাপ্তির আশায়। আর এই সুখ ও শান্তি যাহাতে স্থায়ী হয়, তজ্জন্য নিরন্তর প্রয়াস। সেই শান্তি সহজে কি করিয়া পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ এখন তাহার এক উপায় বিশ্লেষণ করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে কাহারা শাশ্বত শান্তির অধিকারী হন, তাহার ব্যাখ্যান করিয়াছেন।[১] পুনরায় এখন তাহার এক practical বিশ্লেষণ করিলেন, যাহাতে জীব এই পদ্ধতি নিজের জীবনে ব্যবহার করিয়া সফল হইতে পারে।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ—ষষ্ঠ অধ্যায়োক্ত[২] অভ্যাসযোগ

১। ২।৬৪-৬৬, ২।৭০; ৪।৩৯,৪০ ২। ৬।২৫-২৬

প্রয়াস করা অপেক্ষা জ্ঞানচর্চ্চা শ্রেয়ঃ, "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদতে[১]। সেই জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান বিশিষ্টতর, সুসাধ্য; ধ্যান অপেক্ষা,

ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ—কর্ম্মফলত্যাগ সুসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণের অভিমত, কর্মের বিষদাঁতই মানুষকে শান্তি পাইতে বাধা দেয়। এই বিষদাঁত যদি একবার কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের শান্তি পাইতে আর কোন বাধা হইবে না। ইহার একমাত্র উপায়: আসক্তি বর্জ্জন করিয়া নিষ্কামভাবে সকল কর্ম করা। নিজের স্বার্থ না থাকিলেই সেই কর্ম "তদর্থে কর্ম্ম" করা হয়। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।"[২] উদাহরণ স্বরূপ, কোন একটী গ্রামে জলকষ্ট। সেই গ্রামের কোন একজন গ্রামবাসী নিজের জমীতে, নিজের চেষ্টায় ও অর্থ ব্যয়ে একটী পুষ্করণী খনন করিয়া নিজের পিতামাতার নামে উৎসর্গ না করিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করিলেন। ইহা হইতে তিনিও একজন গ্রামবাসী হিসাবে লাভবান হইলেন; ইহা "তদর্থে কর্ম্ম" – বহুজনহিতায়, অতএব নিষ্কাম কর্ম। এইরূপ কর্ম করিলে কর্মফল ত্যাগ করা হয় এবং ইহা হইতে,

ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্—অবিলম্বে শান্তি আসে। "স শান্তি-মাপ্নোতি ন কামকামী।"[৩] সাধারণ জীব সংসারে এত সহজে পরমা শান্তি আর অন্য কোন উপায়ে পাইতে পারে না। It is the Royal Road.

অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে[৪] শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ প্রাপ্তির বিকল্প উত্থাপন

১। ৪।৩৯ ২। ৩।৯ ৩। ২।৭০
৪। ৮।১৫, ৯।২২,২৩,২৬, ৩০-৩৪

করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশ "অনন্য মনে যিনি আমাকে প্রতিদিন নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগীর নিকট আমি অনায়াসলভ্য। ইহার পর নবম অধ্যায়ে, এই নির্দেশের পুনরুক্তি করিলেন, "যাঁহারা অনন্য মনে আমার উপাসনা করেন, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যোগজনিত সিদ্ধি বহন করি।" পাছে কাহারও মনে এরূপ ভুল ধারণা হয় যে কৃষ্ণবাসুদেবের অর্চ্চনা না করিলে, ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে না, তাহা নিরসনের জন্য আরো পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে ভক্তিভরে যে সকল ভক্ত অন্য দেবতাদিগের পূজা করেন তাঁহারাও আমাকে লাভ করেন।"

এই সকল নির্দ্দেশ বিশেষ মনোযোগের সহিত বিচার করিলে দেখা যাইবে যে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনে সমর্থ না হইয়া, যদি নিরন্তর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার স্মরণ করা যায় তাহা হইলে শ্রীভগবানেরই পূজা করা হইবে এবং তাঁহাকে অনায়াসে লাভ করা সম্ভব হইবে।

এই যে উপায়ের বিষয় এখানে আলোচিত হইল, ইহা পূর্ব্বকথিত আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ধাপের অনুরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে গীতায় এমন কিছু নির্দ্দেশ আছে যাহা বর্ত্তমান যুগেও জনসাধারণের পক্ষে প্রযোজ্য এবং তাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুশীলন করিলে লাভবান হইবে।

এখন দেখা যাউক, এই সকল পূজা পদ্ধতির রূপ কি? সে সকল কি আজকালকার জনসাধারণের সাধ্যায়ত্ত? এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণবাসুদেবের বাণী যত্নপূর্বক অভিনিবেশ করিলে বুঝা যাইবে যে গীতোক্ত বাণী ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলা এই আধুনিক যুগের লোকের পক্ষেও সুকঠিন নহে। তাঁহার নির্দ্দেশ,[১] "যিনি আমাকে ভক্তি-

১। ৯।২৬-২৭, ৩০-৩৪

সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি সেই ভক্তগণের সযত্নে প্রদত্ত তৎসমুদয় প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করি। হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাকে অর্পণ কর। এইরূপ ভক্তিভরে অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করে সে সাধু; তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর। সে অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিরন্তর শান্তিলাভ করে এবং তাহার বিনাশ নাই। পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তি-পরায়ণ রাজর্ষিগণের কথা দূরে থাকুক, যাহারা নিতান্ত পাপাত্মা, তাহারা এবং স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র – তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে পরমা গতি লাভে সমর্থ হয়।" এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার করিয়া জনসাধারণের উল্লেখ করিয়া তাহাদের পরমা গতি লাভের ব্যবস্থা করিলেন।

ইহাই শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক ভক্তিযোগের বর্ণন। পূর্ব্বে যে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা নিষ্ঠার সহিত অভ্যাস করা বর্ত্তমান যুগের সমস্যা জটিল সংসারে জনসাধারণ ত দূরের কথা, বিদ্বান্‌দিগের পক্ষেও সম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু ভক্তিযোগ অভ্যাস, যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিয়াছেন, তাহা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। প্রয়োজন – নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা এবং নিরন্তর তাঁহাকে স্মরণ; তাহা হইলে "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাম্"[১] সম্ভব হইবে; অন্যথা "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ।"[২]

১। মুণ্ডক ৩।২।৩ ২। কঠো ১।২।৫

১২.২ রাষ্ট্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থায়ে নেতৃবর্গের গুণাবলি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি বিশেষ মন্তব্য

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কার সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥
যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষাভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

অন্বয়—সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ এব চ করুণঃ, নির্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী, সততং সন্তুষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়-নিশ্চয়ঃ, ময়ি-অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ, যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ। যস্মাৎ লোকঃ উদ্‌বিজতে ন, চ যঃ লোকাৎ ন উদ্‌বিজতে, যঃ হর্ষ-অমর্ষ-ভয়-উদ্‌বেগৈঃ মুক্তঃ, সঃ চ মে প্রিয়ঃ। অনপেক্ষঃ, শুচিঃ, দক্ষঃ, উদাসীনঃ, গতব্যথঃ, সর্ব্ব-আরম্ভপরিত্যাগী যঃ মদ্‌ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ। যঃ ন হৃষ্যতি,

ন দ্বেষ্টি, ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি, যঃ শুভাশুভপরিত্যাগী, ভক্তিমান্, সঃ মে প্রিয়ঃ। শত্রৌ চ মিত্রে, চ তথা মান-অপমানয়োঃ সমঃ, শীত-উষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ, স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ। যে তু যথোক্তম্ ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ (সন্তঃ) তে ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ।

অনুবাদ—সর্ব্বভূতের প্রতি বিদ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন ও করুণাশীল, মমতাহীন (স্বার্থবোধ শূন্য) নিরহঙ্কার (কর্ত্তৃত্ব-অভিমান শূন্য), সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাবান্, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতস্বভাব, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতে অর্পিতমনোবুদ্ধি, (এই প্রকার) যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বেগ পায় না (অর্থাৎ যিনি লোকের অশান্তি, ভয় বা উদ্বেগের হেতু হন না) এবং যিনি অন্যলোক হইতে উদ্বেগ পান না (অর্থাৎ অন্যকৃত উপদ্রবে যাঁহার শান্তি ভঙ্গ হয় না) যিনি হর্ষ, অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা) ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিও আমার প্রিয়। অনপেক্ষ (যিনি পরবশ নন) শৌচসম্পন্ন, দক্ষ ও কর্ম্মকুশল, উদাসীন (পক্ষপাত শূন্য, impartial) ব্যথাবর্জ্জিত (অকাতর, tireless), নিজের লাভের জন্য সর্ব্ববিধ উদ্যমত্যাগী, এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়। যিনি হৃষ্ট (আহ্লাদে বিচলিত) হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগী (লৌকিক শুভাশুভ বিচারের উর্দ্ধে) ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়। শত্রু ও মিত্রে, তথা মান-অপমানে সমান, শীত উষ্ণ-সুখদুঃখে সমান, আসক্তিবর্জ্জিত, নিন্দাস্তুতিতে অবিচলিত, মৌনী (সংযতবাক্) সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, বাসস্থানে অনাসক্ত (সর্ব্বত্র বাসক্ষম) স্থিরমতি, ভক্তিমান নর আমার প্রিয়। এবং যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত,

মৎপরায়ণ হইয়া যথোক্ত এই ধর্ম্মামৃত (অমৃতত্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন) পালন করেন, সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়।

ব্যাখ্যা—এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে কৃষ্ণবাসুদেব এমন কয়েকটী মন্তব্য করিয়াছেন, যাহা আধুনিক কালের রাষ্ট্রশাসন ও সমাজব্যবস্থায় বিশেষ উপযোগী হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ ও উপদেশ অর্জ্জুনের ন্যায় লোকপাল, সমাজব্যবস্থাপক ও রাষ্ট্রশাসকদিগের জন্য ; অতএব তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মব্যবস্থাপক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হইতে চাহেন, তাঁহাদের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, এ অধ্যায়ের শেষের আটটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন।

এই মন্তব্যগুলির বিশেষ বিচার ও বিশ্লেষণে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। গীতায় কৃষ্ণবাসুদেবের বিচারের লক্ষ্য ও সিদ্ধান্ত কি ? অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান। এহ বাহ্য। শ্রীকৃষ্ণ নিজে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"[১], সে কারণ তিনি এক অনন্য ও অসাধারণ, এক অঘটন ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন – সেই Grand Phenomenon – পূর্ণব্রহ্মসনাতনের মানুষীতনুতে জগতে অবতীর্ণ হওয়া। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য **তিনি** যুগে যুগে মানুষীতনুতে প্রকট হইয়া সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কার করেন। কেন ? যাহাতে তাঁহার সৃষ্টজীব দিব্যজীবন সমন্বিত এক সমাজসংস্থার অত্যুত্তম আদর্শানুযায়ী জীবনগঠনে সমর্থ হয়।

এখানে এই "ধর্ম্ম" শব্দটী লইয়া বিশেষ গোল বাঁধিয়াছে। সমস্ত প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলি গভীর দার্শনিক আলোচনায় পূর্ণ। সেই সেই

১। ৪।৮

ব্যাখ্যাতৃগণ মনে করেন ধর্ম্ম বলিতে গীতাকার জীবনের চরম তত্ত্ববিষয়ের, metaphysical আলোচনা বুঝিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় কিন্তু মনে হয়, ইহা এক ভ্রান্ত ধারণা। ধর্ম বলিতে আমরা সমগ্র ধর্মনীতি মনে করি ; যাহা সমাজকে ধারণ করে, অর্থাৎ যে আচার ব্যবহার সমাজরক্ষার অনুকূল, তাহাই ধর্ম ; কেবল সমাজের হানিকর কর্ম অধর্ম। অতএব ইহার অন্তর্গত রাষ্ট্রধর্ম, সমাজধর্ম, সংসারধর্ম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম। আহার, বিহার, শিক্ষা, দীক্ষা, বৃত্তি, উপার্জ্জন, স্বজন পালন, শত্রুদমন, সদাচার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই ধর্মের অন্তর্গত। ইহাই "Totality of an Event ; ইহাই Human Existence in Totality"। **গীতায় শ্রীকৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম এই সামগ্রিক কর্ম্মশক্তির নামান্তর।** আধুনিক কালের বিজ্ঞানী-তথা-দার্শনিক "Teilhard is quite sure that authentic existence for the Christian involves not a renunciation of the world but acceptance of it....the Christian is bound to accept the world in so far as it is God's creation, redeemed by Christ : that is – the *whole* world.[১] সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করিয়া আদর্শ, ideal সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তিনি প্রত্যেকটী জীবের দিব্যজীবন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ; সে কারণ তাহার (জীবের) ব্যক্তিগত জীবন কি ভাবে যাপিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহার বিশদ আলোচনা করেন ; এমন কি মানুষের আহার, বিহার কিরূপ হইবে তাহাও তাঁহার বিচার হইতে বাদ পড়ে নাই।[২] Teilhard এই প্রসঙ্গে "Super-personalisation" ব্যবহার করিয়া সিদ্ধান্ত দেন "the task is to totalise without de-

---

১। Delfgaauw—Evolution, p. 99 ২। ৬।১৭, ১৭।৮-১০

personalising".[১] The great danger of totalitarian systems is that they seek to bring about a larger unity among men by immolating the person ; but in fact it is only out of the freedom and responsibility of the person that real unity can grow."[২] শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের ব্যক্তিগত সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণান্বিত প্রকৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং ঘোষণা করেন[৩] যে "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভিগুর্ণৈঃ॥" আধুনিক বিজ্ঞানী বলেন, "Such expressions (super-personalisation) are nowhere meant to imply that evolution tends toward the elimination of individual personality, but that the tendency will be for individuals to stand more and more in need of one another, so that together they will be able to attain a higher level than anyone could hope to reach for himself alone. All that Teilhard is really saying here is that the loftiest expression of the individual person is indeed his own personal expression, but that it can only arrive at the height through communal relationships."[৪] "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" এ কারণ দিব্যজীবন সমন্বিত এক সমাজসংস্থার বিশেষ প্রয়োজন যেখানে মানুষের মধ্যে এই সহযোগিতা পূর্ণভাবে বিরাজ করিবে। সেইরূপ সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যের

১। Teilhard—Building the Earth No I, p. 70.

২। Delfgaauw—Evolution p. 98

৩। ১৮।৪০

৪। Ibid, pp 97-98

কিরূপ গুণাবলি হওয়া প্রয়োজন, তাহারই এক ব্যাখ্যান এই আটটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিত করিয়াছেন।[১]

শ্রীকৃষ্ণের এই মন্তব্যে যে সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা রাষ্ট্র ব্যবস্থাপকদিগের জন্য, বিশেষ করিয়া যাঁহারা রাষ্ট্রের মূল ব্যবস্থা নির্ণয় করিবেন এবং সেই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে রূপায়িত করিবেন। এ কারণ, গীতা সর্ব্বসাধারণের জন্য রচিত হয় নি, "ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।"[২] গীতার উপদেশ – জ্ঞানীব্যক্তিরা, সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপকেরা "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" নিজ আচরণ দ্বারা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ রক্ষা করিবেন, যাহাতে জনসাধারণ একটী সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ সুগম মার্গ অনুসরণ করিয়া এই সকল আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। তাহা হইলে ভারতে-তথা-সমগ্র পৃথিবীতে রাষ্ট্রশাসন ও সমাজপরিচালনায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা হইবে – ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

গুণের সেই তালিকা।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং – সর্ব্বভূতের প্রতি বিদ্বেষহীন, দেশের সমস্ত অধিবাসীর প্রতি দ্বেষ শূন্য;

মৈত্রঃ করুণ এব চ – মিত্র ভাবাপন্ন ও করুণাশীল। দেশের মধ্যে বুদ্ধিহীন, দরিদ্র ও অসহায় অনেক আছে, তাহাদের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার ও তাহাদের অসহায় অবস্থায় কৃপালু হইয়া তাহাদের অনুকূলে রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্র ব্যবহার করিয়া তাহাদের উন্নতি ঘটাইবার প্রয়াস;

নির্ম্মমো নিরহঙ্কার সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী – মমতা হীন (অর্থাৎ

১। ১২।১৭ ২। ১৮।৬৭

স্বার্থবোধ শূন্য), নিরহঙ্কার (কর্তৃত্বাভিমান শূন্য) সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন (অর্থাৎ দেশের ও সমাজের সুখ দুঃখ সমভাবে সকল দেশবাসীর মধ্যে সমভাবে ভাগ করিয়া) ক্ষমাশীল (অর্থাৎ দেশবাসীদিগের মধ্যে যাহারা অপরাধী কিংবা অপরাধপ্রবণ, তাহাদের সহিত সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করিয়া তাহাদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ – নিজকর্মে ও সেই কর্মোপাত্ত দক্ষিণায় সন্তুষ্ট হইয়া, রাজপুরুষ উদ্ধতস্বভাব না হইয়া তদপরিবর্তে সংযতস্বভাব ও কর্মযোগী হইয়া শিবজ্ঞানে জীব সেবা করিয়া রাষ্ট্রশাসনের যাহা policy তাহা কার্যে রূপায়িত করিতে দৃঢ় নিশ্চয় (অর্থাৎ স্বার্থবোধে কিংবা উৎকোচ লইয়া অন্যথা না করিয়া)। এতদ্ব্যতীত যাহাতে দেশবাসীরা

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ – এই সকল শাসকগণ হইতে উদ্বেগ পান না, যাঁহারা সাধারণের অশান্তির হেতু হন না বা নন এবং যাঁহারা অন্য লোক হইতে উদ্বেগ পান না, অন্যকৃত উপদ্রবে যাঁহাদের শান্তিভঙ্গ হয় না এবং এইরূপ ব্যবহারে যাঁহারা তাঁহাদের মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া সুবিচার হইতে ভ্রষ্ট হন না, এবং যাঁহারা

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ – হর্ষ (উল্লাস জনিত চাঞ্চল্য), অমর্ষ (অসহিষ্ণুতা), ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তাঁহারাই উপযুক্ত রাষ্ট্রশাসক ও সমাজরক্ষক হইতে সমর্থ।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ – যাঁহারা অনপেক্ষ (অর্থাৎ পরবশ নন, কিংবা ন্যায় বিচার করিতে অন্যায়ের রক্ত চক্ষুর ভয় রাখেন না) শুচিভাবাপন্ন (কোনরূপ অশুচি, যথা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি,

উৎকোচ প্রভৃতি যাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না) দক্ষ, কর্ম্মকুশল, পক্ষপাতশূন্য ও অকাতর হইয়া (অর্থাৎ যাঁহারা শ্রমকাতর নহেন) দেশবাসীর সেবা করেন এবং

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী – নিজের স্বার্থের জন্য সর্ব্ববিধ উদ্যমত্যাগী, তাঁহারাই প্রকৃত দেশসেবক হইতে পারেন।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি – যাঁহারা আহ্লাদে বিচলিত হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, যাঁহারা লৌকিক শুভাশুভের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ যাঁহারা দেশের ও দশের ultimate good লক্ষ্য করিয়া রাজ্যশাসন করেন, ব্যক্তিগত কাহারও বা কোন গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া শাসন কাজ চালান না, আর

তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টঃ – নিন্দা স্তুতিতে সমানভাবে অবিচলিত, মৌনী (সংযত বাক্, কথায় কথায় বাণী প্রচার করেন না) অবিলাসী (অর্থাৎ নিজকর্ম্মোপাত্ত উপার্জ্জনে স্বীয় সাংসারিক ব্যবস্থা করিতে দৃঢ়চিত্ত) বাসস্থানে অনাসক্ত (অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনায়, 'ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে', এরূপভাবে জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত ও স্থিরমতি), তাঁহারাই

ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে – শ্রীকৃষ্ণোক্ত দিব্য-জীবন প্রাপ্তির যথা-উক্ত ধর্ম্মামৃতে (কর্ম্ম-প্রণালীতে) শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাহা পালন করেন, এবং তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয় হন (অর্থাৎ সমাজে ও রাষ্ট্রে এই সকল গুণান্বিত পুরুষেরাই জীবমাত্রেরই দিব্য-জীবন গঠনে সহায়তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পরিকল্পিত আদর্শসমাজ ও রাষ্ট্র, ideal society ও state গঠন করিবেন)। ইহাই কৃষ্ণ বাসুদেবের দৃঢ় ও অবিচলিত ঘোষণা।

বর্তমান কালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র রাষ্ট্রপরিচালকগণ ও রাজপুরুষগণ, জনসাধারণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের ইষ্টানিষ্টের বিষয়ে অধিকতর যত্নবান্ এবং বহু ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার সঠিক বিচার করিতেছেন না। সারা বিশ্বে, বিশেষ করিয়া স্বাধীনোত্তর ভারতে, ইহা এক গুরু প্রশাসনিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার প্রতিকার করিয়া অচিরাৎ সুব্যবস্থা না করিতে পারিলে রাষ্ট্রকাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রাষ্ট্রশাসন অচল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এ অবস্থায় ভারতে যাঁহারা রাষ্ট্রশাসনের সহিত যুক্ত ও সমাজরক্ষার ব্যবস্থাপনা করিতে ব্যস্ত তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের এই মন্তব্যগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	২২	(সূর্য্য)	সূর্য্য
১৭	১	বাজং	বীজং
২০	১	শৃণু	শৃণু"
২৭	১২	উদাহণ	উদাহরণ
৩৪	১	সাধনা	সাধনা"
৩৫	২	ইহয়া	হইয়া
৩৮	২১	পারেন	পারেন"
৩৯	১২	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ-
৪৪	১	নিস্পন্ন	নিষ্পন্ন
৪৬	১৫	কিস্তু	কিন্তু
৪৭	২	কর্ম্মসঙ্গিনাম্ ।[১]	কর্ম্মসঙ্গিনাম ।"[১]
৫১	৬	শোকভাক	ন শোকভাক্
৫১	১১	বাদরারন	বাদরায়ন
৫৩	৬	স্মরণ	আমাকে স্মরণ
৫৩	১৭	স্মরণ্দ্ক্তা	স্মরন্মুক্তা
৫৯	১১	মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ	মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ
৭৪	১১	কথিত	কথিত ।
৯৪	১০	বৃণ্তে	বৃণুতে
৯৪	১৪	পার্যদেরা	পার্ষদেরা
৯৭	১৩	পিতামহস্য	পিতাহমস্য
৯৭	২২	গতি	গতিঃ
৯৮	১০	য়)	(আশ্রয়)
৯৯	১৮	করে	করেন
১০১	১	মূর্দ্ধ্ন্যাধায়ত্মনঃ	মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ
১০৭	৮	person[১]	person[১]
১০৭	১৭	nd	and
১১৬	৬	বলেন ।	বলেন ;

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩০	১৪	পিতণামর্য্যমা	পিতণামর্য্যমা
১৪২	১। ফুটলাইন	১০।১০	১০।১৯
১৪৪	৬	দ্রষ্টমিতি	দ্রষ্টুমিতি
১৫১	১। Foot Line	Statemon	Statesman
১৬৩	১	appea	appeal
১৭০	১৩	দ্রষ্টং	দ্রষ্টুং
১৭৪	১৪	কারতে	করিতে
১৮১	১৫	ব্যখ্যান	ব্যাখ্যান
১৮২	১৭	কিস্ত	কিন্তু
১৮৬	১৩	ব্রহ্মাকে	ব্রহ্মকে
১৮৬	২০	এমন	এখন
১৮৭	৬	তেষামহৎ	তেষামহং
১৮৭	১০	সন্ন্যাস্য	সন্ন্যাস্য
১৯২	১১	পড়ে	পরে
[৭]	১৪	২০৯	২১১
[৯]	১৪	ভগবদ্গাতায়	ভগবদ্গীতায়
[২১]	৯	"শিক্ষিত"	"শিক্ষিত"
[৩০]	২৩	কুরুক্ষেত্রে	কুরুক্ষেত্রে
[৩৩]	১১	কামনা	কামনা,
[৩৬]	১০	করা	করান
[৩৮]	২১	তাহ	তাহা
[৪৫]	৩	কর্ম্মবন্ধন:।	কর্ম্মবন্ধন:"।
[৪৯]	৩	প্রথম	প্রথম,
[৫২]	৫	সেই,	সেই
[৫৩]	৮	Hyper-Physlcs	Hyper-Physics
[৫৩]	১৪	uitimete	ultimate